পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 216 Saturday, 6 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২১৬ সংখ্যা ❋ ২১ আষাঢ়, ১৪৩১, শনিবার, ৬ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

স্পিকারই শপথবাক্য পাঠ করালেন সায়ন্তিকাদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ অবশেষে টানাপোড়েনের অবসান। ১ মাস ১ দিন পর বিধায়ক হিসেবে বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করলেন বরাহনগর এবং ভগবানগোলার জয়ী দুই প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায়াত হোসেন সরকার। কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ঠিক হয়েছিল ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ই শপথবাক্য পাঠ করাবেন। তবে তা করা হলে স্পিকারকে অসম্মান করা হবে বলে জানান সায়ন্তিকা, রায়াতরা। একই মত ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপরই দুই নব নির্বাচিত প্রার্থীকে বিধায়ক হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে বিশেষ অধিবেশনের মাঝে এভাবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করায়, তা বয়কট করে বেরিয়ে যান বিজেপির বিধায়করা। সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী বিধানসভায় স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে ডেপুটি স্পিকার সেই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু স্পিকার উপস্থিত থাকাকালীন তাঁর পরিবর্তে ডেপুটি স্পিকারকে শপথগ্রহণ পাঠ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্যপাল। যা নিয়ে বৃহস্পতিবারই ঘনিষ্ঠ মহলে প্রশ্ন তুলেছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এও জানিয়ে দেন, রাজ্যপালের চিঠি এলে তিনি

বিশেষ অধিবেশন বয়কট করল বিজেপি

তা প্রত্যাখ্যান করবেন। ফলে জয়ী দুই প্রার্থীর শপথগ্রহণ নিয়ে ফের জটিলতা তৈরি হয়েছিল। জট কাটাতে এদিন বিধানসভায় বসেছিল কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক। স্পিকার, ডেপুটি স্পিকারের পাশাপাশি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরুপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা, দেবাশিস কুমার, মলয় ঘটক, সুজিত বসুরা। সূত্রের খবর, সেখানে রাজ্যপালের নির্দেশ মানা নিয়ে প্রথমে আপত্তি জানান ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে আশিস এও বলেন, এভাবে স্পিকারকে অসম্মান করা যায় না। এদিকে জয়ী হওয়ার এক মাস পরও শপথ নিতে না পেরে বিধায়ক হিসেবে কাজ শুরু করতে পারছেন না সায়ন্তিকা, রায়াতরা। পরিস্থিতির জন্য রাজভবনকে দায়ী করে গত ২৬ জুন থেকে বিধানসভা চত্বরে ধর্নাতেও বসেন তাঁরা। অবশেষে রাজ্যপাল অনুমতিও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শপথ অনুষ্ঠান আরও পিছিয়ে যাক, এটা চাইছিলেন না স্বয়ং স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, সেখানে সকলে আশিসবাবুকে বোঝান। তারপরই শপথবাক্য পাঠ করাতে রাজি হন ডেপুটি স্পিকার। তবে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন স্বয়ং জয়ী দুই প্রার্থীও। সায়ন্তিকা বলেন, ''এভাবে স্পিকার সাহেবকে অসম্মান করা যায় না।'' রায়াতও বলেন, ''রাজ্যপালের চিঠি দুর্ভাগ্যজনক। এতে মনে হয় স্পিকারকে অসম্মান করা হয়েছে।'' বিমানবাবুর উদ্দেশে ডেপুটি স্পিকারও বলেন, ''আপনি এই সভা পরিচালনা করছেন। আপনি যেখানে উপস্থিত সেখানে আমি এই ধৃষ্টতা দেখাতে পারবো না। তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনিই শপথ বাক্য পাঠ করান।'' এরপরই সকলের সম্মতিতে সায়ন্তিকা, রায়াতদের শপথবাক্য পাঠ করান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিঘায় পরের বছর রথযাত্রা

কবে খুলবে নতুন জগন্নাথ মন্দির? জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ দিঘার কবে গড়াবে রথের চাকা? তা নিয়ে বেশ অনেক দিন ধরে চলছে বিস্তর জল্পনা। অবশেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এবছর নয়, পরের বছর থেকে দিঘায় রথ যাত্রা শুরু হবে। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানিয়েছেন, 'দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের কাজ এখনও খানিকটা বাকি রয়েছে। তাই আগামী বছর থেকেই সৈকত শহরে রথযাত্রার আয়োজন করা হবে।' আগামী ৭ জুলাই রথযাত্রা। বাঙালির অন্যতম প্রিয় গন্তব্যস্থল পুরীতে প্রতি বছর ধুমধাম করে রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। বাংলার সৈকত শহর দিঘাতেও বড়সড় রথযাত্রা পালনের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পুরীর আদলে দিঘাতেও তৈরি হচ্ছে বিশাল জগন্নাথ মন্দির। তবে সেই মন্দির নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। তাই পরের বছর দিঘায় রথের চাকা ঘুরবে বলে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে এই মন্দিরটির উদ্বোধন হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘোষণার পর তোড়জোড় শুরু হয় প্রশাসনিক মহলে। কিন্তু মাঝে লোকসভা নির্বাচনের জন্য থমকে যায় উদ্বোধনের কাজ। নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। কিন্তু রথের দু'দিন আগে শোনা গেল, ওই মন্দির তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। এপ্রসঙ্গে এদিন এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'পুরীর ঐতিহ্যশালী জগন্নাথ মন্দিরের ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গে দিঘাতেও জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পুজো হবে। যেখানে প্রতি বছর রথযাত্রাও পালিত হবে।' এখানেই শেষ নয়, মমতা আরও লেখেন, 'মন্দিরের কিছু কাজ এখনও অসম্পূর্ণ থাকায় আমরা আগামী বছর থেকেই দিঘায় রথযাত্রা পালন করব। পুরীর মন্দিরের রথযাত্রা যেভাবে পালিত হয় সেভাবেই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পালিত হবে দিঘার রথযাত্রা। সবাই সেখানে আমন্ত্রিত। এই নতুন মন্দির ও উৎসব হবে সারা ভারতের নতুন সম্প্রীতি সাধনের ক্ষেত্র।' নিউ দিঘা স্টেশন সংলগ্ন নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কের পাশে জগন্নাথ মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ২০১৮ সালে এই মন্দির তৈরির ঘোষণা করেছিল রাজ্য। এরপর ২০২২ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। রাজস্থান থেকে বেলেপাথর আনা হয়েছে এই মন্দিরটি তৈরির জন্য। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মতোই উচ্চতা হবে দিঘার মন্দিরটিরও। পাশাপাশি মন্দিরের পারিপার্শ্বিক নকশাও কিছুটা এক থাকতে পারে। এই জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হলে কোন পথে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যদিও সেব্যাপারে এখনও কিছু জানা যায়নি।

ফের বিপাকে মহুয়া, জাতীয় মহিলা কমিশনের রোষে তৃণমূল সাংসদ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাইঃ বিতর্ক যেন তাঁর সঙ্গী। ভোটের প্রচার থেকে সংসদ। তাঁর নানা মন্তব্য নিয়ে শোরগোল পড়েছে। আবার অর্থের বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে সাংসদ পদ খারিজও হয়েছিল চব্বিশের নির্বাচনের কয়েকমাস আগে। চব্বিশের নির্বাচনে জিতে ফের সংসদে গিয়েছেন। আর সংসদে ফের সাংসদ পদে শপথ নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বিতর্কে জড়ালেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে মানহানিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে সরব হয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। লোকসভার স্পিকারকে এই নিয়ে চিঠি লিখেছে তারা। এবং মহুয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আবেদন জানিয়েছে দিল্লি পুলিশের কাছে। উত্তর প্রদেশের হাথরসে পদপিষ্টের ঘটনার পর সেখানে গিয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। এক্স হ্যান্ডলে সেই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়োতে মহুয়া লেখেন, নিজের বসের পাজামা ধরতে ব্যস্ত জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তাঁর

এই মন্তব্যের নিন্দা করে সরব হয়েছে এনসিডব্লু। তৃণমূল সাংসদের এই মন্তব্য একজন মহিলার মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে বলে জাতীয় মহিলা কমিশনের অভিযোগ। যা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৯ ধারায় বিচার্য। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে এই নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এবং দিল্লি পুলিশকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। মহুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তিন দিনের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এনসিডব্লু-কে পাল্টা একহাত নিতে দেরি করেননি মহুয়া। এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূল সাংসদ লেখেন, 'এইসব সুয়ো মোটো নির্দেশ নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নাও দিল্লি পুলিশ। যদি তিনদিনের মধ্যে আমাকে গ্রেফতার করতে চাও, তাহলে নয়ডায় এসো। এখন আমি নয়ডায় রয়েছি। এরপর কিছুটা কটাক্ষের সুরে লেখেন, আমি নিজের ছাতা নিজে ধরতে পারি।' এদিকে, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে নিয়ে মহুয়ার মন্তব্যের নিন্দা করেছে বিজেপিও। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা মহুয়ার মন্তব্যকে লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''মহুয়ার এই মন্তব্য তৃণমূল ও ইন্ডিয়া জোটের আসল মুখ। মহুয়াকে অবিলম্বে দল থেকে তৃণমূলের বহিষ্কার করা উচিত বলেও তিনি দাবি জানান।''

ব্রিটেনে জয়ের জন্য কিয়ার স্টারমারকে অভিনন্দন মোদির

নয়াদিল্লি ও লন্ডন, ৫ জুলাইঃ ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়ের পথে লেবার পার্টি। ঋষি সুনককে সরিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন কিয়ার স্টারমার। ব্রিটেনে জয়ের জন্য লেবার পার্টি নেতা কিয়ার স্টারমারকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দ্বিপাক্ষিক কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করার কথা বললেন। একইসঙ্গে ব্রিটেনের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে মোট আসন ৬৫০। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠার জন্য দরকার ৩২৬ আসন। ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে ৪০০-র বেশি আসন পেতে চলেছে বামপন্থী লেবার পার্টি। ঋষি সুনকের কনজারভেটিভ পার্টি ১৪ বছর পর ব্রিটেনের মসনদ থেকে সরতে চলেছে। ব্রিটেনে বিপুল জয়ের জন্য স্টারমারকে এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিছুদিন আগেই লোকসভা নির্বাচনে জিতে মোদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির জয়ের পর এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে জয়ের জন্য হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কিয়ার স্টারমারকে অভিনন্দন জানাই।' ভারত-ব্রিটেন কৌশলগত সম্পর্ক আরও উন্নত করতে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে বলে তিনি জানান। শুধু জয়ী স্টারমার নয়, ব্রিটেনের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনককেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি। ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক মজবুত করতে সুনকের ইতিবাচক ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। ঋষি সুনক ও তাঁর পরিবারকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি। ব্রিটেনের নির্বাচনে দলের পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন সুনক। দলের সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''সাধারণ নির্বাচনে জিতেছে লেবার পার্টি। আমি দুঃখিত। এই পরাজয়ের দায় স্বীকার করছি। কিয়ার স্টারমারকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'' এদিনই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী।

স্পিকারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখলেন রাজ্যপাল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ শেষ হয়েও হইল না শেষ! শুক্রবার দুপুরে বিধানসভায় শপথ বাক্য পাঠ করেছেন সদ্য জয়ী দুই প্রার্থী বরাহনগরের সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবানগোলার রায়াত হোসেন সরকার। তারপরই বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক অনৈতিকতার অভিযোগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি লিখলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পরে টুইটে নিজেই সেকথা জানিয়েছেন বোস। রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে এরপরের পদক্ষেপও জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল। যা শুনে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিপ্পনি, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হওয়ায় আমি খুশি। আমি তো আগেই রাষ্ট্রপতিকে বিষয়টি জানিয়েছি! ৪ জুন সারা দেশের লোকসভা ভোটের ফলাফলের সঙ্গে রাজ্যের দুই বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ফলও প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু শপথ ঘিরে রাজভবন বনাম বিধানসভার মধ্যে জটিলতা তৈরি হয়। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল বিধায়কদের শপথগ্রহনের দায়িত্ব দেন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যদিও এদিন ডেপুটি স্পিকার নন, স্পিকারই শপথবাক্য পাঠ করান। রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে এই বিষয়টির উল্লেখ করে রাজ্যপাল লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার সাংবিধানিক রীতি নীতিও মানছেন না। রাজ্যপাল হিসেবে ডেপুটি স্পিকারকে দায়িত্ব দেওয়ার পরও তিনি সেই নির্দেশ অমান্য করে নিজেই শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।' এ ব্যাপারে কী করণীয় তাও জানতে চেয়েছেন রাজ্যপাল। বিধানসভার এক বর্ষীয়ান বিধায়কের কথায়, ''স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার যে কেউ শপথবাক্য পাঠ করাতে পারেন। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার নিজেই রাজি হননি। তিনি জানান, স্পিকারের উপস্থিতিতে তিনি ওই দায়িত্ব পালন করলে তা স্পিকারকে অসম্মানের সমান। বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকেও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ফলে রাজ্যপালের অভিযোগ ঠিক নয়।''

সারদা মামলায় ইডির চার্জশিট

সুদীপ্ত সেনের থেকে দেড় কোটি নিয়েছিলেন চিদম্বরম-পত্নী নলিনী!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ সারদা মামলায় এবার নলিনী চিদম্বরমের বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডি-র। এ দিন পি চিদাম্বরমের স্ত্রীর নামে ইডি ১১০০ পাতার নথি জমা দেয় ইডির বিশেষ আদালতে। এর মধ্যে মূল চার্জশিট ৬৫ পাতার। অভিযোগ, সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে ১.৫ কোটি টাকা নিয়েছিলেন নলিনী চিদাম্বরম। সমস্ত টাকাই অ্যাটার্চ হয়েছে বলেই ইডি দাবি। ইডির দাবি, সারদা মামলায় তিন বার তলব করা হলেও একবারও হাজিরা দেননি নলিনী। তাঁকে যে নোটিস পাঠানো হয়েছিল, সেই নোটিসের উপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেয়। পরে কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ তুলে নিলে, ফি বাবদ নিয়েছিলেন। যদিও ইডির দাবি, এর সপক্ষে কোনও নথি দেখাতে পারেননি নলিনী। এ দিন আদালতে ইডি চার্জশিট পেশ করলে, আদালতের তরফে প্রশ্ন করা হয়, এত দিন পরে কেন চার্জশিট দেওয়া হল?। ইডি জবাবে বলে তদন্ত চলছে। এটা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট। বিচারক বলেন, ''ধরে নিন একজন ক্রিমিনাল ল'ইয়ার, তার কাছে অপরাধীরা যান আইনের সাহায্যের জন্য। তাহলে কি উনি মানি লন্ডারিংয়ের পার্ট হয়ে গেলেন!'' আদালতের তরফে আরও প্রশ্ন করা হয়, উনি যদি কনসালটেন্সি নিয়ে থাকেন সেটা তো আয়কর দফতর দেখবে। বিচারক প্রশ্ন করেন, ''দশ বছর পর চার্জশিট

১৮ জুলাই এই চার্জশিটের পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন নলিনী। সুপ্রিম কোর্ট সেই সময় জানিয়েছিল, নলিনী চিদাম্বরমকে তলব করা যাবে না। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করা যাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে ইডি কেন? আপনারা জমা দিলেন, আমি দেখব। কগনিজেন্স নেওয়া যাবে কি যাবে না, দেখা হবে। একজন ক্রিমিনাল টাকা লুঠ করল। তা থেকে ফি দিলেন, তাহলে কি আইনজীবী অভিযুক্ত

মেইল করলেও, তার উত্তর দেননি নলিনী। সম্প্রতি ফের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে ইডির তরফে ইমেল করা হয় চিদাম্বরম। আজ তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসাবেই দেখানো হয়েছে নলিনী চিদম্বরমকে। আর্থিক তছরুপের অংশ ছিল ওই দেড় কোটি টাকা, চার্জশিটে এমনটাই দাবি ইডির। সম্পত্তি অ্যাটাচমেন্ট ও অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নাম দেওয়া আছে। উনি কনসালটেন্সি বাবদ টাকা নেওয়ার কথা দাবি করলেও প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারেননি। প্রসঙ্গত, সারদা মামলায় নাম জড়ানোর পরই নলিনী চিদাম্বরম দাবি করেছিলেন, ওই টাকা তিনি ট্যাক্স কনসালটেন্ট হিসাবে কনসালটেন্সি হয়ে যাবে!'' ইডি আদালতে আজ চার্জশিট জমা দিলেও, আদালত তা গ্রহণ করেনি। নলিনী চিদাম্বরম কীভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, সেই তথ্য বোঝাতে বলা হয়েছে। এরপর ইডি সময় চায়। ১৮ জুলাই এই চার্জশিটের পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৯ সালে সিবিআই-ও নলিনী চিদাম্বরমের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। বারাসত কোর্টে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই চার্জশিটে বলা হয়েছিল, নলিনী চিদাম্বরম সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে চক্রান্ত করেছিল। ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে ১.৪ কোটি টাকা নিয়েছিলেন নলিনী।

বাগদায় শুভেন্দুর সভায় অনুমতি দিল না পুলিশ! বিজেপি নেতা বললেন, 'ওসি তৃণমূলের দালাল'

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ৫ জুলাইঃ আগামী ১০ জুলাই রায়গঞ্জ, রানাঘাট দক্ষিণ ও মানিকতলার সঙ্গে বাগদা বিধানসভাতেও উপ নির্বাচন হবে। ভোটকে ঘিরে আগামী শনিবার বাগদায় জনসভার আয়োজন করেছে পদ্মশিবির। প্রধান বক্তা, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে বিজেপির সভার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। যা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বাগদার রাজনৈতিক মহলে। ইতিমধ্যে বাগদা থানার ওসিকে 'তৃণমূলের দালাল' আখ্যা দিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, ''ওসি জেগে ঘুমান, তৃণমূলের দালালি করেন। ফলে পুলিশ অনুমতি না দিলেও শনিবার বাগদায় শুভেন্দুদার সভা হবেই।'' সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে সভার প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও সভা করার চেষ্টা হলে আইনি পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে পুলিশও। ফলে ভোটের ৪ দিন আগে বাগদায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এর আগে থানায় তালা ঝোলানোর হুঁশিয়ারি দিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন দেবদাস। সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল বিজেপির নেতার সেই বক্তব্য (দুরন্ত বার্তা অবশ্য ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি)। ভাইরাল ভিডিওয় দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে দেবদাস বলেছিলেন, ''ভোট লুট করতে এলে তিন হাত ডান্ডা দিয়ে মালাই চাকি ভেঙে দিতে হবে। পুলিশ দালালি করলে, বাগদা থানায় তালা লাগিয়ে দেবেন।'' দেবদাসকে গ্রেফতারে দাবিতে সরব হয়েছে শাসকদল। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরির জন্য বিজেপি নেতা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে। অবিলম্বে ওকে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি।

নিট-পিজির নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা, একই দিনে দুটি শিফটে হবে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাইঃ অবশেষে ঘোষণা করা হল স্থগিত হয়ে যাওয়া নিট-পিজি পরীক্ষার দিনক্ষণ। শুক্রবার ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশনের তরফে নিট-পিজি পরীক্ষার নতুন দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ২৩ জুন সর্বভারতীয় স্তরের ডাক্তারির স্নাতকোত্তরে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট-পিজি) হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আচমকাই প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ২৪ ঘণ্টা আগে তা স্থগিত হয়ে যায়। আগামী ১১ আগস্ট সেই পিছিয়ে যাওয়া নিট পিজি পরীক্ষা হতে চলেছে। একই দিনে দু'দফায় ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে। বোর্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, নিট-পিজি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যে যোগ্যতামান অর্জন করতে হয়, তার কাটঅফ ডেট হল ১৫ আগস্ট। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অর্থাৎ গত ২৩ জুনের পরীক্ষার ২৪ ঘণ্টা আগে ২২ জুন রাত ১০টায় পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে জানায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন ইন মেডিক্যাল সায়েন্সসের সভাপতি অভিজাত শেঠ জানিয়েছিলেন, নিট-পিজ পরীক্ষার পুরো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে চাইছে শিক্ষা মন্ত্রক। পরীক্ষা প্রক্রিয়ার কোনও স্তরে যাতে কোনওরকম ফাঁক না থাকে, তা নিশ্চিত করতেই একেবারে শেষমুহূর্তে নিট-পিজি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার সাইবার অপরাধ দমন শাখার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আধিকারিকরা। তারপরই ঠিক হয় শীঘ্রই নিট পিজির ওই স্থগিত হয়ে যাওয়া পরীক্ষা নেওয়া হবে। এবার পরীক্ষার আয়োজনে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে মাত্র দুঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে, এমনও ইঙ্গিত মিলেছিল। তবে শুক্রবার বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষার দু'ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে কিনা, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

'নিট সম্পূর্ণ বাতিল করা যুক্তিযুক্ত নয়', সুপ্রিম কোর্টকে জানাল কেন্দ্র

অন্যদিকে নিট বাতিল সম্ভব নয় বলে সুপ্রিম কোর্টকে জানাল কেন্দ্র। এ দিন কেন্দ্রের তরফে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়, নিট পরীক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করা এবং পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কেন্দ্রের তরফে আরও জানানো হয়েছে যে নিট-ইউজি পরীক্ষায় বড় মাপের কোনও বেনিয়ম হয়নি। এ দিন সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দেয় কেন্দ্র। সেখানেই পরীক্ষা বাতিল না করার সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে হলফনামায় বলা হয়েছে, নিট-ইউজি পরীক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল হলে তা লক্ষাধিক পড়ুয়ার ভবিষ্যতকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেবে, যারা সত্যনিষ্ঠভাবে পরীক্ষায় বসেছিল। বিতর্কিত নিট পরীক্ষায় বড় মাপের কোনও দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি, এই যুক্তি দিয়েই কেন্দ্রের তরফে পরীক্ষা বাতিল করা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই জানানো হয়েছে। নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সিবিআই তদন্ত করছে, এ কথা উল্লেখ করেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তারা স্বচ্ছভাবে সমস্ত পরীক্ষার আয়োজন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেন্দ্রের হলফনামায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা বজায় রাখাকেই মান্যতা দেয়। যদি কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশে সেই গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই অভিযুক্তকে কঠোর ও আইনানুগভাবে শাস্তি দিতে প্রস্তুত।

অভিষেকের অফিস থেকে ফোন যেতেই নড়ে বসল কেএমসি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে ফোন যেতেই খাটাল সমস্যার সমাধানে নড়েচড়ে বসল কলকাতা পুরসভা। পুরসভা সূত্রের খবর, এবার শহরের খাটালগুলি থেকে গোবর সংগ্রহ করবে পুরসভা। সংগৃহীত গোবর পুর এলাকার নির্দিষ্ট কোনও একটি এলাকায় জমা করা হবে। তবে এই পরিবহণ খরচ দিতে হবে খাটাল মালিকদের। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, এর ফলে একদিকে যেমন শহরের নিকাশি সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে তেমনই দুর্গন্ধের হাত থেকেও অনেকখানি রেহাই পাবেন খাটাল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। আবার খাটাল থেকে সংগৃহীত গোবর বিভিন্ন নার্সারিতে বিক্রি করে পুরসভার লক্ষ্মীলাভও হবে। শুক্রবার খাটাল মালিকদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মেয়র পারিষদ (নিকাশি) তারক সিং।

পিআইবির নয়া প্রিন্সিপাল ডিজি হলেন ধীরেন্দ্র ওঝা

নয়াদিল্লি,৫জুলাইঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান মুখ্যপাত্র নিযুক্ত হলেন ধীরেন্দ্র ওঝা। তথ্য ও সম্প্রচার ব্যুরো প্রিন্সিপাল ডিজি করা হল তাঁকে। সরিয়ে দেওয়া হল শেফালি শরণকে। গত ১ এপ্রিল শেফালিকে পিআইবির প্রিন্সিপাল ডিজি নিযুক্ত করা হয়েছিল। তবে তাঁর সিনিয়রিটি নিয়ে ছিল বিতর্ক। তার চেয়ে একজন আধিকারিক কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাকে পিআইবির পিডিজি করা হয়নি। তাই বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রকের অন্দরে বিতর্ক বাড়তে থাকে। সরকারি অফিসারদের মধ্যে আন্দোলনের আগেই তিন মাসের মধ্যেই সরিয়ে দেয়া হয়। প্রিন্সিপাল ডিজির পদ থেকে তাকে অপেক্ষাকৃত নীচু পদে পাঠানো হল। করা হল সরকারের প্রকাশনা বিভাগের ডিজি। অন্যদিকে ধীরেন্দ্র ওঝাকে ডিজি সিবিসির পদ থেকে আনা হল পিআইবির প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর জেনারেল পদে।

অসমে বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৫ জুলাই ঃ ভাসছে গ্রামের পর গ্রাম। অসমে ক্রমে ভয়াবহ হচ্ছে বন্যা পরিস্থিতি। এখনও পর্যন্ত বন্যার জেরে মৃতের সংখ্যা ৪৬। বন্যা কবলিতদের সাহায্যে তপর প্রশাসন। শুক্রবার অসমের বেশকিছু এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। জলমগ্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী।জানা গেছে, বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত ডিব্রুগড়, গোলাঘাট, জোরহাট, কামরুপ-সহ অসমের ২৮টি জেলার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয়েছে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ বাহিনী। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা লখিমপুর জেলার। এই জেলায় বন্যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজারের বেশি মানুষ। ভাসছে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান। ইতিমধ্যেই ৪১৯ টি বন্যপ্রাণীকে উদ্ধার করা হয়েছে। জেলায়-জেলায় খোলা হয়েছে ত্রাণশিবির। অসমের পাশাপাশি অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর এবং মিজোরামেও জারি করা হয়েছে সতর্কতা।

পরাজয় মেনে নিলেন ঋষি, ব্রিটেনে জাদু সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলল লেবার পার্টি

লন্ডন, ৫ জুলাইঃ দু ঃখিত-এই মন্তব্য করে নিজের হার স্বীকার করে নিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। ইতিমধ্যেই ম্যাজিক ফিগার (জাদু সংখ্যা) ছুঁয়ে ফেলেছে লেবার পার্টি। ১৪ বছর পরে ক্ষমতার পালাবদলের বার্তা নিয়ে বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে ব্রিটেনে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ কমন্স'-এ মোট আসন ৬৫০। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ' সংখ্যা' ৩২৬।পূর্ণাঙ্গ ফলপ্রকাশের আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিলেন ব্রিটেনের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ৪০০-র কাছাকাছি আসন পেয়ে ব্রিটেনে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে লেবার পার্টি। শোচনীয় পরাজয় হতে চলেছে ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটির পার্টি (টোরি)-র। শুক্রবার সকালেই দলের সমর্থকদের উদ্দেশে সুনক বলেন, লেবার পার্টি সাধারণ নির্বাচনে জিতেছে। আমি কিয়ের স্টার্মারকে ফোন করে এই জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আজই শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, আমি দু ঃখিত। আমি এই পরাজয়ের দায় স্বীকার করছি। কনজারভেটিভ পার্টি শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেও নিজের রিচমন্ড অ্যান্ড নর্থঅ্যালার্টন আসনে জিতেছেন ব্রিটেনের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক।

হাথরাসের ঘটনায় স্তব্ধ রাহুল, ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করে দিলেন সহায়তার আশ্বাস

আলিগড়, ৫ জুলাই ঃউত্তর প্রদেশের হাথরাসে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে ব্যথিত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সকালে আলিগড়ের পিলাখনা গ্রামে এসে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেছেন রাহুল গান্ধী, শুনেছেন তাঁদের কষ্টের কথা। সবাইকে যথাসাধ্য সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন রাহুল গান্ধী।রাহুলের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে শোকসন্তপ্ত একটি পরিবারের এক মহিলা সদস্য

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রয়াস রেলের, চলবে একজোড়া স্পেশাল ট্রেন

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃরথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরী যেতে এক জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে রেল। শিয়ালদহ-খুর্দা রোড এবং মালদা টাউন-মালতিপাতপুর রুটে চলবে এই দু'টি স্পেশাল ট্রেন। আগামী ৬ ও ১৩ জুলাই শিয়ালদহ থেকে যাত্রী নিয়ে স্পেশাল এই ট্রেনটি যাত্রা করবে। রাত ১২টা ৫ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়বে। সকাল সাড়ে ৮টার সময় খুর্দা রোড স্টেশনে পৌঁছবে। ফিরতি রুটে ট্রেনটি ৬ এবং ১৩ জুলাই বিকেল ৪টে ৪০ মিনিটে খুর্দা রোড স্টেশন থেকে যাত্রা করবে। ভোররাত ২টো নাগাদ শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি আন্দুল, খড়্গপুর, বালেশ্বর স্টেশনে থামবে।অন্যদিকে, আগামী ৪ এবং ১১ জুলাই মালদা মালদহ টাউন থেকে মালতিপাতপুরের উদ্দেশে স্পেশাল ট্রেনটি ছাড়বে। এই দু'দিন সকাল সাড়ে ৯টায় যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি যাত্রা করবে। পরদিন অর্থাৎ ৫ এবং ১২ জুলাই ভোর ৩টে ৫৫ মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছবে। ফিরতি পথে মালতিপাতপুর থেকে স্পেশাল ট্রেনটি ৫ এবং ১২ জুলাই সকাল ৬টায় ছাড়বে। ওইদিনই রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে মালদহ টাউন স্টেশনে ঢুকবে। যাত্রা পথে স্পেশাল ট্রেনটি আদ্রা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হিজলি এবং বালেশ্বর স্টেশনে থামবে। জো।। স্পেশাল ট্রেনের টিকিট এখন থেকেই প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম (পিআরএস) এবং ইন্টারনেটে বুকিং করা যাচ্ছে।

লোকসভায় জোট হলেও বিধানসভায় জোট নয় এএপি-র সঙ্গেঃজয়রাম রমেশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ হরিয়ানা এবং দিল্লি বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে আম আদমি পার্টির জোট হবে না। গত বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।এদিন তিনি বলেন, অন্য রাজ্যের সঙ্গে সেখানকার পরিস্থিতি বিচার করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস। পঞ্জাব, হরিয়ানাতেও একলা চলার নীতি নিয়েছে কংগ্রেস। লোকসভায় আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোট করে লড়েছে কংগ্রেস শিবির। তবে বিধানসভার ক্ষেত্রে তা হবে না। জয়রাম রমেশ বলেন, লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে ইন্ডি জোট তৈরি করা হয়েছিল। তবে বিধানসভার ক্ষেত্রে একলা চলার নীতি নিয়েছে হাত শিবির। যদিও তিনি এও বলেন, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে ইন্ডি জোট একযোগে লড়াই করবে।

কেরলে নিট ইস্যুতে প্রতিবাদ এসএফআইয়ের, বিক্ষোভ রুখতে জলকামান

তিরুবনন্তপুরম, ৫জুলাই ঃ নিট পরীক্ষায় বেনিয়ম নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল। এই নিয়ে রাজধানী দিল্লি ও বিভিন্ন রাজ্যে যুব সংগঠনগুলির বিক্ষোভ অব্যাহত। বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি নিচ্ছে ছাত্র সংগঠনগুলিও। বৃহস্পতিবার বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই তিরুবনন্তপুরমে নিট ইস্যুতে প্রতিবাদ দেখায়।উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমে বামেদের যুব শাখা ডিওয়াইএফআই একটি প্রতিবাদ মিছিল করার পর গত বৃহস্পতিবার ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর তরফে ত্রিবান্দ্রমে নিট ইস্যুতে প্রতিবাদ প্রদর্শিত হয়। প্রতিবাদকারী এসএফআই কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে।

নির্বাচন থেকে সরছেন না, গুঞ্জন ওড়ালেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই ঃ আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা শোনা যাচ্ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। তবে সে গুঞ্জন উড়িয়েছে দিয়েছেন তিনি নিজেই। তিনি বলেছেন যে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনিই প্রার্থী হিসেবে লড়বেন। তিনিই দলের মনোনীত প্রার্থী।উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিতর্কে ধরাশায়ী হওয়ার পর থেকে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যেতে বাইডেনের ওপর চাপ ক্রমে বাড়ছে। এমনকি নিজের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতর থেকেও চাপের মুখে পড়েছেন তিনি। এমন পরিস্থিতিতে বাইডেন পদত্যাগ করতে পারেন- এমন একটি আলোচনা চাউর হয়েছিল। তবে বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জন-পিয়ের।

দিল্লি সফরে চন্দ্রবাবু নাইডু, সাক্ষাৎ করলেন মোদী ও শিবরাজের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ দিল্লি সফরে এসেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু। দিল্লি সফরে এসে গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু গত বৃহস্পতিবার প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন। উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। পরে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু এদিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং রাম মোহন নাইডু কিঞ্জারপু-র সঙ্গেও দেখা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে 'নমো ১' জার্সি উপহার জয় শাহর

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃগত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'নমো ১' লেখা জার্সি উপহার দিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ ও বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি। ভারতীয় ক্রিকেট দল এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করে।সোশ্যাল

ভারতের মহাকাশ সংক্রান্ত স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে বাজারের অনুসন্ধান করছে

নয়াদিল্লি,৫ জুলাইঃভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলি কৃত্রিম উপগ্রহের জ্বালানী সরবরাহ করা অথবা বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির নজরদারী চালানোর মতো বিভিন্ন কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে এই সংস্থাগুলি উদ্যোগী হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে তারা বিভিন্ন দিক বিবেচনা করছে।আর্টেমিস চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারত, মহাকাশ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর সহ নানা ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যে উদ্যোগী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক মার্কিন সফর ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলির জন্য বিপুল সুযোগ নিয়ে এসেছে বলে শিল্প সংস্থাগুলি মনে করে।২০২০ সালে ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করা হয়। রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি, নভোচারীদের প্রশিক্ষণ এবং মহাকাশ পর্যটনের সম্ভাবনাকে ক্ষতিয়ে দেখতে দেশের ১৫০টি নতুন উদ্যোগ বা স্টার্ট-আপ সংস্থা সচেষ্ট হচ্ছে।মনস্ত স্পেসের সহপ্রতিষ্ঠাতা তুষার যাধব মনে করেন, ১০ থেকে ১৫ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে চাইতো না। এখন আমরা নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলিতে তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার কথা ভাবছি, যা অত্যন্ত ইতিবাচক। মুম্বাই ভিত্তিক এই সংস্থাটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ পরিচালনা করার কৌশল নিয়ে কাজ করছে। আগামী দিনগুলিতে এরা পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপন চালাবে। কক্ষপথে থাকা কৃত্রিম উপগ্রহের জ্বালানী ভরার জন্য এই সংস্থা একটি জ্বালানী কেন্দ্র গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। এর ফলে জ্বালানী শেষ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপগ্রহের অকেজো হয়ে পড়ার সমস্যা দূর হবে।ভারতীয় মহাকাশ সংগঠনের মহানির্দেশক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এ কে ভাট বলেন, মহাকাশ ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রযুক্তিকে দু-ভাবে কাজে লাগানো যায়। এর মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করে তোলার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।গত নভেম্বরে হায়দ্রাবাদ ভিত্তিক স্কাইরুট অ্যারোস্পেস বিক্রম - এস রকেট উৎক্ষেপন করে মহাকাশ জগতে নতুন এক ইতিহাস রচনা করেছে। চার বছর আগে গড়ে ওঠা এই সংস্থা ভারতে প্রথম বেসরকারীভাবে মহাকাশে রকেট পাঠানোর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করলো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রাক্তন বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা স্কাইরুট সংস্থাকে গড়ে তোলেন। বর্তমানে এখানে তিন রকমের বিক্রম সিরিজের রকেট তৈরি করা হচ্ছে, যার সাহায্যে ছোট আকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহকে তার কক্ষপথে স্থাপন করা যাবে।ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রমোশন অ্যান্ড অথোরাইজেশন সেন্টার বা ইন-স্পেস চেয়ারম্যান পবন গোয়েঙ্কা জানান, বেসরকারী সংস্থাগুলি যে কাজ করছে, তা ইসরোর থেকে আলাদা। স্কাইরুট এবং অগ্নিকুল্ল উৎক্ষেপন সংক্রান্ত যে ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে নতুনত্ব আছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত আধুনিক।গত বছর চেন্নাই ভিত্তিক অগ্নিকুল কসমস, শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রে তার নিজস্ব লঞ্চপ্যাড তৈরি করেছে। ইসরো এখান থেকে বিভিন্ন রকেট ও মহাকাশযান উৎক্ষেপন করছে।মহাকাশ প্রযুক্তি এবং মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদা ভারতে খুব কম থাকায় দেশীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এখন তাদের পণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে যাচ্ছে। গোয়েঙ্কা বলেন, এই সব সংস্থাগুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে। সরকারী সংস্থাগুলির থেকেও এই সব সংস্থা বিভিন্ন কাজের বরাত পাচ্ছে। গোয়েঙ্কা এই প্রসঙ্গে বেঙ্গালুরু ভিত্তিক পিক্সেলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস ন্যাশনাল রিকনাইজেন্স অফিসের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহের একটি চুক্তির কথা জানান। এর ফলে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া অতিবর্ণালী চিত্র মার্কিন সংস্থাটিকে পিক্সেল ৫ বছরের জন্য সরবরাহ করবে।ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির পরিমাণ যথেষ্ট কম। ২০২০র হিসেব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মহাকাশ অর্থনীতির মাত্র ২.১ শতাংশ ভারতের নিয়ন্ত্রণে - যার আর্থিক মূল্য ৯৬০ কোটি মার্কিন ডলার। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ০.৪ শতাংশ।কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডা. জিতেন্দ্র সিং মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অতীতের বেড়াজাল ভেঙ্গে মহাকাশ প্রযুক্তিকে বেসরকারী সংস্থার জন্য খুলে দিয়েছেন। মাত্র তিন বছরে ভারতের ১৫০টির বেশি মহাকাশ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত স্টার্ট-আপ সংস্থা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের অবস্থান বর্তমানে স্বীকৃতি পাচ্ছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। অথচ আজ থেকে ৫০ বছর আগে সকল দেশকেই মহাকাশ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য নিতে হত।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিল্পোদ্যোগে উৎসাহদান

দুরন্তবার্তা,৫ জুলাই ঃ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন উদ্যোগপতি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, পাশাপাশি চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে তাঁদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে প্রচার চালিয়ে মানুষকে এগুলির সুবিধা নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে, সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হবেন। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হ'ল - সকলকেই এর সুফল দেওয়া। তাই, কৌশলগত ও উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গড়ে তোলে। এই তহবিল থেকে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতিদের সুবিধাজনক হারে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জাতিভুক্ত শিল্পপতিরা এই তহবিল থেকে ১০-১৫ কোটি টাকার ঋণ পেতে পারেন। এর জন্য বছরে তাঁদের মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শিল্পপতি এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশ। এর ফলে, তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পপতিদের বিনিয়োগে সুবিধা হবে। সরকার এই তহবিলের জন্য ৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আম্বেদকর সোশ্যাল ইনোভেশন ইনকুবিশন মিশন (এএসআইআইএম) সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি হাতিয়ার। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মতোই ২০২০ সালে এই মিশনের সূচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীরা তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন। মূলত, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কথা ভেবেই সরকারের এই উদ্যোগ। একজন উদ্ভাবক এর থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এই কর্মসূচির আওতায় ২০টি রাজ্যে ২০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পোদ্যোগীকে সহায়তার জন্য ৪৮৩ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের বিকাশ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, প্রথম প্রজন্মের তপশিলি জাতিভুক্ত উদ্যোগপতিরা সরকারি প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের উদ্যোগপতি হওয়ার সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে তাঁদের জন্য আরেকটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করেছে। ১৪৩ কোটি টাকার এই তহবিল থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর শিল্পপতিরা ২০ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার নতুন নতুন প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। এইভাবে আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এক উদ্যোগের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যেই উপাদন, পরিষেবা এবং কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পপতিদের ২৯টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অটল বয়ঃঅভ্যুদয় যোজনার আওতায় ২০২১ সালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সিনিয়র এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন বা সেইজ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে সেইজ ভেঞ্চার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই তহবিলের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা হয়।সমাজের প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়নে এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে, আমাদের অর্থনীতিতে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৩ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৪০০রও বেশি প্রান্তিক মানুষ আজ সফল উদ্যোগপতি, যাঁরা মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এভাবে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক পিছিয়ে পা।। মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই, মন্ত্রক শিল্প স্থাপনের জন্য এদের উসাহ দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, এদের জন্য নানাধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এইভাবে সমন্বিত উন্নয়নের ধারণাকে বাস্তবায়িত করে তোলার মধ্য দিয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গ।ে তোলা হচ্ছে, যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রগতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি।

রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ নাইডুর, নাড্ডা ও নির্মলা সকাশেও টিডিপি প্রধান

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ দিল্লি সফরের দ্বিতীয় দিন, শুক্রবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি প্রধান এন চন্দ্রবাবু নাইডু। শুক্রবার সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন নাইডু, উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়ে থাকতে পারে। রাজনাথ সিং ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন নাইডু।শুক্রবার সকালে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে পি নাড্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গেও সাক্ষা করেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু।

দু'দিনের সফরে কেরল যাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি, রয়েছে বেশ কিছু কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ দু'দিনের সফরে কেরলে যাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। ৬ ও ৭ জুলাই সস্ত্রীক কেরল সফরে যাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড়। দু'দিনের এই সফরে তিরুবনন্তপুরমে উপ-রাষ্ট্রপতির বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে।কেরল সফরের প্রথম দিনে উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখড় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট স্পেস, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইএসটি)-র দ্বাদশতম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। ওই দিন মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বর্তমান ইনস্টিটিউটের মেডেল অফ এক্সিলেন্স প্রদান করবেন পরের দিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট কোল্লাম এবং অষ্টমুডি ব্যাকওয়াটার পরিদর্শন করার কথা রয়েছে।

বালতাল রুটে বর্ষণ, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা পুণ্যার্থীরা

জম্মু, ৫ জুলাই ঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে। শুক্রবার অমরনাথ যাত্রার সপ্তম দিনেও পুণ্যার্থীরা পবিত্র গুহা দর্শন করেছেন। পাশাপাশি এদিন সকালেই পুণ্যার্থীদের আরও একটি দল অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। বৃষ্টিও শুরু হয়েছে কাশ্মীরে, এদিন ভোরে জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় বালতাল থেকে অমরনাথের যাত্রাপথে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন পুণ্যার্থীরা।তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয়, তাই সব ধরনের পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। যাত্রাপথে মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী। চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে ২৯ জুন থেকে, চলবে আগামী ১৯ আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় তীর্থযাত্রীদের জন্য লাইভ টেলিকাস্টের (সরাসরি সম্প্রচার) ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কোনও বেসরকারি কাজে ব্যবহার করা যাবে না রবীন্দ্রসরোবর লেক এলাকা, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃরবীন্দ্রসরোবর লেক এলাকা কোনও বেসরকারি কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বৃহস্পতিবার এই মর্মে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। রবীন্দ্রে সরোবরে ক্রিকেট লিগের আয়োজনও আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী শুনানির আগে লেকে ' সেলিব্রিটি ক্রিকেট প্র্যাকটিস' বন্ধ রাখতে হবে।সরোবরের একটা বড় অংশে সেলিব্রিটি ক্রিকেট প্র্যাকটিস হবে বলে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। তার জন্য অনেক গাছও কেটে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। সেই মামলায় প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি।প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম স্পষ্ট উল্লেখ করেন, ' পাবলিক এরিয়া কখনই বেসরকারি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না।' তিনি বলেন, ' ঔই সেলিব্রিটি রাজ্যের ব্লু আয়েড বয় হতে পারেন, তার মানেই সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করার অনুমতি পাবেন এমন নয়।' সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, রাজ্য অনেক কিছুই করতে পারে। ময়দানে আর্মির জায়গাতেও এমন অনেক কিছুর আয়োজন করে ওই এলাকাকে নষ্ট করা হয়েছে।সরোবরের ৯৮ কাঠা জমি সেলিব্রিটি তথা টলিপাড়ার তারকাদের ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জন্য ব্যবহার করা হবে, এই বলে নোটিস দিয়েছিল কেএমডিএ। এরপর ' সুবজ' মঞ্চ' অভিযোগ করে, নোটিস দেওয়ার পর একাধিক পুরনো গাছ কাটা হয়েছে। সরোবরের চরিত্র বদল করা হচ্ছে।অভিযোগ, ' ক্যালকাটা এন্টারটেনমেন্ট ক্লাব ফাউন্ডেশন'কে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওই ক্লাবের তিন জন ডিরেক্টরের মধ্যে একজন অভিনেতা যীশু সেনগুপ্ত। এই মামলায় রাজ্যকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। আগামী ২৫ জুলাই হবে মামলার পরবর্তী শুনানি। ততদিন পর্যন্ত সরোবরের ওই প্রজেক্টের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকবে। মামলাকারীর আইনজীবী অভিষেক শিকদার ও শান্তনু চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গত এপ্রিল মাস থেকে ওই অনুমোদন দেওয়ার পরই একাধিক গাছ কাটা হয়েছে। যার প্রতিবাদ করে ' সুবজ মঞ্চ'।

রাজস্থানের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা কিরোরি লাল মীনার, বললেন কোনও প্রত্যাশা নেই

জয়পুর,৫ জুলাই ঃ রাজস্থানের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা কিরোড়ি লাল মীনা। দলকে দেওয়া কথা রাখতে পারেননি বলেই পদত্যাগ করেছেন তিনি। বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতার হাতে ছিল রাজস্থানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্ব।২৪-এর লোকসভা ভোটে পূর্ব রাজস্থানের মোট সাতটি আসনের দায়িত্বে ছিলেন কিরোড়ি লাল মীনা। তাঁকে ওই আসন গুলির দায়িত্ব দিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই সাত আসনের মধ্যে কোনও একটিতে বিজেপি হারলে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন কিরোরি লাল। ফলাফল প্রকাশের পর দৌসা আসনে হেরে গিয়েছে বিজেপি।এর পর থেকেই তার পদত্যাগ নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। সেই জল্পনা সত্যি করেই বৃহস্পতিবার হারের দায় নিয়েই রাজস্থানের মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিলেন বিজেপি বিধায়ক কিরোড়ি লাল মীনা।প্রসঙ্গত, রাজস্থানে ২৫ টি লোকসভা আসনের মধ্যে গেরুয়া শিবির জয়ী হয়েছে মাত্র ১৪ টি আসনে। রাজ্যে ক্ষমতাতে থেকেও বিজেপি লোকসভা ভোটে মনপ্রুত ফল করতে পারেনি। তাই নিজের দেওয়া কথা রাখতে দৌসা আসনে হেরে মন্ত্রীত্ব ছাড়লেন রাজস্থানের বর্ষীয়ান নেতা তথা বিজেপি বিধায়ক কিরোরি লাল মীনা।রাজস্থানের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে, বিজেপি নেতা কিরোড়ি লাল মীনা বলেছেন যে, গত ১০-১২ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ করা সত্ত্বেও, আমি যে সমস্ত এলাকায় আমার কিছু প্রভাব আছে সেখানে আমি আমার দলকে জয়ী করতে পারিনি। হাইকমান্ড আমাকে দিল্লিতে আসতে বলেছেন, আমি সেখানে যাব এবং তাদের বোঝানোর চেষ্টা করব, কারণ আমি ঘোষণা করেছি যে আমি যদি আমার দলকে জয়ী করতে না পারি, আমি পদত্যাগ করব, এবং আমি তা করেছি। আমার কোনও অভিযোগ নেই এবং কোনও পদের জন্য কোনও প্রত্যাশা নেই, না মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, না সংগঠনের কাছ থেকে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২০ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৫ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ২১ আষা।, চান্দ্রঃ ৩০ বামন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ আষাঢ় ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ ইঙা, আসামঃ২০ আহার, মুসলিমঃ২৮-জ্বিলহজ্জ-১৪৪৫ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৪ঃ৫৯ঃ৫৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ২২ঃ২৬।চন্দ্র উদয়ঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৪ঃ৪৮(৫) এবং অস্তঃসন্ধ্যা ০৭ঃ০৩ঃ৩৬(৬)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) সকাল ঘ ০৩ঃ ৪৮ঃ৩৬ দং ৫৭০৩২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃআর্দ্রা সকাল ঘ ০৪ঃ ১৬ঃ১৯ দং ৫৮৯৫০ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃচতুষ্পাদ বিকাল ঘ ০৪ঃ০৩ঃ০১ দং ২৭৩৭৩২.৫ পর্যন্ত পরে নাগযোগঃ ধ্রুবঅমৃতযোগঃদিন ১২ঃ০৮ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৪৮ঃ৩১ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ২২ঃ৩১ থেকে - ০৮ঃ৩০ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৪৫ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫২ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৫ঃ০১ থেকে - ০৫ঃ০০ঃ০০ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৫ঃ৫৩ঃ৩১ থেকে - ০৬ঃ৪৭ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৭ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ২১ঃ০১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ৩১ থেকে - ০৮ঃ৩৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ৪৭ঃ৩১ থেকে - ০৮ঃ৩০ঃ০১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২০ঃ৩৮ থেকে - ১০ঃ০০ঃ৫৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ০০ঃ৫৭ থেকে - ১১ঃ৪১ঃ১৬ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৯ঃ০১ঃ৫৪ থেকে - ১০ঃ২১ঃ৩৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ২১৯৪১৩১ (৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ২১৮৫৮৩৬ (৬) ৪ পদমঙ্গলঃ ০২২৩৬৪৩ (২) ৩ পদবুধঃ ৩৯৩২৬০ (৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ ১১৫৪০১৪ (৪) ২ পদশুক্রঃ ২২৮৪২৪৭ (৭) ৩ পদশনিঃ ১০২২২৭২৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ

আবহাওয়া

খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছে না তিলোত্তমায়, স্বল্প বৃষ্টিতেই খুশি থাকতে হচ্ছে। আর এই স্বল্প বৃষ্টিতেই স্বস্তিতে মহানগরী। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৭শতকরা এবং ৮৮শতকরা। জোয়ার- সকাল ৯টা ১১ মিনিট এবং রাত৯টা ৫০মিনিট হবে। ভাটা- দুপুর -১টা ০১মিনিট। রাত ১টা ১১মিনিট। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৭ মিনিট এবং অস্ত ৬ টা ২২ মিনিট।

রাশিফল

মেষরাশিঃ চাকরিক্ষেত্রে সমস্যা-বৃদ্ধি হলেও নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বিদেশে কর্মরত সন্তান ও তাদের পরিবারকে নিয়ে অহেতুক চিন্তা করবেন না।

বৃষ রাশিঃ বয়স্ক জাতক-জাতিকারা হঠা পড়ে পিয়ে শরীরের নিম্নাঙ্গে চোট-আঘাত পেতে পারেন। শেয়ার বা ফাটকায় বা।তি অর্থ হাতে আসতে পারে।

মিথুন ঃ বিলাসিতা ও অমিত ব্যয়িতার ফলে অর্থসংকট। শ্বশুরকুল থেকে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়ার যোগ লক্ষ করা যায়।।

কর্কট রাশি ঃ শ্রমিক-মালিক বিবাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব নষ্ট হতে পারে। বিদেশে থাকা সন্তানের উন্নতির খবর পেয়ে আনন্দ পেতে পারেন।

সিংহ রাশি ঃ ব্যবসায় সঠিক পরিকল্পনার অভাবে উপার্জনে বাধা আসতে পারে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সরকারি সাহায্যে সঠিক দামে ফসল বিক্রি করার চেষ্টা করুন।

কন্যা রাশি ঃ কতিপয় ব্যবসায়ীর শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন।

তুলারাশি ঃ পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বিনিয়োগ ব্যক্তিদের সময়টি শুভ, নতুন ব্যবসায় এখনই মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ করবেন না।

বৃশ্চিক রাশি ঃস্বার্থান্বেষী বন্ধুবান্ধবের থেকে সতর্ক থাকুন শিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে।

ধনু রাশি ঃ জাতক-জাতিকার স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য সপ্তাহটি শুভ।

মকর রাশিঃপোরিবারিক শান্তির জন্য নিজের পেশাগত জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন মিলিয়ে ফেলবেন না।

কুম্ভ রাশি ঃ শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আরও ভালো ফল পাওয়ার জন্য মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

মীন রাশিঃ বিনোদন জগতের সঙ্গে জাতক-জাতিকারা তাদের কাজের সাফল্যের জন্য সমাজে সম্মানিত হবেন।

জগদ্দলে বন্ধ জুটমিল, কর্মহীন হয়ে পড়লেন অনেক শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, জগদ্দল, ৫ জুলাই ঃ এবার জগদ্দলে বন্ধ হল জুটমিল। টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস দিয়ে অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিল বন্ধ করে দিল মিল কর্তৃপক্ষ। ফলে একরাতেই কাজ হারালেন অনেক শ্রমিক। শুক্রবার কাজ করতে এসে এই নোটিস দেখে হতবাক জুটমিলের শ্রমিকরা। এরপরই জুটমিলের গেটে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, লোকসানের অভিযোগ এনে টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক-এর নোটিস দেওয়া হয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে মিলটি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চালু করার দাবী জানিয়েছেন কাজ হারানো শ্রমিকরা।

বিধানসভায় শুরু বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ শুরু হল রাজ্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন। শুক্রবার বিধানসভায় বিজনেস অ্যাডভাইসারি অর্থাৎ কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শুরু হয়। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে চলে এই বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, শশী পাঁজা, মলয় ঘটক-সহ একাধিক মন্ত্রী। এখানে আলোচনা করা হবে দুই নবনির্বাচিত সদস্যের শপথ গ্রহণ নিয়েও। বিধানসভার বিভিন্ন কমিটির এক্সটেনশন নিয়ে আলোচনা করতেই এই বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন স্পিকার। সূত্রের খবর, এই বিশেষ অধিবেশনেই বরানগর ও ভগবানগোলার নবনির্বাচিত দুই বিধায়ককে শপথ বাক্য পাঠ করাতে পারেন স্পিকার। গত ৪ জুন জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূলের সায়ন্তিকা ও রেয়াত। রাজভবনের টালবাহানায় এক মাস অতিক্রান্ত হলেও বিধায়ক পদে এখনও তাঁদের শপথ নেওয়া হয়নি।

টালিগঞ্জে বাড়িতে ঢুকে লুটপাটের চেষ্টা,চলল গুলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ কলকাতার টালিগঞ্জে বাড়িতে ঢুকে লুটপাটের চেষ্টা চালাল দুষ্কৃতীরা। গৃহকর্ত্রী চিকার করতেই চালল গুলি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এমনটা ঘটল টালিগঞ্জ থানা এলাকার লেক অ্যাভিনিউ রোডে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন জনই অন্য রাজ্যের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লেক অ্যাভিনিউ রোডের একটি বাড়িতে হানা দেয় তিন দুষ্কৃতী। ওই তিন জনের মধ্যে এক জন পূর্বপরিচিত। কিন্তু পূর্বপরিচিতের সঙ্গে বাকি দু'জনকে দেখে কিছুটা অবাক হন গৃহকর্তা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে ওই তিন জন। অভিযোগ, লুটপাটের চেষ্টা চলে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী চিকার শুরু করায় লুটপাট বাধাপ্রাপ্ত হয়। অভিযোগ, তার পরেই এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দেয় তিন জন। তবে এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্বল্প বৃষ্টিতেই স্বস্তিতে তিলোত্তমা, বিরামহীন বর্ষণে নাজেহাল উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ খুব বেশি বৃষ্টি হচ্ছে না তিলোত্তমায়, স্বল্প বৃষ্টিতেই খুশি থাকতে হচ্ছে। আর এই স্বল্প বৃষ্টিতেই স্বস্তিতে মহানগরী, আবহাওয়া মোটামুটি মনোরমই। বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও, তবে বিরামহীন বৃষ্টিতে নাজেহাল দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। বর্ষার সময় যেমন বৃষ্টি হয়, বিক্ষিপ্তভাবে তেমনই বৃষ্টি হবে। তবে, উত্তরবঙ্গে ৭ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৬ জুলাই দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ৭ জুলাই দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, অলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

অসুস্থ মুকুল রায় চিকিৎসাধীন হাসপাতালে, শারীরিক অবস্থা সঙ্কটেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বর্ষীয়ান রাজনৈতিক মুকুল রায়। তাঁর শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক হলেও স্থিতিশীল রয়েছেন। তাঁকে আই সি ইউ-তে অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে। গত বুধবার বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, গতকাল অস্ত্রপোচার করে জমাট বাধা রক্ত বের করা হয়। তাকে রাখা হয়েছে ভেন্টিলেশনে। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বর্ষীয়ান এই নেতাকে দেখতে গতকাল হাসপাতালে যান।

বারাসতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা, মেয়ের মৃত্যুর শোকে আত্মঘাতী দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৫ জুলাই ঃ মেয়ের মৃত্যুর শোকে আত্মঘাতী দম্পতি। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বারাসত পুরসভার দু'নম্বর ওয়ার্ডের সপ্তর্ষিনগরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মৌসুমী মণ্ডল ও রঞ্জিত মণ্ডল। বন্ধ ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দম্পতির একমাত্র কন্যাসন্তান গত বছর ২০ জুলাই আত্মঘাতী হন। এরপর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন দম্পতি। হতাশার মধ্য দিয়েই জীবনযাপন করছিলেন। এরপর বেশ কিছুদিন তাদের দেখা যায়নি বলেও জানান স্থানীয়রা। শুক্রবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে দুর্গন্ধ পান এলাকার মানুষ। পরে দরজা ভেঙে দম্পতির পচাগলা দেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

হাথরসে দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ৫ জুলাই ঃ হাথরসে ধর্মীয় সভার দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাড়তি নজরদারি তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলায়। তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলাতে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। এরইমধ্যে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে তারকেশ্বর পৌরসভা ও ব্লক প্রশাসন। এদিন তারকেশ্বর পৌরসভার সভাগৃহে বৈঠকে বসেন তারকেশ্বর পৌরসভা, ব্লক প্রশাসন ও রেলের কর্তারা। সেখানেই নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত। এদিনের বৈঠকে তারকেশ্বর পৌরসভার পৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর ব্লকের আধিকারিক সীমা চন্দ্র, তারকেশ্বর থানার অফিসার ইনচার্জ তন্ময় বাগ। এছাড়াও রেল, স্বাস্থ্য দফতর, ফায়ার ব্রিগেড, বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিক থেকে তারকেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের কর্তারাও ছিলেন। প্রসঙ্গত, শ্রাবণী মেলা মূলত শুরু হয় গুরু পূর্ণিমার দিন থেকে। শেষ হয় রাখি পূর্ণিমায়। এবার শুরু হচ্ছে ২১ জুলাই রবিবার থেকে। শেষ হচ্ছে ১৯ আগস্ট। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে প্রতি বছরই শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রাস্তায় লাখো লাখো মানুষের ঢল নামে। রাজ্য তো বটেই, রাজ্যের বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে। পা ফেলার জায়গা থাকে না শ্রীরামপুর-তারকেশ্বর ১২ নম্বর রুটে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসের শনি রবি ও সোমবার তিল ধরানোর জায়গা থেকে না তারকেশ্বর শহরজুড়ে। শ্রাবণ মাসের প্রতি শনি রবি ও সোমবার এই তিন দিনে দশ লক্ষের উপর পূর্ণ্যার্থীর ভিড় জমে তারকেশ্বরে। সে কাথা মাথায় রেখেই একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তারকেশ্বর পৌরসভা ও ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বাড়তি নজরদারির পাশাপাশি মন্দিরে প্রবেশ পথের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। একইসঙ্গে অন্যবারের থেকে বেশি পুলিশও মোতায়েন থাকবে বলে খবর। স্বাস্থ্য শিবির কেঞ্চের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি বাড়ছে দমকলের ইঞ্জিনের সংখ্যাও। গোটা তারকেশ্বর শহরই ঢাকা পড়বে সিসিটিভি-তে। প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টার জল, আলো সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানাচ্ছেন পৌর প্রধান উত্তম কুণ্ডু। মন্দির কর্তৃপক্ষকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন পৌর প্রধান।

সুন্দরবনের জনবহুল রায়দীঘি জেটি ঘাটের পাশে নোংরা আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে ক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, সু ন্দরবন, ৫ জুলাই ঃ সু ন্দরবনের অন্যতম এক পর্যটন কেন্দ্র রায়ীঘির জেটি ঘাটের পাশে আবর্জনার স্তূপ। তা থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছা।ছে।হুশ নেই প্রশাসনের।ক্ষোভ স্থানীয়দের। সুন্দরবনের রায়দিঘির মণি নদী সংলগ্ন ১ নম্বর জেটিঘাটের কাছে এই পরিস্থিতিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত নিত্যযাত্রী সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁদের অভিযোগ,সমগ্র রায়দীঘি বাজারের আবর্জনা ওই ঘাটের পাশে ফেলা হয়। আর তা পচে এই দুর্গন্ধের এই অবস্থা। আর এই বিষয়টি নিয়ে বার বার বাজার কমিটি আলোচনায় বসলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ বাসিঃদাদের।নদী-নালা ঘেরা সুন্দরবনের রায়দিঘি বাজার সংলগ্ন মণি নদীতে বহু প্রাচীন এই ঘাটটি রয়েছে। মথুরাপুর ২ নং ব্লকের ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে নগেন্দ্রপুর,রায়দীঘি, নন্দকুমারপুর,কঙ্কনদিঘি, ওকুমড়োপাড়া এই ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার বাসিন্দাদের এই নদীপথই ভরসা।এছাড়া মৈপীঠ,কুলতলি,জয়নগর, পাথরপ্রতিমা সহ বিভিন্ন এলাকা ও দ্বীপের বাসিন্দারা ভুটভুটিতে করে এই ঘাটে নেমে রায়দিঘি বাজারে আসেন। সকাল থেকে রাত অবধি এই জেটি ঘাটে যাত্রীরা ওঠানামা করেন।যাত্রীরা এ ব্যাপারে বলেন, রায়দীঘি বাজার সংলগ্ন এই ঘাটটি এত ব্যস্ত হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে রায়দিঘি বাজারের প্রায় সমস্ত দোকানদার তাদের আবর্জনা জেটি ঘাটের পাশে ফেলতে শুরু করেছে। হাজারের বেশি দোকান নির্বিচারে আবর্জনা ফেলায় তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বের হচছে।মৈপীঠ থেকে আসা এক যাত্রী বলেন, বিভিন্ন কাজে আমাকে রায়দীঘিতে আসতে হয় কিন্তু পচা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। কেবল যাত্রীরাই নন, সন্দরবনে বেড়াতে আসা পর্যটকেরাও এই ঘাট দিয়ে নদী পথে রওনা হন। কৃষিপ্রধান এলাকার মানুষজন আনাজ নিয়ে রায়দিঘি বাজারে বিক্রির জন্য আনেন এই ঘাট দিয়ে। ঘাটলাগোয়া ধানের পাইকারি বাজারে চাষিরা ধান নিয়ে আসেন। এখন ইলিশের মরসুম চলছে। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে ফেরা বহু ট্রলার ওই ঘাটের পাশে দাঁড়ায়।বহু মস্যজীবী দের সারা রাত ঘাটের পাশে থাকতেহয়। আর এই দুর্গন্ধে তিতিবিরক্ত মৎস্য জীবীরাও।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই ঘাটের পাশে আবর্জনাফেলতে বারণ করা হলেও কেউ কথাশোনে না। রাতের অন্ধকারেও অনেকে নানা পচা জিনিস ফেলে যান বলে অভিযোগ।রায়দিঘি বাজারের ব্যবসায়ীদের দাবি, নোংরা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় ভ্যাট তৈরি করার কথা হযেছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি।ঘাটের পাশে থাকা শৌচালয়টি ও বেহাল।শৌচালয়ের পাইপ লাইনের জলের সংযোগ না থাকায় ঘাটে ঢোকার মুখেই দুর্গন্ধে শরীর খারাপ হবার জোগাড় হয়। ঘাটের পাশে একমাত্র পানীয় জলের নলকূপটি ও কার্যত অকেজো।প্রায়ই নোনা, দুর্গন্ধ জল বেরোয়। সব মিলিয়ে সব দিক থেকে ঘাটটি বেহাল বলে ক্ষোভ স্থানীয়দের।এ ব্যাপারে রায়দিঘি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সূত্রে জানা গেল, নির্দিষ্ট আবর্জনা ফেলার কোনও ভ্যাট না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছে এখানে।এ ব্যাপারে রাযদিঘির বিধায়ক ডা.অলক জলদাতা বলেন,মানুষের সমস্যা হচ্ছে বুঝতে পারছি।দুর্গন্ধে স্থানীয় মানুষদের সমস্যা হচ্ছে জানি।এই রায়দীঘির মণি নদী লাগোযা এলাকায় সরকারি জমি থাকলেও তাতে ভ্যাট করা যাচ্ছে না। কারণ, ভ্যাট থেকে নদীর জলে দূষণ তৈরি হবে।

মাই আইটি রিটার্ন ভারতের প্রথম ধরণের মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ স্কোরিডভ, পিছনের উদ্ভাবনী শক্তি www.myITreturn.com, ভারতীয়রা আয়কর রিটার্ন কীভাবে দাখিল করে তা সহজ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার জন্য ডিজাইন করা তাদের যুগান্তকারী নতুন মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করার ঘোষণা করতে পেরে উচ্ছ্বসিত। এই উদ্ভাবনী অ্যাপ্লিকেশনটি ভারতে এই ধরণের প্রথম, ব্যবহারকারীদের কোনও শারীরিক নথি আপলোড করার প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি তাদের স্মার্টফোন থেকে তাদের ট্যাক্স ফাইল করার অনুমতি দেয়, পুরো প্রক্রিয়াটিকে স্ট্রিমলাইন করে এবং এটি আগের চেয়ে দ্রুত এবং আরও দক্ষ করে তোলে। ট্যাক্স ফাইলিংয়ে একটি গেম-চেঞ্জার মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপটি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইলিং পরিচালনা করার পদ্ধতি রূপান্তর করছে। মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপটি গ্রাহকের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, কাগজপত্রের ঝামেলা দূর করে এবং ট্যাক্স ফাইলিংকে সবার জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলে। স্মার্টফোনে মাত্র কয়েকটি ট্যাপ দিয়ে, কেউ নিজের বাড়ি বা অফিসে স্বাচ্ছন্দ্য থেকে ট্যাক্স রিটার্ন সম্পূর্ণ করতে পারেন। ব্যবহারের এই স্বাচ্ছন্দ্যই মাইআইটিরিটার্ন অ্যাপ্লিকেশনটিকে এই ক্ষেত্রের একটি সত্যিকারের গেম-চেঞ্জার করে তোলে। স্কোরিডভের প্রতিষ্ঠাতা, সাকর যাদব, নতুন অ্যাপ সম্পর্কে তার উত্তেজনা ভাগ করে নিয়ে বলেন, আমরা এই গেম-চেঞ্জিং অ্যাপটি ভারতে করতে পেরে রোমাঞ্চিত। মাইআইটিরিটার্নে, আমাদের লক্ষ্য সর্বদা ট্যাক্স ফাইলিংকে সহজ করা, সুরক্ষিত এবং দক্ষ করে তোলা। এই অ্যাপটি সেই মিশনের একটি প্রমাণ, এটি একটি অনন্য সমাধান প্রদান করে যা ব্যবহারকারীর ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সময় পুরো প্রক্রিয়াটিকে সহজ করে তোলে এবং তাদের সর্বাধিক সম্ভাব্য রিফান্ড সরবরাহ করে। আমরা বিশ্বাস করি যে এই অ্যাপটি আগামী দিনে ভারতীয়দের ট্যাক্স ফাইলিং করার পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করবে। মাত্র ৯৯ টাকায় সাশ্রয়ী মূল্যে ট্যাক্স ফাইলিং! অ্যাপটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্কোরিডভ জানিয়েছে, সবার জন্য মানসম্পন্ন কর সেবা সাশ্রয়ী করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ইস্কনের রথযাত্রার ৫৩ বছর, উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ আগামী ৭ জুলাই রথযাত্রা। এইবছর ৫৩তম বর্ষে পর্দাপণ করেছে ইস্কনের রথযাত্রা। প্রতিবছরের মতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতেই সূচনা হবে রথযাত্রার। এর পাশাপাশি ওই দিনই অ্যালবার্ট রোড থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পার্কের নামকরণ এবং আলিপুরদুয়ারে আদ্যাপীঠ মন্দিরের নতুন মন্দিরে উদ্বোধন করবেন। জানা যাচ্ছে, আগামী রবিবার সকাল আটটায় ইস্কন মন্দির থেকে প্রথমে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তোলা হবে রথে। এরপর দুপুর দু'টো নাগাদ রথে উঠে আরতি করবেন মমতা। টানবেন রথের দড়ি। তখনই শুরু হবে রথযাত্রা। গতবছরের মতো এই বছরও নৃত্য শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর নাচের গ্রুপ নৃত্য পরিবেশন করবে। এছাড়াও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। চলবে ভোগ প্রদান। প্রায় দেড়শোর বেশি দেশের প্রতিনিধিরা আসবে এই রথযাত্রায়। দুপুর ২ টো নাগাদ মিন্টো পার্কের হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রিট, ৩সি অ্যালবার্ট রোড মন্দির থেকে রথ বেরবে। সেখান থেকে এজেসি বসু রোড, শর বোস রোড, হাজরা রোড, এসপি মুখোপাধ্যায় রোড, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড, চৌরঙ্গী রোড, এক্সাইড ক্রসিং, জওহরলাল নেহেরু রোড, আউট্রাম রোড হয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢুকবে রথ। উল্টোরথের আগে পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রথ থাকবে পুণ্যার্থীদের দর্শনের জন্য।

এসইআর এর মালবাহী লোডিংয়ে ধারাবাহিক বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫ এর প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল-জুন) ৫২.৩৩ মিলিয়ন টন মূল মাল লোড করেছে যা আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৭৫ বেশি। ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় এপ্রিল-জুন, ২০২৪-এ মূল মালবাহী রাজস্ব ৫.৭৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল-জুন, ২০২৪-এর মধ্যে মালবাহী লোডিং থেকে ৪৭৬৪.৫২ কোটি টাকা আয় হয়েছে। . আগের বছরের একই সময়ে ৪৫০৫.১৪ কোটি টাকা। এসইআর এপ্রিল-জুন, ২০২৪ এর মধ্যে ২৬.৯৩ মিলিয়ন টন লৌহ আকরিক লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৬.৬১ বেশি। এসইআর এই সময়ের মধ্যে ১৩.৪৯ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৫.২৩ বেশি। মাল লোডিংয়ের অন্যান্য প্রধান পণ্যগুলি হল পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, সার ইত্যাদি চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে।

জিটিএ র তরফে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের উন্নয়নে গত কয়েকবছরে যে জনজতি বোর্ডগুলি তৈরি করা হয়েছিল সেগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে জিটিএ র তরফে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্প্রতি নবান্নে এক প্রশাসনিক বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়েছে বলে ঘোষনার পরেই জিটিএ র তরফে সেখানকার বোর্ডগুলি নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়। উল্লেখ্য পাহা।রে উন্নয়নে রাজ্য সরকার ২০১৩ সালে প্রথম পাহা।ে মায়াল লায়ং উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করেছিল। এরপরে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সেখানকার লেপচা, গুরুং, সংখ্যালঘু মিলিয়ে ১৮টি বোর্ড তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের তরফে বিভিন্ন সময়ে বোর্ডগুলিকে একশো কোটি টাকার বেশি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পাহা।ে জেলা প্রশাসন ছা।াও, জিটিএ ও দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রায় ক্যামেরা ও ড্রোনের নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ৫ জুলাই ঃ আগামী রবিবার রথযাত্রা হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা ও গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে প্রশাসন । এই রথযাত্রা উপলক্ষে প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে দুই জায়গাতেই সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে এছাড়া ড্রোনের সাহায্যে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে জানা গেল প্রশাসন সূত্রে। মাহেশের রথযাত্রায় প্রচুর ভক্তের সমাগম হবে তাদের সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে ইতিমধ্যেই মহকুমা শাসক বৈঠক করেছেন এবার মাহেশের স্নানযাত্রা ভোরবেলার দিকে হয়েছে সেই নিয়ম মেনে রথযাত্রা দুপুর ১২ টার আশেপাশে রশিতে টান পড়বে বলে জানা গিয়েছে। থাকছে বজ্রাঁটুনি নিরাপত্তা। মাহেশ জগন্নাথ মন্দির কমিটির সম্পাদক পিয়াল অধিকারী জানিয়েছেন এবার রথযাত্রা অন্য মাত্রা নিয়ম মেনে স্নানযাত্রা হয়েছে। প্রভুর ঠিক নিয়ম মেনে রথযাত্রা হবে এবার আলাদা মাত্রা পাবে আমরা এটা জানিয়েছি মহকুমা শাসকের সঙ্গে বৈঠকে ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার মাহেশের জগন্নাথ মন্দির এলাকাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গঠন করা ঘোষণা করা হয়েছে দেওয়া হয় সরকারি সহযোগিতা।

রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ চালু

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন-সাংগ্যান অ্যাপ চালু করেছে যা আরপিএফ-এর টেক টিম দ্বারা তৈরি করা হয়েছে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন যেমন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা সম্পর্কে গভীর তথ্য প্রদানের জন্য। ২০২৩, এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়াম ২০২৩. উপরোক্ত আইনগুলির লক্ষ্য হল নতুন এবং পুরানো উভয় ফৌজদারি আইনের বিধানগুলি বোঝার জন্য বিস্তৃত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আরপিএফ কর্মীদের শিক্ষিত এবং ক্ষমতায়ন করা, প্রেক্ষাপটে এই নতুন আইনগুলির প্রাসঙ্গিকতা হাইলাইট করার সময় আরপিএফ অপারেশন Sangyaan অ্যাপের মূল বৈশিষ্ট্য- ব্যাপক আইনি অ্যাক্সেস- অ্যাপটি BNS, BNSS, এবং BSA ২০২৩-এর বেয়ার অ্যাক্টগুলিতে সহজে অ্যাক্সেস প্রদান করে, যা মোবাইল দেখার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে। ব্যবহারকারীরা যেতে যেতে সুবিধামত এই আইনগুলি পড়তে, অনুসন্ধান করতে এবং উল্লেখ করতে পারেন। আইনের তুলনা- সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির তুলনা টেবিলের সাথে, ব্যবহারকারীরা সরাসরি নতুন এবং পুরানো আইনের নির্দিষ্ট বিভাগগুলির তুলনা করতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যটি আইনি কাঠামোর পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা সনাক্ত করতে এবং বুঝতে সাহায্য করে। বিভাগ অনুসারে বিশ্লেষণ- বিএনএসএস এবং বিএনএস-এর মূল বিভাগগুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, বিভিন্ন বিধান এবং পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণের জন্য ক্ষেত্র অপারেশনে তাদের প্রযোজ্যতার উপর ফোকাস করে।

কেশোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

CIN: L17114WB1999PLC089148

নিবন্ধিত অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪

সিটি অফিসঃ ৯১ আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১

ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫৬৭৮৮ / ২৪৮৯ ৩৪৭২

ইমেলঃ officekesoramtextiles.in ktmltextgmail.com

ওয়েবসাইট www.kesoramtextiles.in

৩০শে জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

লাখে

এস এল নং	বিবরণ	কারেন্ট তিন মাস শেষ ৩০-০৬-২০২৪	পূর্ববর্তী তিন মাস শেষ ৩১-০৩-২০২৩	আগের বছর ৩০-০৬-২০২৩-এ শেষ হয়েছে অনুরূপ তিন মাস	আগে বছর শেষ ৩১-০৩-২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১।	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-	-	-
২।	নিট লাভ (লোকসান) সময়ের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেম আগে)	১৪০.৩২	৮০.৮২	(৩৯.৪১)	(৩৬.৩৫)
৩।	নিট মুনাফা (লোকসান) ট্যাক্সের আগে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	১৪০.৩২	৮০.৮২	(৩৯.৪১)	(৩৬.৩৫)
৪।	নিট মুনাফা (লোকসান) ট্যাক্স পরবর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	১৪০.৩২	৮১.৭৩	(৩৯.৪১)	(৩৫.৪৪)
৫।	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় সম্মিলিত মুনাফা (লোকসান) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	১৪৩.১৯	৮৪.০৪	(৩৬.৩৫)	(২৩.৯৪
৬।	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭।	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত ৭টি রিজার্ভ	-	-	-	(২,৬৭৩.৬৩)
৮।	শেয়ার প্রতি ৮ আয় (ইপিএস) (বার্ষিক নয়) প্রতি শেয়ার টাকা ২ /- অভিহিত মূল্য ১. মৌলিক ঃ (টাকা) ২. পাতলা ঃ(টাকা)	 ০.২৭ ০.২৭	 ০.১৬ ০.১৬	 (০.০৮) (০.০৮)	 (০.০৭) (০.০৭)

মন্তব্যঃ

ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০ জুন, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস ৩০শে জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kesoramtextiles.in-এ উপলব্ধ।

খ) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৫ ই জুলাই, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর-
উমাশঙ্কর এসোপা
পরিচালক
ডিনঃ ০০৩০৫০১০

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫১১, জুলাই, ২০২৪

হাওড়া সদরের তৃণমূল যুব সভাপতির নাম ভাঁড়িয়ে ফোন করে টাকা দাবি, টাকা নিতে এসে হাতেনাতে পুলিশের হাতে ধৃত প্রতারক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুলাই ঃ হাওড়া সদরের তৃণমূল যুব সভাপতির নাম ভাঁড়িয়ে ফোন কলে টাকা দাবি, টাকা নিতে এসে হাতেনাতে পুলিশের হাতে ধৃত প্রতারক। জানা গেছে, ফোনে একাধিক ব্যবসায়ীর কাছে রথের অনুষ্ঠানের জন্য টাকা দাবি করা হয়েছিল। রামরাজাতলা জগাছা এলাকার এক ব্যবসায়ী ওই ভুয়ো ফোন কল পেয়ে বিষয়টি দলের শিবপুর নেতৃত্বকে জানান। এর পাশাপাশি জগাছা থানায় যোগাযোগ করেন তিনি। এরপর ফাঁদ পেতে ওই ব্যক্তিকে টাকা নিতে আসতে বলা হয়। শুক্রবার সকালে টাকা নিতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান বালির ওই ব্যক্তি। ওই ব্যক্তিকে এদিন টাকা নিতে ডাকা হয় রামরাজাতলায়। সেখানেই আগেভাগে দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূলের যুব কর্মীরা ও জগাছা থানার পুলিশ। টাকার খাম নেওয়ার পরই প্রতারক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরা হয়। পুলিশ তাকে আটক করে। পরে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের নাম গৌরীশঙ্কর গুপ্ত। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ব্যবসায়ী বিবেক কর্মকার বলেন, কংগ্রেসের এক বিধায়কের নাম করে হাওড়ার এক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার কাছে প্রথমে একটা ফোন আসে। আমার মনে হয়েছিল যার কথা বলেছিলেন তিনি নন। ফোনে বলা হয় জগন্নাথদেবের পুজোর জন্য ডোনেশন দিতে হবে। কত টাকা দিতে হবে তা তাঁর ভাই জানিয়ে দেবে বলে বলা হয়। ফোন আসার পর থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। এরপর তাঁকে ধরার জন্য আমি সন্ধ্যায় তাকে ফোন করি। তিনি মিটিংয়ে আছেন বলে ফোন কেটে দেন। পরে আবার তিনি ফোন করেন এবং ৫০ হাজার টাকা ডোনেশন দিতে বলেন। জানাই কাউকে পাঠাতে টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ব্যাপারটি থানাতেও জানানো হয়েছিল। শুক্রবার সকালে টাকা নিতে আসলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

শিবপুর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুপ্রভাত মশাট বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ দলের নাম করে টাকা তোলা যাবে না। সেখানে কিছু অসাধু ব্যক্তি যারা দলের লোকই নয়, হাওড়ার কিছু নেতৃত্বের নাম করে বিবেক কর্মকারকে চাঁদা চেয়ে ফোন করে। বিষয়টি আমাকে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। এরপর থানায় জানালে পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তকে জেরা করে জানতে পারা যায় এই ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল কংগ্রেসকে বদনাম করার জন্য এই কাজ করা হয়েছে। অভিযুক্ত দলের নাম করে টাকা তুলছে। এদিকে, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে দলের যুব নেতৃত্বের কাছ থেকে জানতে পারি বিবেক কর্মকার নামে এক ব্যক্তির কাছে আমার নাম করে একটা ফোন আসে। বিবেক কর্মকারকে ফোন করে জানতে পারি কৈলাশ মিশ্র সেজে তাঁর কাছ থেকে চাঁদা চাওয়া হয়েছিল। এই ঘটনা শুনে বিষয়টি জানাই হাওড়া পুলিশ কমিশনারকে। লিখিত অভিযোগ পেয়ে সকালে টাকা নিতে এলে সেখানে উপস্থিত পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আমাদের দলের নাম করে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমাদের দলের বদনাম করার জন্য যে চক্রান্ত করেছে সেই শাস্তি পেয়েছে। আগামী দিনেও শাস্তি পাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৬ সংখ্যা, শনিবার, ২১ আষাঢ়, ১৪৩১

ডাইনোসর ও বিজ্ঞানী

সময়টা ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি, বরানগর এর বিজ্ঞানীরা গোদাবরী উপত্যকায় চালাচ্ছিলেন খোঁড়াখুঁড়ি। উঠে এলো এক ডাইনোসরের ফসিল। বয়স বেশি না, মাত্র ১৬০ মিলিয়ন বছর। ব্যাটার পেছনের পা দুটো বেশ বড়। সে বছরটা ছিলো আবার কবিগুরুর জন্ম শতবার্ষিকী, তাই ওটার নামকরণ করা হলো বড়পাসরাসত্তটেগরি। লোকজন সব ছেড়ে আগে ওটাকেই দেখে। আচ্ছা একটু খটকা লাগছে না ? স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা খোঁড়াখুড়ি করছিলেন কেন? তাদের তো রাশি বিজ্ঞান নিয়ে কাজ ! এটাই হলো এর রূপকারের বিশেষত্ব, রাশিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানে জীববিজ্ঞান ভূবিদ্যার মতো বিভাগ স্থাপন করেছেন তিনি। আজকাল আলাদা বিষয়ের বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণা কালচারের ঢল দুনিয়ায়, তিনি কিন্তু সেই কবেই বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীদের এক ছাতার নিচে এনেছিলেন। রাশিবিজ্ঞানের বিকাশই হয়তো উদ্দেশ্য ছিল আচার্য প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের। ভাগ্যিস সেদিন ফিজিক্সের মেধাবী ছাত্রটি ট্রেন ফেল করেছিলেন, তা নাহলে কি দেশ পেতো সর্বকালের সেরা এই রাশিবিজ্ঞানীকে? ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে স্নাতক উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে পাড়ি দিলেন। ইচ্ছে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। জাহাজ সময়মতো না পৌঁছানোয় ছেড়ে যায় ট্রেন, আশ্রয় নেন পূর্ব পরিচিত এক বিদেশীর বাড়িতে। সেখানে রাত কাটানোর পর মত পরিবর্তন করে ভর্তি হলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজে। বিষয় নিলেন গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান। সেবছর তিনিই একমাত্র ফিজিক্সে প্রথম শ্রেণী পেলেন। কেমব্রিজ তাঁকে সম্মানিত করলো সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ দিয়ে। গবেষণা শুরু করলেন ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে। রিসার্চ গাইড হলেন নোবেলজয়ী পদার্থবিদ চার্লস টমসন রিজ। ডাকসাইটে গণিতজ্ঞ হার্ডি তখন সেখানে আদর করে ডেকে নিয়ে গেছেন মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের এক করণিককে। প্রশান্তের চাইতে বছর চারেক বড় এই ভারতীয় কে ভবিষ্যত দুনিয়া জানবে – The man who knows Infinity হিসেবেই। লাজুক এবং শান্ত স্বভাবের রামানুজনের সাথে প্রশান্তের সখ্যতা গড়ে ওঠে। গবেষণার মাঝে ছুটি নিয়ে ফিরছিলেন দেশে। মহাযুদ্ধের জন্য ফেরার জাহাজ দেরি করছিলো ছাড়তে। সেই সময়ে কলেজের গ্রন্থাগারে তাঁর এক অধ্যাপক হাতে ধরিয়ে দেন কার্ল পিয়ার্সনের বায়োমেট্রিকা। নয় খন্ডের পুরো বইটি কিনে নিয়ে জাহাজে উঠে পড়লেন প্রশান্ত। এই জার্নাল গুলোই যে একদিন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, জন্ম দেবে বিজ্ঞানের নতুন এক শাখার তা বোধহয় সেদিন কল্পনাও করতে পারেননি। আর ফিরে যাওয়া হয়নি, ডাক পেলেন প্রেসিডেন্সিতে ফিজিক্স পড়ানোর। শুরু করলেন অধ্যাপনা, ততদিনে মাথায় চেপে বসেছে বায়োমেট্রিকা। এরমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান গত বিশ্লেষণের জন্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সাহায্য চাইলেন চব্বিশ বছরের তরুণ প্রশান্তের।

বিবেকানন্দ মহানির্বাণ

৪ঠা জুলাই, ১৯০২ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল বিবেকানন্দের। তাকালেন ক্যালেন্ডারের দিকে। আজই তো সেই দিন। আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আর আমার দেহত্যাগের দিন। মা ভুবনেশ্বরী দেবীর মুখটি মনে পড়ল তাঁর। ধ্যান করলেন সেই দয়াময় প্রসন্ন মুখটি। বুকের মধ্যে অনুভব করলেন নিবিড় বেদনা। তারপর সেই বিচ্ছেদবেদনার সব ছায়া সরে গেল। ভারী উৎফুল্ল বোধ করলেন বিবেকানন্দ। মনে নতুন আনন্দ, শরীরে নতুন শক্তি। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর সব অসুখ সেরে গিয়েছে। শরীর ঝরঝর করছে। শরীরে আর কোনো কষ্ট নেই। মন্দিরে গেলেন স্বামীজি। ধ্যানমগ্ন উপাসনায় কাটালেন অনেকক্ষণ। আজ সকাল থেকেই তাঁর মনের মধ্যে গুণ গুণ করছে গান। অসুস্থতার লক্ষণ নেই বলেই ফিরে এসেছে গান, সুর, আনন্দ। তাঁর মনে আর কোনও অশান্তি নেই। শান্ত , স্নিগ্ধ হয়ে আছে তাঁর অন্তর। উপাসনার পরে গুরুভাইদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে করতে সামান্য ফল আর গরম দুধ খেলেন। প্রেমানন্দকে ডাকলেন তিনি। বললেন, আমার পুজোর আসন কর ঠাকুরের পূজাগৃহে। সকাল সাড়ে নটায় স্বামী প্রেমানন্দও সেখানে এলেন পূজা করতে। বিবেকানন্দ একা হতে চান। প্রেমানন্দকে বললেনং আমার ধ্যানের আসনটা ঠাকুরের শয়নঘরে পেতে দে। এখন আমি সেখানে বসেই ধ্যান করব। অন্যদিন বিবেকানন্দ পুজোর ঘরে বসেই ধ্যান করেন। ঠাকুরের শয়নঘরে প্রেমানন্দ পেতে দিলেন তাঁর ধ্যানের আসন। চারদিকের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে বললেন স্বামীজি। ধ্যান ভাঙলে ঠাকুরের বিছানা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এলেন তিনি --মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো। তরুণ সন্ন্যাসীর রূপের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে গুরুভাইরা। বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই দুপুরের খাওয়া সারতে বললেন বিবেকানন্দ। নিজে একলা খাচ্ছেন না। খেতে বসলেন সবার সঙ্গে। সকালবেলা বেলুড়ঘাটে জেলেদের নৌকো ভিড়েছিল। নৌকোভর্তি গঙ্গার ইলিশ। স্বামীজির কানে খবর আসতেই তিনি মহোৎসবে ইলিশ কিনিয়েছেন। তাঁরই আদেশে রান্না হয়েছে ইলিশের অনেকরকম পদ। গুরুভাইদের সঙ্গে মহানন্দে ইলিশ ভক্ষনে বসলেন বিবেকানন্দ। তিনি জানেন, আর মাত্র কয়েকঘন্টার পথ তাঁকে পেরোতে হবে। ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলার আর প্রয়োজন নেই। জীবনের শেষ দিনটা তো আনন্দেই কাটানো উচিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন,মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে তার সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। মা দিশা দেখাবেন। মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। ঠাকুর মা হচ্ছেন দৈব্য মহাশক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ, শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে।

বাংলার 'নীলকর বিদ্রোহ'কে কেন্দ্র করে সংবাদপত্রের ওপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে 'সমাচার দর্পণ' বিপদে পড়ে

রবীন্দ্র কুমার শীল

শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হতে শুরু করে দিয়েছিলেন মার্শম্যানের সম্পাদনায়। সেখানে প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও সংবাদ প্রকাশ করা হতো না। সেখানে সতীদাহ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথার নিন্দা এবং পরে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের উপরে প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তার সঙ্গে খ্রিষ্টি ধর্মের প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু সরকার বিরোধী কোনও সংবাদকে প্রকাশিত হতে দেখা যেত না। কিন্তু বাংলায় নীলচাষিদের ওপরে ইংরেজদের অকথ্য অত্যাচারের কথা প্রকাশিত হতে থাকে। তার ওপরে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটক প্রকাশিত হলে ব্রিটিশ সরকারের মাথায় ব্রজাঘাত এসে উপস্থিত হয়। কেরি সাহেবের মতো মানুষ বুঝতে পেরেছিলেন নীলকর সাহেবরা এই রকমভাবে গ্রামে চাষিদের ওপরে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করা শুরু করলে খ্রিষ্ট ধর্মের ওপরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কেরি সাহেব নীলকর সাহেবের ম্যানেজার হয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সমস্যা কত গভীরে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ওপরে দীনবন্ধু মিত্র 'নীল দর্পন' নাটক লিখে ফেললেন। সেই সঙ্গে সেই সেই নাটক আবার ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে সেখানকার ব্রিটিশ শাসকেরা বুঝতে পারে বাংলায় নীল চাষ নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের ওপরে অমানবিক অত্যাচার করতে শুরু করেছে নীলকর সাহেবরা। এটাই সম্ভব প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ ইংরেজ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। এর আগে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করে কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। ১৮৫৬ সালে রেভারেন্ড জেমস লং সাহেব একটি বক্তব্য পেশ করেছিলেন 'ফ্রেণ্ড অব মিশনে'। সেই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'কৃষকদের অবনতি এবং সুসমাচার প্রচারের পথে বাধা'। ১৮৬১ সালে জেমস লং নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদ করার ফলে তাকে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। ১৮৬১ সালে জেমস লং আদালতে বিচারকের সমানে উপস্থিত হয়ে সাহসের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, ''সংস্কার আন্দোলনের সময় কৃষকশ্রেণির ঘরে স্বাধীনতা এনেছিল আর আধুনিক যুগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে দাসপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে, আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আর একন সমস্ত ভুবনজুড়ে আদিম অধিবাসীদের সুরক্ষার আবরণ দান করছে।' বাংলায় নীল বিদ্রোহ সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বলা যেতে পারে। সেই সময়ে 'সমাচার দর্পন' নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। যার ফলে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার এই পত্রিকার ওপরে বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তখন বাংলার মানুষ জাগতে শুরু করে দিয়েছে। বিদেশি শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা দেশের নাগরিকদের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনাকাল থেকেই প্রকাশকেরা ঔপনিবেশিক শাসকদের রোষের মুখে পড়েন।

রাজা রামমোহন রায় বা জেমস সিলক বাকিংহাম (১৭৮৬-১৮৫৫) তাঁদের পত্রিকায় সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি শাসক শ্রেণির কুকীর্তির কাহিনীও প্রকাশ লাভ করতে থাকলে ইংল্যাণ্ডে সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। শাসক শ্রেণির মুখ পুড়লে তারা সংবাদপত্রের ওপরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠে। সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে গর্ভণর জেনারেল অ্যাডাম য়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তা ইতিহাসে 'অ্যাডাস গাগ' (১৮২৩) নামে পরিচিত। এই আইন তৈরি করার ফলে প্রতিবাদ তীব্র হতে শুরু করে দিয়েছিল। সমাচার দর্পণ পত্রিকায় অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হতো না। তারাপদ পাল 'হিকির গেজেট'এর একটি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই পত্রিকাকে নারী দেহের জন্য কোনও রাখঢাক না করে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হতো কুকুর ছাগলের মতো। বিজ্ঞাপনটি এই রকম ছিল ''এখন কলকাতাবাসী জনৈক ভদ্রলোক দুটি সুদেহী আফ্রিকান- যাহাদের কথা ভাষায় 'কাফরী' বলা হয়- মেয়েছেলে চান। তাদের বয়স ১৪ থেকে ২০-১৬-এর মধ্যে হবে। গড়ন বেশ হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। সকল রকমভাবে যাতে দেহভোগের কাজে লাগে সেরকম হতে হবে।' (সূত্র ঃ বিজ্ঞাপণ জগৎ, তপন বাগচী, দুই শতকের বাংলা সাময়িক পত্র)। সেই সময়ে বাংলার সমাজটা কোথায় ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মানুষের রুচি এবং সমাজে মেয়েদের কী অমানবিকতার মধ্যে দিয়ে বসবাস করতে হতো তা এই বিজ্ঞাপণ পড়লেই বুঝতে পারা সম্ভব।

সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে যখন লর্ড ক্যানিং জেমস লংকে সংবাদপত্রগুলির সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেন তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে জেমস লং সাবেহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সংবাদপত্রগুলি যতই সরকারের নিন্দা করে সংবাদ প্রকাশিক করুক না কেন তা সরকারকে উপকার করছে। তারাই সরকারের চোখ এবং কান। তিনি মিশনারী পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলিকে কেবল তোতাপাখির মতো ধর্মের কথা বলে যাওয়াকে নিরর্থক বলে মনে করতেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই যুক্তিনিষ্ঠ পথে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেই ধর্মপ্রচারের কাজ সহজ হবে। ফলে সমাচার দর্পণ সঠিক পথ ধরেই সংবাদপত্রকে কাজে লাগিয়েছে। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য নিমাই সাধন বসু বলে ছিলেন, '' আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মাতৃভাষায় প্রকাশিত ছোট-বড় খ্যাত অখ্যাত কাগজগুলি যে ভূমিকা পালন নিয়েছিল, সাহস দেখিয়েছিল ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল তার তুলনা নেই। সে যুগে আমরা নিজেরা ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও ইংরেজ সরকার, আমলা ও পুলিশের বুঝতে দেরি হয়নি। তাই বারবার সরকারী রোষ এবং নিষেধাজ্ঞা শিকার হয়েছে মাতৃভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলি। এর সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত হল ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। কেন ঐ আইন জারি হয়েছিল, কী ভাবে এর বিরুদ্ধে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলি লড়েছিল, কেমনভাবে তা দেশাত্মবোধের উন্মেষ এবং প্রসারে সাহায্য করেছিল সে এক দীর্ঘ উজ্জ্বল কাহিনী। ঐ ইতিহাস বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কাগজের ভূমিকা ছিল খুবই গৌরবময়।'' (বাংলা সংবাদপত্রের ২০০ বছর, সংবাদ সংবাদপত্র সাংবাদিকতা, নিমাই সাধন বসু, পৃষ্ঠা-৩৪)। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হওয়ার আগে আর একবার স্বদেশি কাগজগুলির ওপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল নীলকর আন্দোলনের সময়ে। ১৮২৩ সালে গর্ভনর জেনারেল অ্যাডাম যে নিষেধাজ্ঞা কারি করেছিলেন তাকে 'অ্যাডাম গগ' (১৮২৩) বলা হয়ে থাকে। সংবাদপত্রের ওপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ এর বিরোধিতা করে গর্জে উঠেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আবেদনকে সমর্থন করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। শ্রীরামপুর এই প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি।

তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের ওপরে চোখ বোলানো যেতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসন কালের আগে এই উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে মেঘাল আমলে 'ওয়াকিয়ানবিশ' নামে একটি পদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় যাদের কাজ ছিল মোঘল শাসকদের সরকারের সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করা এবং গোপন সংবাদ সংগ্রক হিসাবে কাজ করতে হতো। জানা যায়, ১৭৬৮ সালে এর কাছাকাছি সময়ে জনৈক ব্রিটিশ অভিবাসী উইলিয়াম বোস্টস তাঁর প্রকাশিত পত্রিকায় কোম্পানির অভ্যন্তরীন কর্মকাণ্ড প্রকাশ করার অপরাধে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৭৮০ সালে জেমস হিকি 'বেঙ্গল গেজেট' এবং ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' নামে দুই পাতার সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস, তাঁর পত্নী ও ইংরেজ বিচারকদের সম্পর্কে সমালোচনা মূলক প্রতিবেদন প্রকাশের দরুন এটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। 'বেঙ্গল জার্নাল' পত্রিকার সম্পাদক উইলিয়াম ডুয়ান সংবাদ পরিবেশনের জন্য দেশ থেকে বিতারিত হন। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় ড. চার্লস ম্যাকলিন সংযমহীন সরকার বিরোধী সংবাদ প্রকাশের জন্য ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলি বাংলা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণবিধি চালু করেন। ১৭৮০ সালে 'হিকির গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার' আধুনিক বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের সূচনা। সেই সময়ে হেস্টিংস, মিসেস হেস্টিংস এবং বিচারপতি ইলিজা ইম্পের বিরুদ্ধে লেখালেখি কুৎসার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তার ফলে এই পত্রিকা এক পর্যায়ে বন্ধ হয় যায়। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে লর্ড ক্যানিং প্রথম গ্যাগিং অ্যাক্ট (১৮৫৮), তারপরে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮ সালে) নিউজ পেপার (ইনসাইটমেন্ট টু ওফেন্স) অ্যাক্ট (১৯০৮), ভারতীয় দণ্ডবিধি (ধারা ১২৪ক এবং ১৫৩ক) সংবাদপত্র (জরুরী ক্ষমতা) আইন (১৯৩১) রাষ্ট্র (রক্ষা) আইন ১৯৩৪ ইত্যাদি বহু আইন কানুন বিধিনিষেধ তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তবে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদের আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছিল ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত সমাজ এই আইনের বিরুদ্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। মাত্র পাঁচ বছর আগে ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শিক্ষিত সদস্য মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে আওয়াজ তোলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন এই আইনের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায় করতে দোরে দোরে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছেন। একজন ব্রাহ্ম সমাজের ব্যক্তি পরিস্কার করে সুরেন্দ্রনাথকে বলে দিয়েছিলেন যে '' Mr. Lethbridge, the Press Commissioner, has seen me on the subject. We had a long talk. I have a responsible position to mitain; I canno join you.'' Another leading man, who I saw, said to me, '' I wish you all succeess; but we cannot help you'' Such was the cold reception that we met with amongst those upon whose help and cooperation in this matter we felt we had a right to count.'' কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রিস্টান বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছে। তিনি হলেন ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেভারেন্ড ডক্টর কে.এস. ম্যাক ডোনাল্ড। রেভারেন্ড ডক্টর কে.এস. ম্যাকডোনাল্ড ভারতে এসেছিলেন ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড থেকে। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুই খ্রিষ্টান বন্ধু খ্রিষ্টান জগতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং বাংলায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে তাঁদের খুবই খ্যাতির ছিল। ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করা হবে কলকাতা টাউন হলে। ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল রাশিয়ার সঙ্গে। মিস্টার ডিসরেলি তখন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছয় হাজার সেনা ট্রুপ মালটায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সেই সময়ে আনন্দমোহন বোস এবং তাঁর আইনজীবী বন্ধুরা সভা আপাতত স্থগিত করা উপদেশ দিতে থাকেন। আনন্দমোহন বোস দেরি না করে সভা করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাসভবনে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল সভা কোনও রকমভাবে স্থগিত রাখা চলবে না। সভা স্থগিত রাখতে গেলে জনগণের কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে। তার ফলে সভা করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে তা বজায় থাকবে। সেখানে বক্তবা রাখতে রাজি হলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড কে এস ম্যাকডোনাল্ড। সভা খুবই সাফল্য লাভ করেছিল।

ইতিহাস মতামত তৈরি করে না, অন্য কেউ

বিশেষ প্রতিবেদক

পূর্ব প্রকাশের পর

আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে তৈরি করতে হল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (পরবর্তীকালে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ)। এখন থেকেই ব্রাহ্মদের মধ্যে অবাঙালি ও অভারতীয়দের বিবাহ করার রীতি ও উত্তরাধিকার বিষয়ে চিন্তা শুরু হয়। কেশবচন্দ্র সেনের গুরুত্ব এখানে অনস্বীকার্য, সেজন্যই তিনি নীরদচন্দ্রের ছ-জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির চতুর্থ-স্থানাধিকারী। অথচ, কে-জানত এখানেও ঘটতে চলেছে বিচ্ছেদ। গুরুচরণ মহলানবিশ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে তৈরি করলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, যার প্রথম কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন তিনিই। ২৫ বছর পরে ১৯০২ সালে যখন গুরুচরণের পুত্র ও প্রশান্তচন্দ্রের জ্যাঠা সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বিয়ে করলেন কেশবচন্দ্রের কন্যা মণিকাদেবীকে, তখন পুনর্বার নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলে রাখা জরুরি যে, প্রশান্তচন্দ্রের মা ছিলেন নীরদ বাসিনী দেবী, স্যার নীলরতন সরকারের বোন। স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গেই অংশীদারত্বে প্রশান্তচন্দ্রের বাবা প্রবোধচন্দ্র খাড়া করেছিলেন কার ও মহলানবিশ কোম্পানি। ১৯২৪ সালে এই কোম্পানির দৌলতেই প্রথমবার একদিনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ২৮টি গান ও কবিতা রেকর্ড করা হয়েছিল।

অর্থাৎ গুরুচরণের প্রতিষ্ঠিত এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসাবেই প্রশান্তচন্দ্র চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। অবশ্য উদ্যোগটা ছিল প্রথমত সুকুমার রায়ের। আর প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন তাঁর তাতাদাদার (সুকুমার রায়ের ডাকনাম) ডানহাত। ১৯১২ ও ১৯১৩ সালে যথাক্রমে সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র বিলাতে পড়তে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখান থেকে বিশ্বমানবতার বোধে দীক্ষিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক-বছর পরেই ১৮৭৯ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ছাত্র সমাজ'। এর সদস্য হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছিল তিনটি শর্ত; এক, ধূমপান চলবে না; দুই, মদ্যপান চলবে না; ও তিন, থিয়েটার দেখা যাবে না। সুকুমার ও প্রশান্তচন্দ্র চেয়েছিলেন এটাকে নতুন-করে-সাজাতে। এই তিন নেতিবাচক শর্তকে তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। সমাজের 'সর্বপাপমোহমুক্ত' অনড় দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কেননা পিতামহের উত্তরাধিকারেই তো তিনি পেয়েছিলেন অচলায়তনকে নাড়া দেওয়ার প্রেরণা। ১৯১৭ সালে তাঁরা এ-কারণে সভার আয়োজনও করেছিলেন। সুতরাং, গুরুচরণের পরে আবার স্বাভাবিকভাবেই বেধেছিল প্রাচীন বনাম নব্য সংঘাত। ১৯১০ সাল থেকে প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে হিরো। প্রশান্তচন্দ্রের কিশোর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এসে পড়েছিল। সে-সব সভায় তাই রবীন্দ্রনাথও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদে 'নাইট' ত্যাগের চিঠি যখন লেখা হচ্ছে প্রশান্তচন্দ্র স্বচক্ষে তা দেখছেন, পোস্টও করছেন।

আর এইখানেই আরও একটা ঘটনা জড়িয়ে পড়ে, তা হল নির্মলকুমারী মৈত্রের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রেমের সম্পর্ক। ছাত্রসমাজকে যখন গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে গোষ্ঠীমুক্ত করার প্রয়াস চলছে তখন সমাজের আরও একটা দিক নিয়ে প্রশান্তচন্দ্রের ছিল আপত্তি; তা হল সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে বিবাহ নীতি তৈরির প্রয়াস করা হয়েছিল। তিনি নিজে সিমলা গিয়ে এই আপিল করেছিলেন। স্যার মেইনি বিলের একটি খসড়াও প্রস্তুত করেছিলেন। ১৮৭১ সালে স্যার স্টিফেন সেখানে কিছু সংশোধন করেছিলেন। তারপরেও আদি ব্রাহ্মসমাজের কিছু আপত্তি সেখানে ছিল। তাঁরা এর বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল; এক, এই বিল ধর্মকে অগ্রাহ্য করছে; দুই, সামাজিক রীতির ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োজনই নেই; ও তিন, হিন্দুত্ব থেকে ব্রাহ্মকে আলাদা করে দেবে এই বিল যা হিন্দু ধর্মের সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। সব মিলিয়ে ১৮৭২ সালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ৩ পাশ হয়। এতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খুশি হয়নি। এইখানেই (ততদিনে ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ সুসম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে) প্রশান্তচন্দ্রের আপত্তিটাকে মিলিয়ে দেখতে হবে। তাঁর আপত্তি; এক, এই আইনে ব্রাহ্মকে 'হিন্দু নই' বলতে হবে কেন; দুই, ব্রাহ্মমতে বিয়েই যখন আইনসিদ্ধ তখন তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে কেন? প্রশান্তচন্দ্র তাই রেজিস্ট্রি না-করেই বিয়ে করার পক্ষে ছিলেন। পরে তিনি 'ব্রাহ্মবিবাহবিধি' লিখেছিলেন।

কিন্তু নির্মলকুমারীর বাবা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পক্ষে প্রশান্তচন্দ্রদের এইসব উদ্যোগ মেনে নেওয়া ছিল কঠিন। তাঁর প্রাচীন-ব্রাহ্মত্ব ছিল মূল বাধা। কিন্তু এক, রবীন্দ্রনাথ তো ততদিনে ঘোষণা করেছেন যে, 'আমি ব্রাহ্ম হইলেও যেমন আমি বাঙ্গালি একথা সত্য, তেমনি আমি ব্রাহ্ম হইয়াও আমি হিন্দু এ কথা সমান সত্য।' দুই, সম্ভবত বিয়ের রেজিস্টারির বিপক্ষেই রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়েছিলেন যেমনটা রাজনারায়ণ বসু ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন। তিন, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা ও জীবনদেবতার ধারণাও প্রশান্তচন্দ্রদের পক্ষে গিয়েছিল। চার, রবীন্দ্রনাথ নাটক বিষয়ে খোলামেলা ছিলেন। অর্থাৎ, প্রশান্তচন্দ্রদের যা-যা দরকার ছিল সবটাই জুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে না-চেয়ে আর উপায় কী? পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালেই বিশ্বভারতীর যুগ্ম সম্পাদক করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্রকে। ইত্যবসরে, ১৯১৯-২০ সালে নির্মলকুমারী গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলেন। তখন একরাত্রে 'লিপিকা' কপি করে এনে প্রশান্তচন্দ্র দারোয়ানের পরোয়া না-করে সটান হেরম্বচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করে নির্মলকুমারীকে সেটা পাঠ করে শোনাতে শুরু করেছিলেন। এ-সব দেখে পরে হেরম্বচন্দ্র বিয়ের পক্ষে মত দিলেও, সস্ত্রীক নিজে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাননি। দিনেন্দ্রনাথ, সুপ্রভা দেবী ও সাহানা দেবীর উপস্থিতিতে ১৯২৩ সালে সেই বিয়ে হয়েছিল। রাত্রি দশটার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অডিটোরিয়াম থেকে 'বসন্ত' উপস্থাপন শেষ করে সদলে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়েছিলেন বিয়েতে ও পাণ্ডুলিপিটি উপহার দিয়েছিলেন। সুকুমার রায় ততদিনে গুরুতর অসুস্থ। ১৯২৩-এ ঘটবে তাঁর মৃত্যু। ফলে ইতিহাস ক্রমশ তৈরি হতে থাকে। থেমে থাকে না

সম্পাদকীয় সমীপেষু

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বিশেষ প্রতিবেদন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মশাই অঙ্কের প্রশ্নপত্র তৈরি করে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ি।গৌরীবাবু সটান তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, স্যার, অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি, যদি একটু দেখে দেন। ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে একটু গম্ভীর হলেন। তারপর মুখে 'হুম' শব্দ করে বললেন, গৌরীবাবু আপনার হাতে ঘন্টা আড়াই সময় আছে? গৌরীবাবু ব্যাপারখানা কিছু না বুঝে বললেন, আজ্ঞে তা আছে, কেন স্যার? ভাইস চ্যান্সেলর গৌরী বাবুকে কাগজ কলম দিয়ে বললেন, আমি স্নানটা সেরে আসি বুঝলেন, আপনি ততক্ষণে যে প্রশ্নপত্রটি তৈরি করেছেন তার অঙ্কগুলো বরং কষে ফেলুন।

স্যারের আদেশ, কি আর করেন, গৌরীবাবু ঠোঁট কামড়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বসলেন অঙ্ক কষতে। ঠিক আড়াই ঘন্টা বাদে তাঁর সামনে এলেন ভাইস চ্যান্সেলর। তখন পরীক্ষা হত আড়াই ঘন্টার । ভাইস চ্যান্সেলর তাঁকে বললেন, আড়াই ঘন্টা কিন্তু ওভার গৌরীবাবু। আপনার প্রশ্নপত্রের সব অঙ্ক কষে ফেলেছেন তো? গৌরীবাবু আর এক প্রস্থ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, না স্যার, দু'তিনটে এখনও বাকি আছে। এবার ভাইস চ্যান্সেলর হেসে ফেললেন, তাহলেই বুঝুন, নিজের তৈরি প্রশ্নপত্রে আপনার মতো পণ্ডিত মানুষের যদি আড়াই ঘন্টা পার হয়ে যায়, ছাত্রছাত্রীরা পারবে কেমন করে ? যান, বাড়ি গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তাদের কথা মাথায় রেখে নতুন করে একখানা প্রশ্নপত্র তৈরি করুন।

সেই ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ১৯০৪ অব্দি সেখানে স্নাতকোত্তর পড়ানো হত না। তখন এম এ পড়ানো হত কলেজে কলেজে । তিনিই এসে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানোর রীতি চালু করলেন। অবশ্য এর জন্য তাঁকে কম বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয়নি, কিন্তু অসাধারণ বাগ্মী এই মানুষটির যুক্তিজালের কাছে কোন বিরোধীতাই ধোপে টিকল না। স্বয়ং ভাইসরয় তাঁকে সমর্থন করলেন। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানোর আর কোন বাধাই রইল না। তাঁর ডাকে পড়ানোর জন্য দেশের নানান প্রান্ত, নানান কলেজ থেকে পণ্ডিতেরা ছুটে এলেন এখানে। তৈরি হল সিলেবাস। তাঁর অনুরোধে দীনেশচন্দ্র সেন লিখলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। বাংলা বিভাগের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পড়ানোর নতুন এই রীতি চালু হওয়ায়, ছাত্রছাত্রীরা গেল বেশ ঘাবড়ে, পড়ানো, পরীক্ষা পদ্ধতি , প্রশ্নপত্র কেমন হবে এই সব নিয়ে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছাত্রদরদী মানুষ। অধ্যাপকদের বলে দিলেন যে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অধ্যাপকদের বিদ্যে জাহির করার জায়গা নয়, প্রশ্নপত্র যেন মাঝারি মানের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে করা হয়। আর সমস্ত প্রশ্নপত্রই আগে স্ক্রুটিনি করবেন তিনি, তারপর তা ছাপা হবে। আর সেই সূত্রেই প্রশ্ন পত্র বদল করতে বাধ্য হয়েছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে।

ছাত্রছাত্রীদের অসম্ভব ভালবাসতেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তাদের কথা ভাবতেন, তাই তো তিনি তাদের কাছে অশেষ শ্রদ্ধা আর ভালবাসার মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন গৌরবের চূড়ায়খ বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে জন্মদিবসে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

দীঘায় নতুন জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি হচ্ছে জগন্নাথ ঘাটের পুরনো জগন্নাথ মন্দির

দুরন্ত বার্তা, দীঘা, ৫ জুলাই ঃ দীঘায় জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি হচ্ছে জগন্নাথ ঘাটের পুরনো জগন্নাথ মন্দির। এবার রথযাত্রায় গড়াতে চলেছে রথ। নতুন রথের কাজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবার প্রথমবারের জন্য নতুন রথে করেই রথযাত্রা উৎসব পালিত হবে দীঘা সমুদ্র সৈকতে। নতুন জগন্নাথ মন্দির থেকে পুরনো জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত রথযাত্রার উৎসব পালিত হবে। ইতিমধ্যেই রাস্তা সম্প্রসারণ এর কাজও যেমন হয়েছে অন্যদিকে এই রথ যাত্রার পথে পথে অবৈধ দোকান ও অবৈধ পার্কিং ইতিমধ্যেই সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি বড় রথ নির্মাণ হচ্ছে দিঘায়। রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে এই জগন্নাথ ধাম। জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে জল্পনা। কয়েকদিন পর রথযাত্রা উৎসব দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের মত দিঘা তৈরি হচ্ছে একটি জগন্নাথ ধাম। মন্দির নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। মন্দির নির্মাণ কাজ চলার পাশাপাশি দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরে শুরু হয়েছে রথ নির্মাণের কাজ। ৭ জুলাই রথযাত্রা। রথযাত্রার আগে দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের রথ নির্মাণ শুরু হয়ে যাওয়ায় মন্দির উদ্বোধন নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ফলে রবিবার রথযাত্রা হলেও জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের কোনও সম্ভাবনা নেই। সমুদ্র ও জগন্নাথ দেবের দর্শনের জন্য প্রতিবছর বহু সংখ্যক বাঙালি পর্যটক পুরী যান। বাঙালি পর্যটকরা দিঘা এসে সমুদ্রের পাশাপাশি জগন্নাথ দেবের দর্শন পান তাই পর্যটকরা পুরীর আদলে দিঘায় একটি জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের কাজ শুরু হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দিঘার জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষের পথে। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি একটি বড় রথ নির্মাণ করা হচ্ছে। দিঘা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় তৈরি হচ্ছে এই জগন্নাথ ধাম। জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে জল্পনা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এখনই জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন হচ্ছে না। কারণ জগন্নাথ মন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। দিঘা সৈকত সুন্দরীর মাথায় আগামীদিনে জগন্নাথ ধাম নতুন মুকুট। দিঘা রেল স্টেশনের পাশেই ভগিরত্নপুর মৌজায় ২৫ একর জমির ওপর চলছে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ কাজ। ২০১৮ সালে ২০০ কোটির এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজের সূচনা হয়েছিল ২০২২ সালের অক্ষয়তৃতীয়ার দিন থেকে। এখন প্রায় শেষের পথে বলা চলে। সম্প্রতি মন্দির নির্মাণ- সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নে যাবতীয় কাজ পরিদর্শন করেন নির্মাণকারী সংস্থা হিডকো'র ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের প্রশাসক তথা কাঁথির মহকুমাশাসক শৌভিক ভট্টাচার্য প্রমুখ। দীঘায় জগন্নাথ মন্দির থেকে পুরনো জগন্নাথ মন্দির পর্যন্ত নতুন রথেই হবে রথ যাত্রার উৎসব এমনটাই জানা যাচ্ছে। এবার রথযাত্রা দীঘায় হবে মহা ধুমধাম।

স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যর তৎপরতায় দ্রুত শুরু হল রাস্তা সংস্কারের কাজ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুলাই ঃ এলাকার অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা। ব্লক, হাসপাতাল, স্কুল থেকে শুরু করে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে যে রাস্তা দিয়ে প্রত্যহ যাতায়াত করে হাজার হাজার মানুষ। সেই রাস্তা চারিদিকে বড় বড় খানাখন্দে ভর্তি। আর এলাকায় নিকাশি না থাকার কারণে তিন দিনের বৃষ্টিতে রাস্তা কার্যত জলাশয়। যার ফলে ঘটছে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা। প্রসূতি সহ উল্টে গেছে টোটো। সেই সমস্যার কথা জানতে পারেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। সাথে সাথে স্থানীয় নেতৃত্বকে নিয়ে সেখানে যান তিনি। বর্তমানে অস্থায়ীভাবে শুরু হয়েছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। নিকাশি সমস্যা সমাধানেও আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য। যদিও এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ প্রত্যেকটা রাস্তা তৈরি হওয়ার সময় তৃণমূল নেতারা কাটমানি নেওয়ার জন্য ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। যার জন্য এই হাল। পাল্টা বিজেপিকে বিঁধেছে তৃণমূল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বারদুয়ারি সদর এলাকায় দুর্গামন্ডপ সংলগ্ন রাস্তা। যে রাস্তা একাধিক জায়গায় ভেঙে গেছে। যার ফলে ছোট-বড় গর্ত। ওই এলাকায় তেমন ভাবে নিকাশির কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে তিনদিনের বৃষ্টিতে সেই সব গর্ত জলে পরিপূর্ণ। নিকাশির জন্য হচ্ছে না জল পাশ। সেখানেই এর মধ্যে ঘটে গেছে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা। জলে ভরা গর্ত বুঝতে না পেরে টোটোর চাকা পড়ে উল্টে গেছে টোটো। এমনকি এক প্রসূতিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই টোটোতে। এই রাস্তাটি এই এলাকার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। প্রায় ১৬ টি অঞ্চলের মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। ঢিলছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক দপ্তর। হাসপাতাল বা স্কুল যেতে গেল সেই রাস্তা দিয়েই যেতে হয়। প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে এলাকার নেতারা ওই রাস্তা দিয়ে যান প্রত্যহ। তারপরও কেন তাদের নজরে পড়েনি এই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন? যদিও স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান সমস্যার খবর জানতে পেরে তৎক্ষণাত সেখানে যান। তার সঙ্গে

ছিলেন যুব নেতা মনিরুল ইসলাম স্থানীয় প্রধান থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতৃত্বরা। রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের। পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে কথা বলে শুক্রবার থেকে তড়িঘড়ি রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। যার জন্য বুলবুল খানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি ওই এলাকায় দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা পরিষদ সদস্য। যদিও বিজেপির অভিযোগ প্রত্যেকটি রাস্তা তৈরিতে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে।যার জন্য কোন রাস্তা টিকছে না। যদিও তৃণমূলের দাবি তারা মানুষের জন্য কাজ করে বলেই এত দ্রুত কাজ শুরু হলো। বিজেপি মানুষের পাশে না থেকে শুধু রাজনীতি করছে। এক স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ চোবে বলেন, রাস্তার জন্য খুব সমস্যা পড়েছিলাম। প্রত্যেককেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। আজ দেখছি সংস্কারের কাজ হচ্ছে। এটা খুব প্রয়োজন ছিল। জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের বক্তব্য, মূলত ওই এলাকায় নিকাশী না থাকায় সমস্যা বেশি হচ্ছে। আমি সমস্যার কথা জানতে পেরে গিয়ে দেখে আসি। আপাতত দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। নিকাশির জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছি। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়ার অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা রাস্তার কাজের সময় কাটমানি নিচ্ছে। যার জন্য ভালো মানের কাজ হচ্ছে না। পরে রাস্তা ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর এখন এসব নাটক করছে।

ডাকাতির ছক, পুলিশি অভিযানে গ্রেপ্তার ৫

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ পরিত্যক্ত বিল্ডিং-এ বসে ডাকাতির ছক! গভীর রাতে হানা দিয়ে সেই ছক ভেস্তে দিল পুলিশ। ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ, চারটি খুকরি এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বেশ কিছু সরঞ্জামও বাজেয়াপ্ত করে প্রধাননগর পুলিশ। আজ, শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে দাগাপুর এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বিল্ডিং-এ বেশ কিছু দুষ্কৃতি জমায়েত হয়। সূত্র মারফত সেই খবর পেতেই অভিযানে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। রাতের অন্ধকারেই হানা দিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। যদিও সেসময়ই আরও কয়েকজন দুষ্কৃতি পুলিশি উপস্থিতি টের পেতেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ডাকাতির ছক ছিল ধৃতদের। সেক্ষেত্রে এই ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজ শুরু হয়েছে।

জমি মাফিয়া গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ একের পর এক জমি মাফিয়া গ্রেপ্তার। জমি কেলেঙ্কারিতে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভার তৃণমূল নেতা কে বর্তমানে সেই নেতা পুলিশ রিমাইন্ডে রয়েছে অন্যদিকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি গজলডোবা মিলনপল্লী এলাকায় সরকারি জমির দখল করে ধাবা চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় উত্তম রায় নামে এক ব্যক্তি। জানা যায় ওই এলাকার বিজেপি নেতা বলে পরিচিত। শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়।

দুটি তাজা কর্তুজ এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ দুটি তাজা কর্তুজ এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেল নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পার্টির পুলিশ। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তরা শহরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছিল। কিন্তু তার আগেই দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ নারায়ণ মন্ডল এবং সনৎ বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বাড়ি ফুলবাড়ীর কামরাঙ্গাগুড়ি এবং পশ্চিম ধনতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর একটি স্কুটিতে করে এই দুইজন ওই আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ হাত বদল করতেই এনজেপি সংলগ্ন কাশ্মীর কলোনি এলাকায় এসেছিল। ধৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে এমনটাই জানিয়েছে। তবে পুলিশের সন্দেহ এরা কোন অপরাধমূলক কাজকর্ম করতেই ওই এলাকায় এসেছিল। ধৃত দুজনকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। অভিযুক্তরা এই আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল তার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানা। পাশাপাশি ধৃতদের বক্তব্য অনুযায়ী তারা এই আগ্নেয়াস্ত্র কাকে বিক্রির উদ্দেশ্যে এসেছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মৌমাছির চাক পোড়াতে গিয়ে আগুনে ভস্মীভূত প্লাস্টিক গোডাউন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ মৌমাছির চাকে আগুন লাগিয়ে মৌমাছি তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই আগুনেই ভস্মীভূত হল এক বিজেপি নেতার বাড়ির ছাদে তৈরি করা প্লাস্টিকের আসবাবপত্রের গোডাউন। শুক্রবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শিলিগুড়ির মাঝাবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিমল রায়ের তিন তলা বাড়ির ছাদে থাকা

গোডাউনে এদিন আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ছাদে একটি মৌমাছির চাক তৈরি হয়েছিল। বাড়ির লোকেরা সেদিন তাতেই আগুন লাগাতে যায়। এরপরই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে গোডাউনে প্লাস্টিকের সামগ্রী থাকায় মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরপর প্রায় আধঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এদিকে দলীয় কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কীভাবে আগুন লাগল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে যথেষ্টই ক্ষতি হয়েছে।' যদিও বাড়ির ছাদে ওই ধরনের গোডাউন কীভাবে তৈরি হল, তা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে।

বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যে হাবরা পৌরসভা ভারতের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, 2016 অনুযায়ী হাবরা পৌরসভা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত উপ-আইন তৈরি করেছে। উপ-আইন ULB - এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (https://www.habramunicipality.com) মেমো নাম্বার - HM/0888/PH/24 এর ভিত্তিতে পাওয়া যাবে। সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যস্তবায়নের জন্য সকল নাগরিককে 06/07/2024 থেকে কার্যকর উপ-আইনের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাক্ষর চেয়ারম্যান,
হাবরা পৌরসভা

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri

for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSM-JAL/T-47/2024-25_2nd Call
Dated- 04/07/2024
For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

Hat-Ashuria Gram Panchayet
Hat-Ashuria, Barjora, Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-NIT No-06/2024-2025, Memo No-379/Hagp, Dated: 01.07.2024

Pradhan, Hat-ashuria, Bankura invites e-Tender of different schemes which are available www.wbetenders.gov.in website and at the notice board of Hat-Ashuria Gram Panchayet, Bid Submission closing Date & Time- 11.07.2024 at 18:55 hrs.

Sd/- Pradhan
Hat-Ashuria G.P.

Office of the
Chandi Gram Panchayat
Amtala-South 24 Pgs.

Notice Inviting e-Tender-E-NIT No 02, 03, 04, 05, 06, 07/2024 dated 8/7/24, ICDS repair-02, New road-02, Office decoration-01, drain-01 are invited by Prodhan, Chandi GP. Last date of dropping e-Tender on 15/7/2024 up to 4:30 pm. Other details will be available in the website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Chandi Gram Panchayat
Amtala, South 24 Pgs.

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৮ অব ২০২৪, তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বারসোই জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা জল বের করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১৯,৪৯,০৬১.৮০ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৩৯,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নংঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/মালদা টাউন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা জল বের করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৯,৯৪,৯২৩.২০ টাকা, **বিড সিকিউরিটিঃ** ১৯,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নংঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনি. ডিইএন/I/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাস সময়ের জন্য ওয়াটার সাপ্লাই ফিল্টার প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২৪,১৭,৫১৫.০৫ টাকা, **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,১২,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নংঃ ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ১৮ মাস সময়ের জন্য তিনধরিয়া ওয়ার্ক শপ, এডিএমই-এর কার্যালয়, রেলওয়ে চিকিৎসালয়, মহানদী স্টেশন, রংটন স্টেশন ও তিনধরিয়ার রেলওয়ে কলোনিতে মোটর ট্রাকের দ্বারা পানীয়/পানযোগ্য জলের সরবরাহ সহ উৎস (পাগলিঝড়া) থেকে তিনধরিয়া ইত্যাদি পর্যন্ত মেন পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৯,০২,২১৮.৫৪ টাকা, **বিড সিকিউরিটিঃ** ১,১৮,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT,
DIST:- PURBABURDWAN

For Details of floated e-tender against the Development work under **E-NIT 01D.M/ENGG/2024-25 Date-04/07/2024, E-NIT 02 D.M/ENGG/2024-25 Date-04/07/2024, E-NIT 03 D.M/ENGG/2024-25 Date-04/07/2024, E-NIT 04 D.M/ENGG/2024-25 Date-04/07/2024, E-NIT 53 D.M/ENGG(2nd call)Date-04/07/2024,E-NIT 54 D.M/ENGG (2nd call) Date-04/07/2024.** For Details Visit : **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in** Office ph no **7478003845**

Sd/- Chairman,
Dainhat Municipality

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-04/2024-25

(2nos works) The Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application 09/07/2024 & Time up to 12.00 PM. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site http://www.wbiwd.gov.in

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

টেন্ডার

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide NIT No.-03/Sub/II of 2024-25 for 02(Two) Nos work from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application-15.07.2024. Last date of receiving tender paper-18.07.2024.

Sd/- A. De
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

NIT No.- WB/HOW/BAG2/ NIET-3/ 24-25, DT- 03.07.2024

An e-tender notice for twelve (12) nos. work from XV Finance commission fund under Hallyan Gram Panchayat area, has been published as per NIET referred above. Details are available in http://wbtenders.gov.in. Bid submission start Date :05.07.2024 at 6.30 PM. Bid submission closing Date: 22.07.2024 at 1.00 PM.

Sd/- Pradhan
Hallyan Gram Panchyat
Basudevpur, Bagnan, Howrah

Office of the
HEERAPUR GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O.-Dakshin Hirapur, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender

Notice inviting e-tender for works, List of Tender Notice:-1.E-Nit No 01 to 06/15 th CFC/2024-25 AND 08 to 12 dated 05.07.2024. Bid submission Date: from 6.30PM on 05.07.2024 to 11 A.M. on 13.07.2024. Date of opening of Technical Bid:- at 11.45 A.M. on 15.07.2024. Details are available in the office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Hirapur Gram Panchayat
ULUBERIA-I, HOWRAH

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia, Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING TENDER

Amgachia Gram Panchayat has invited 3 nos. N.I.eT.s on 05.07.2024 vide N.I.eT No. 596/AGP/TN/2024 (Sl. 1 & 2) & 597/AGP/TN/2024 are scheduled to be opened on 19.07.2024 and last date of submission is on or before 16.07.2024 (specified time as per PORTAL). For more details visit:- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

মার্দা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
CIN: L65929WB1990PLC048280
রেজি. অফিস ঃ ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তলা, রুম নং ৭
থানা- হেয়ার স্ট্রিট কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৬৯
কর্পোরেশন অফিসঃ ৮১, কার্যকরী শিল্প এস্টেট, পাটপারগঞ্জ, দিল্লি - ১১০০৯২, ভারত
ই-মেইলঃ info@mchl.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.mchl.co.in যোগাযোগঃ ০১১-৪৩০৪১৪০০

৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ২৯.০৭.২০২৪ সকাল ১১.০০ টায় ১১, ক্রুকড লেন, প্রথম তলা, রুম নং ৭ আর.এস- হেয়ারে স্ট্রীট কলকাতা অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ব্যবসাগুলি লেনদেনের জন্য।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর ধারা ১০৮ এর বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০-এর সাথে পঠিত, ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের সংশোধিত (বিধি) এবং প্রবিধান ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস), কোম্পানি সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে সক্ষম করার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করছে। তদনুসারে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া ব্যবসায়ের আইটেমগুলি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা যেতে পারে।

SEBI সার্কুলার অনুসারে, সদস্যদের জানানো হয় যে কোম্পানি ৩১.০৩-এ শেষ হওয়া আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং অডিটর এবং বোর্ডের রিপোর্টগুলি সম্বলিত 'এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিস' প্রেরণ সম্পন্ন করেছে। ২০২৪, ৫.০৭.২০২৪ তারিখে অনুমোদিত মোডের মাধ্যমে।

সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যেঃ

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৬.০৭.২০২৪ সকাল ৯.০০ এ শুরু হবে এবং বিকাল ৫.০০ এ শেষ হবে। ২৮.০৭.২০২৪ তারিখে এবং এর পরেও এটি NSDL দ্বারা নিষ্ক্রিয় হবে।

খ) একজন ব্যক্তি, যার নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২.০৭.২০২৪ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্যদের রেজিস্টারে বা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে, শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন সেইসাথে পোল পেপারের মাধ্যমে এজিএমে ভোটদান। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত। উল্লিখিত তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটের অধিকার গণনা করা হবে।

গ) একজন অ-ব্যক্তি শেয়ারহোল্ডার বা শেয়ারহোল্ডার যিনি ফিজিক্যাল মোডে সিকিউরিটিজ ধারণ করেন, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির সদস্য হন কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী শেয়ার, একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে (নাম, ফোলিও নং / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি, ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে এবং শেয়ারহোল্ডিং সহ।) যাইহোক, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL / CDSL-এর সাথে নিবন্ধিত হন, তাহলে তিনি তার ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মোডে সিকিউরিটিজ ধারণকারী স্বতন্ত্র শেয়ারহোল্ডার এবং যারা কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত লগইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারেন। সদস্যরা ই-ভোটিং সুবিধার জন্য এনএসডিএল বা সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে থাকা ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের বিদ্যমান লগইন শংসাপত্রগুলি ব্যবহার করে লগইন করতে পারেন।

ঘ) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটি এজিএম-এও উপলব্ধ করা হবে এবং এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যরা যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ পোল পেপারের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। একজন সদস্য দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাকে আবার ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

ঙ) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২৩.০৭.২০২৪ থেকে ২৯.০৭.২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত)

চ) সিএস বিপিন শুক্লা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, (এম. নং. F6798, COP: 18011 একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য একজন স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে কাজ করবে এবং

ছ) বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.info@mchl.co.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। www.cse-india.com এর একটি অনুলিপি NSDL-এর ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যদের মাধ্যমে যেতে অনুরোধ করা হয় এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী। ইলেকট্রনিক ভোটিং এর সাথে যুক্ত কোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা NSDL এবং RTA-এর সাথে উপরে উল্লেখিত ইমেল আইডিগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন। এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত রেজুলেশনের উপর ভোটের ফলাফল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টের সাথে ঘোষিত ফলাফলগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.info@mchl.co.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে সভার চেয়ারম্যান বা অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারা ফলাফল ঘোষণার পরপরই স্থাপন করা হবে তাকে এবং ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জেও জানানো হবে এবং নিবন্ধিত অফিস এবং কর্পোরেট অফিসের ঠিকানাগুলিতে প্রদর্শিত হবে

মার্দা কমার্শিয়াল অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের জন্য
স্বা / - দৌলত রাম আগরওয়াল
পরিচালক
DIN: 00586956

তারিখঃ ০৫.০৭.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI, KMC invites tender online two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/125/01/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of Bustee street lighting system at Sabuj Park, Pane Ara, Anandanagar Bustee areas in Ward No.-125.** Estimated amount: ₹ **1,49,947.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/142/01/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of Bustee street lighting system at Rong Para, Mal Para, Pakhi Para etc. Bustee areas in Ward No.-142.** Estimated amount: ₹ **1,49,973.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/144/02/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of Bustee street lighting system at Are Pota, Kayal Para, Mistiry Para Bustee areas in Ward No.-144.** Estimated amount: ₹ **1,49,931.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.** Technical bid open date: **18.07.2024 (2 pm) (For Sl. No. 1 to 3).** Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/2/24-25
Name of the work: **Improvement of street lighting system by LED fittings at Nabarun Co-operative Road, Purba Para Housing Road and other different areas in Ward No.-124.** Estimated amount: ₹ **2,94,059.00.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/143/4/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Fakir Danga, Bhuiyan Para slum areas in Ward No.-143.** Estimated amount: ₹ **1,49,346.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **11 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(E)/Z-VI/124/4/24-25
Name of the work: **Repairing and renovation work of street lighting system at Senpara Road, Adhikary Para Road slum areas in Ward No.-124.** Estimated amount: ₹ **1,49,572.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **11 days.** Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 - 12 noon (For Sl. No. 4 to 6).** Date tender opening for technical purpose: **18.07.2024 - 12 noon (For Sl. No. 4 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 (6 pm) (For Sl. No. 4 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : LTG/31/44/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Repairing & replacement of Bustee lighting system at Giribabu Lane Bustee and other Bustee areas in Ward No.-44.** Estimated amount: ₹ **1,49,620.00.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : LTG/33/42/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No.-42.** Estimated amount: ₹ **4,99,717.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : LTG/45/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Repairing & replacement work of lighting system at Princep Ghat & surrounding areas under BR-V.** Estimated amount: ₹ **1,99,477.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **13.07.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 at 6 pm (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : LTG/14/60/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Repairing of lighting arrangement at various places in Ward No.-60.** Estimated amount: ₹ **3,45,508.07.** Earnest money: ₹ **7,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : LTG/22/52/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at various places in Ward No.-52.** Estimated amount: ₹ **1,98,670.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(6) NIT No. : LTG/19/55/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Repairing and replacement of Bustee lighting system at different areas in Ward No.-55.** Estimated amount: ₹ **1,49,556.76.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : LTG/01/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Renovation of damaged street light equipments due to Cyclone 'Remal' under BR-VI.** Estimated amount: ₹ **4,37,114.87.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(8) NIT No. : LTG/23/52/VI/Z-II/24-25
Name of the work: **Miscellaneous urgent repairing of lighting system arrangement at different areas in Ward No.-52.** Estimated amount: ₹ **1,98,974.04.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 up to 1 pm (For Sl. No. 4 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 (1 pm) (For Sl. No. 4 to 8).**

(9) NIT No. : KMC/LTG/21/COM/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Restoration of damaged street lighting system due to Cyclone "Remal" at different Wards under BR-IV, KMC.** Estimated amount: ₹ **2,56,396.00.** Earnest money: ₹ **5,500.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid (online): **17.07.2024 up to 2 pm.** The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 (2 pm).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Director General (Electrical), KMC invites tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/15/24-25
Name of the work: **Installation of 250W warm white LED street lighting fittings replacing defunct fittings at Link Road opposite Patuli P.S. and adjacent Roads in Ward No.-101.** Estimated amount: ₹ **4,64,034.40.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/29/24-25
Name of the work: **Repairing and modification of electrical distribution system with necessary accessories at Garfa Borough-XII Office.** Estimated amount: ₹ **1,21,165.26.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **20.07.2024 up to 3 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 from 2 pm (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online percentage rate two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/50/24-25
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangement at Dinesh Nagar, Niranjanpally, Vagar etc. slum area in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,49,175.01.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/51/24-25
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangement at Fuchka Patty, Dineshpally Khalpar, Battala etc. slum area in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,49,290.15.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **16.07.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/49/24-25/PD
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting arrangement at Janata Colony, Khatal, Congresspally etc. slum area in Ward No.-112, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,48,775.02 as per Boq.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/48/24-25
Name of the work: **Operation and maintenance of street lighting system in Ward No.-96 under BR-X.** Estimated amount: ₹ **4,85,185.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/47/24-25
Name of the work: **Repairing of Bustee lighting system at Anandapally, Bijaygarh and other areas in Ward No.-96 under BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,48,552.82.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of completion of bid: **16.07.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 3 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **08.07.2024 from 12 noon (For Sl. No. 3) and 05.07.2024 from 2 pm (For Sl. No. 4 & 5).**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/32/24-25/SP
Name of the work: **Repairing and others works of street lighting system at Briji, Mondal Para etc. slum areas in Ward No.-110, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,49,555.79 as per Boq.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/31/24-25/SP
Name of the work: **Repairing and others works of street lighting system at Taltala, Sarder Para etc. slum areas in Ward No.-103, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,49,620.39 as per Boq.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **15.07.2024 up to 12 noon (For Sl. No. 6 & 7).** The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 from 2 pm (For Sl. No. 6 & 7).**

(8) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/08/24-25
Name of the work: **Installation of street lighting system with LED fittings at Sahyambadal, Kalarait etc. surrounding no light areas in Ward No.-108, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **4,98,512.28.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **25 days.** Last date and time of completion of bid: **20.07.2024 up to 3 pm.** The bid forms and other details are available on and from **05.07.2024 from 2 pm.** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).** (183/24-25)

চাষবাস

প্রাণীর শরীরে পরজীবী হিসাবে নিজের ঘর বাঁধতে পারে কৃমি
মাটিতে বসবাসকারী এরা গাছের ক্ষতি করে না

ইংরাজি নাম নেমাটোড বা কৃমি পরজীবী প্রাণী। মাটিতেই বসবাস করে। তাছাড়া যে কোনও প্রাণীর শরীরে পরজীবী হিসাবে নিজের ঘর বাঁধতে পারে। মাটির জীবকুলের একটা বড় অংশ হল এই কৃমি জাতীয় প্রাণী। জীবজগতের সমস্ত বহুকোষী প্রাণীর প্রায় ৮০ শতাংশই প্রতিনিধিত্ব করে কৃমি। মাটিতে বসবাসকারী বেশিরভাগ কৃমি গাছের কোনও ক্ষতি করে না। মাটির স্বাস্থ্য সুস্থায়ী করতে ও গাছের খাদ্য ও পুষ্টি দিতে সাহায্য করে। কীটশত্রু দমনও করে। নেমাটোড বা কৃমি হল বহু কোষী দিয়ে তৈরি একটি পরজীবী প্রাণী। মানুষ, কীটপতঙ্গ পশু-পাখি যে কোনও প্রাণীর শরীরে পরজীবী হিসাবে বাসা বাঁধতে পারে এরা। সমুদ্রের গভীর থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত সর্বত্রই কৃমি পাওয়া যায়। এক কোদাল মাটিতে এক ১০ লাখের বেশি কৃমি থাকতে পারে! আমরা সচরাচর যে কৃমিগুলোর কথা শুনি তারা অধিকাংশই মাটিতে থাকে। এদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক (দুই থেকে পাঁচ শতাংশ) কৃষি ফসলের সমস্যা করে। প্রাণীপরজীবী কৃমিও কম থাকে না। মানুষের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল কৃমি (পেটের ভিতরে অন্ত্রে যে সব কৃমি থাকে) রোগ আসলে মাটি বাহিত। মানুষের রক্তে, চামড়ায়, কোষকলায় কৃমি আক্রমণ করে।

উপকারী কৃমি- এদের খাদ্যাভ্যাস অনুসারে, মাটিতে বসবাসকারী কৃমিদের পাঁচটি ট্রফিক গ্রুপে ভাগ করা হয়। যেমন ব্যাক্টেরিয়াভোজী, ছত্রাকভোজী, উদ্ভিদভোজী (পরজীবী), সর্বভুক এবং পরভোজী (শিকারী)। এদের বৈচিত্র্য মূলত মাটির গঠন, মাটির আর্দ্রতা এবং খাদ্যের প্রাপ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মাটিতে বসবাসকারী মুক্তজীবী কৃমি (যেমন ব্যাকটেরিভোর, ছত্রাকভোজী, সর্বভুক এবং পরভোজী) উপকারী কৃমি হিসাবে পরিচিত। প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে মুক্ত-জীবী কৃমি, গাছের পরজীবীদের (উদ্ভিদভোজী) চেয়ে অনেক বেশি। এরা বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। মাটির পচন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কৃমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (ক) খাদ্য উপাদনের মূল প্রক্রিয়াগুলিকে চালিত করে (খ) জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, মাটির ভিতরে এবং বাইরে কার্বনের স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে এবং (গ) পচন, পুষ্টিচক্র এবং কীটপতঙ্গ এবং রোগজীবাণু নিয়ন্ত্রণের মতো প্রক্রিয়াগুলিকে প্রাভাবিত করে। মাটির স্বাস্থ্য নির্ভর করে মুক্ত-জীবী কৃমির সংখ্যার তারতম্যের উপর। তাছাড়া এরা উদ্ভিদ পরজীবী কৃমির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। কীটপতঙ্গের রোগ সৃষ্টিকারী কৃমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসলের পোকামাকড়ের ব্যবস্থাপনার জন্য খুব কার্যকারী জৈব-নিয়ন্ত্রক।

অপকারী কৃমি- কিছু কৃমি গাছের পরজীবী। সাধারণত এক ইঞ্চির ১০ ভাগের এক ভাগ (২ মিমি থেকে কম) লম্বা এবং অধিকাংশই খালি চোখে দেখা কঠিন। কিন্তু বছরে প্রায় ২১ ফসলের ক্ষতি করে। যা প্রায় ১.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান! গাছে আক্রমণকারী কৃমির মুখে একটি ধারালো সূচের মতো গঠন থাকে যাকে বলা হয় ‘ (বর্শা)। বর্শাটি খুব ছোট ইঞ্জেকশনের সূচের মতো কাজ করে এবং কোষের প্রাচীর ভেদ করে কোষীয় রস চুষে খায়। ফলে শিকড়ে অসংখ্য ক্ষত তৈরি হয়। কৃমিজনিত উদ্ভিদ রোগের উপরের লক্ষণগুলি শনাক্ত করা কঠিন, এবং প্রায়শই পুষ্টির ঘাটতির লক্ষণগুলির সাথে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সাধারণত, গাছপালা বৃদ্ধি পায় না, স্বাভাবিকের চেয়ে ফ্যাকাশে বা হলুদ হয় এবং দিনের রোদ তাপে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছগুলি প্রায়শই ছোট পাতা সহ বামন হয়। কখনও কখনও, সংক্রামিত গাছগুলি আর্দ্র, উর্বর মাটিতে বা শীতল আবহাওয়ায় স্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়, ফলে উপরের অংশগুলি স্বাস্থ্যকর বলে মনে হতে পারে। আসলে কৃমি গাছের সুষম পরজীবী। এরা গাছকে মারতে চায় না, গাছের উপর নির্ভরশীল পরজীবী। অনেক সময়, কৃমি আক্রান্ত গাছ মরতে দেখা যায়। তার কারণ হল, গাছ মাটি থেকে পর্যাপ্ত খাবার ও জল নিতে পারে না। তার সঙ্গে মাটিতে গাছের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জীবাণুগুলো ঢুকে পড়ে গাছের বিপত্তি ঘটায়। স্বাভাবিকভাবে জমিতে প্রায় সব রকম ফসলের জটিল রোগ তৈরি হয় যা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কৃমি আক্রান্ত গাছের সাধারণ লক্ষণ যেমন শিক। ফোলা, গাঁট যুক্ত শিক।। যা এক ধরনের কৃমি (মেলোইডোগাইনি), প্রায় সব ফসলের ক্ষতি করে। আক্রমণকারী আজুবা দশা, যা জুভেনাইল নামে পরিচিত, গাছে আক্রমণ করে, দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়ে একটি গাছে লক্ষাধিক সংখ্যায় পৌঁছায়। এই ক্ষুধার্ত মুখ পরবর্তী ফসলকে আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। তাই ফসল চাষের আগে মাটিতে কৃমির শনাক্তকরণ, কৃমির সংখ্যা এবং তুলনামূলকভাবে অপকারী (গাছের পরজীবী) কৃমির উপস্থিতি যাচাই করা খুব দরকার।

অত্যন্ত অপকারী কৃমি- বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি প্রচলিত রোগ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল যা মাটিবাহিত কৃমির সংক্রমণ হলে হয়। কৃমি রোগ আসলে ‘ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ। মানুষ ৩৪২ প্রজাতির কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এটি অনুমান করা হয় যে বিশ্বব্যাপী ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে ৪৫০ মিলিয়ন ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থ হয়। বেশিরভাগই শিশু। প্রায় ৪৪ মিলিয়ন গর্ভবতী মহিলা হুকওয়ার্ম দ্বারা সংক্রামিত। কৃমি আক্রমণের ফলে বছরে আনুমানিক ১২৫,০০০ মৃত্যু ঘটে। প্রধানত হুকওয়ার্ম, অ্যানসাইলোস্টোমা ডুওডেনেল এবং নেকেটর আমেরিকানস বা রাউন্ডওয়ার্ম, অ্যাসকারিস লুমব্রিকোয়েডস সংক্রমণের কারণে ঘটে। ম্যালেরিয়ার সংক্রমণে প্রতি বছর ৩০০-৫০০ মিলিয়ন মৃত্যু হয়। এই সংখ্যাটি জিআই রোগ (কৃমির কারণে) সংক্রমণের তুলনায় অনেক কম। কৃমির আক্রমণ হলে গুরুতর রোগ হতে পারে। যেমন গোদ সৃষ্টিকারী উচেরিযা ব্যানক্রফটি বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে আক্রমণ করে। বিশ্বব্যাপী ৪৪ টি দেশে ৮৮২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এই পরজীবী দ্বারা সংক্রামিত হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষ এই ধরণের কৃমির শিকার হয়। এটি বেশ বা।, ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়, মশার কামড়ে ছড়িয়ে পড়ে, লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের ক্ষতি করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোলাভাব বা গোদ সৃষ্টি করে যা ‘এলিফ্যান্টিয়াসিস’ নামে পরিচিত।

২৯ লাখ যাত্রী গ্রীন লাইন-২ থেকে নীল লাইনে যাতায়াত করেছে

কলকাতা, ৫ জুলাই ঃ ১৫.০৩.২০২৪ থেকে গ্রীন লাইন-২-এর নদীর তলদেশে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২৯ লক্ষ যাত্রী গ্রীন লাইন-২-এর বিভিন্ন স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে যাতায়াত করেছেন। এই চিত্রটি ইঙ্গিত করে যে এসপ্ল্যানেডে কলকাতা মেট্রোর এই দুটি করিডোরের ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্টটি ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির এলাকা থেকে আগত যাত্রীদেরকে শহরের কেন্দ্রস্থল সহ শহরের যেকোনো অংশে যাতায়াত করতে সক্ষম করেছে, অর্থাৎ এসপ্ল্যানেড সহজে এবং আরামে এই সুবিধা আগে এই যাত্রীদের জন্য অভাবনীয় ছিল. এর মধ্যে প্রায় ২৯ লাখ যাত্রীর মধ্যে প্রায় ১৩ লাখ যাত্রী এসপ্ল্যানেডে তাদের যাত্রা শেষ করেছেন। আনুমানিক পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রায় ১৭ লক্ষ যাত্রী হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রমণ করেছেন এবং হাওড়া মযদান মেট্রো স্টেশন থেকে প্রায় ১১ লক্ষ যাত্রী একই কাজ করেছেন। প্রায় ২ লক্ষ যাত্রী দমদমে ভ্রমণ করেছেন এবং প্রায় ১.৫ লক্ষ যাত্রী গ্রীন লাইন -২ এর বিভিন্ন স্টেশন থেকে কালীঘাটে ভ্রমণ করেছেন। হাওড়া মযদান, হাওড়া এবং মহাকরণ মেট্রো স্টেশন থেকে প্রায.১ লক্ষ যাত্রী কবি সুভাষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। প্রায় ৫৫,০০০ যাত্রী দক্ষিণেশ্বরে ভ্রমণ করেছেন, প্রায় ৭৮,০০০ যাত্রী পার্ক স্ট্রিটে ভ্রমণ করেছেন এবং ১.৩৩ লাখ যাত্রী গ্রীন লাইন-২-এর এই প্রসারিত বিভিন্ন স্টেশন থেকে রবীন্দ্র সদনে ভ্রমণ করেছেন। এই আদান-প্রদানকে আরও মসৃণ এবং নমনীয় করার জন্য, ওল্ড এসপ্ল্যানেড স্টেশন (ব্লু লাইন) এবং নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশন (গ্রিন লাইন) এর মধ্যে যাত্রীদের বিরামহীন আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে সারি ম্যানেজার স্থাপন করা হযেছে। এগুলো সব যাত্রীদের অবাধে চলাচল করতে দিচ্ছে। এই সারি ব্যবস্থাপকদের কৌশলগত ইনস্টলেশন গ্রীন লাইন-২ এবং ব্লু লাইন আবদ্ধ যাত্রীদের মিশ্রিত করার সম্ভাবনাও বাদ দিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম এবং কনকোর্স এলাকার মেঝেতে রঙিন পায়ের ছাপ, অসংখ্য ব্যানার এবং স্টিকার সহ ছাদে নির্দেশক তীরগুলি যাত্রীদের তাদের উপযুক্ত প্রবেশপ্রস্থান পয়েন্টের পাশাপাশি ট্রেনগুলিকে সহজে খুঁজে পেতে প্রচুর উপকৃত করেছে। মেট্রো স্টাফ এবং আরপিএফ কর্মীরা বিশেষত পিক আওয়ারে এসপ্ল্যানেডে যাত্রীদের অবাধ এবং দ্রুত বিনিময় নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ছয় রাউন্ড গুলি, স্ট্যাম্প প্যাড ডেবিট কার্ড উদ্ধার, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৫ জুলাই ঃ এক যুবকের অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর রাতে নববারাকপুর পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের মেইন রোড ইস্টে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে আচমকাই অভিযান চালিয়ে তিনটি আগেয়াস্ত্র, ছয় রাউন্ড গুলি, প্রচুর এটিএম কার্ড, স্ট্যাম্প প্যাড, ডাইরি, চেক বই সহ বেশ কিছু নথি উদ্বার করে নববারাকপুর থানার কর্তব্যরত পুলিশ। ধৃত দুষ্কৃতী হল সাদ্দাম হোসেন(৩৩)বাড়ি খড়দহ পি কে রোডে এবং অপর জন সেখ সাহাবুল(৩২) বাড়ি বাগনান থানার খাজ্জুতি বাইনান বাজার এলাকায়। দুজনকে গ্রেফতার করে। শুক্রবার দুষ্কৃতীদের মধ্যমগ্রাম সরকারি হাসপাতালে মেডিক্যাল করিয়ে ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হলে দশ দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আদালত। পুলিশ জানিয়েছে এক যুবককের অভিযোগ ছয় জন অচেনা অজানা যুবক তাঁকে জামসেদপুরে চাকরি দেওয়ার নাম করে মাইকেল নগর শের ই পাঞ্জাব হোটেলে নিয়ে গিয়ে টাকা পয়সা চায় নতুন অফিসে নিয়োগ করার নাম করে। তারপর রাস্তায় আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে চমকায় মারধর করে মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে দেবার হুমকি ভয় ভীতি দেখাতে শুরু করে। তারা পালিয়ে গিয়ে। অভিযুক্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করলে। থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এলাকায় ভাড়া বাড়ি থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে তিনটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড গুলি সহ এটিএম ডেবিট কার্ড স্ট্যাম্প প্যাড ডাইরি নথি উদ্বার করে।পুলিশ জানিয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্য ভাড়া বাড়িতে থেকে ছক কষেছিল। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

উত্তর পূর্ব রেল উধনা-মালদা টাউন-উধনা (গোরখপুর হয়ে) গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালাবে

গোরখপুর, ৫ জুলাই ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৯০১৫০৯০১৬ উধনা-মালদা টাউন-উধনা (গোরখপুর হয়ে) গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন ০৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে উধনা থেকে এবং ০১ জুলাই মালদা টাউন থেকে চালাবে। ২০২৪. রাউন্ডের জন্য নিম্নলিখিতগুলি করা হবে।০৯০১৫ উধনা-মালদা টাউন সামার স্পেশাল ট্রেনটি ০৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখে উধনা থেকে ২১.৪০ ঘটিকায়, সায়ন্ থেকে ২২.০৭ টায়, ভরুচ থেকে ২৩.০২ টায়, ভদোদরা থেকে ০০.৩০ টায় দ্বিতীয় দিন, ৪ টায়, ০১.৪০ মিনিটে উধনা থেকে ছাড়বে। রাতলাম ০৫.৩৫ টায়, নাগদা থেকে ০৬.৪৭ টায়, কোটা থেকে ০৯.৫০ টায়, সওয়াই মাধোপুর থেকে ১১.২৫ টায়, গঙ্গাপুর সিটি থেকে ১২.২৭ টায়, বায়ানা থেকে ১৪.০০ টায়, ৪টা ১ টায়। ঘন্টা , ইটাওয়া থেকে ১৯.৫৫ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ২৩.২০ টায়, আইশবাগ থেকে ০১.০৫ টায় তৃতীয় দিন বারাবাঙ্কি থেকে ০২.১২ টায়, গোন্ডা থেকে ০৪.৫০ টায়, বাস্তি থেকে ০৬.৪০ টায়, গোরাগাঁও থেকে ০৬.৪০ টায়, গোড়াগঞ্জ থেকে ১৩.২৫ ঘন্টা, বাপুধাম মতিহারী থেকে ১৪.৫০ টায়, মুজফ্ফরপুর থেকে ১৮.৩০ টায়,

সমস্তিপুর থেকে ১৯.২৫ টায়, বারাউনি থেকে ২১.১০ টায়, বেগুসরাই থেকে মুঙ্গের থেকে ছাড়বে ২২.৪৩ টায়, মুঙ্গের থেকে ২২.৪৩ টায়, মুঙ্গের থেকে ৪.৪৩ টায়। সুলতানগঞ্জ ০২.২৭ টায়, ভাগলপুর থেকে ০৩.০০ টায়, কাহালগাঁও থেকে ০৩.৩০ টায়, সাহেবগঞ্জ থেকে ০৪.৩০ টায় এবং বারহারওয়া জং থেকে ০৫.৪২ টায় এবং মালদা শহরে পৌঁছাবে ০৭.৪৫ টায়।ফিরতি যাত্রায়, ০৯০১৬ মালদা টাউন-উধনা গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেনটি ০৯ জুলাই, ২০২৪ তারিখে মালদা টাউন থেকে ১৭.৩০ টায় ছাড়বে এবং ১৮.৩২ টায় বারহারওয়া জং, ২০.০০ টায় সাহেবগঞ্জ, ২০.০০ টায় কাহালগাঁও, ২০.৫২ টায়, ভাগপুর ২ টায় পৌছাবে। ২২.০৭ টায়, মুঙ্গের, বেগুসরাই থেকে ০১.০২ টায়, বারাউনি থেকে ০৪.১০ টায়, মুজাফফরপুর থেকে ০৫.৪০ টায়, বাপুধাম থেকে ০৯.০২ টায়, নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ১৫.০২ টায়, ১৫.৩০ টায়। ১৯.৪০ ঘন্টা ০ তৃতীয় দিন, বারাবাঙ্কি থেকে ২১.৩৫ মিনিটে, আইশবাগ থেকে ২২.৩৫ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০০.৫০ মিনিটে, ইটাওয়া থেকে ০৩.৫৫ মিনিটে, টুন্ডলা থেকে ০৫.৩০ ঘন্টায়। , বায়না থেকে ০৯.৫৫ টায়, গঙ্গাপুর শহর থেকে ১০.৫৫ টায়, সওয়াই মাধোপুর থেকে ১১.৪৩ টায়, নাগদা থেকে ১৬.১৭ টায়, রতলাম ১৭.১০ টায়, গোধরা থেকে ২০.৩২ ঘন্টায়, ২০.৩২ টায়। ২ ঘন্টা এবং সায়ন ২৩.১২ টায় এবং চতুর্থ দিনে ০০.৩০ টায় উধনায় পৌঁছাবে।এই ট্রেনে ২০টি স্লিপার ক্লাস এবং S.L.R.D. ০২টি কোচসহ মোট ২২টি কোচ বসানো হবে।

গ্রাহক সন্তুষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৫ জুলাইঃ দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ সত্তা হিসেবে উত্তরপূব ‘সীমান্তরেলওয়ে ট্রেনযাত্রার সময় যাত্রী পরিষেবার অনুরোধ অথবারেলওয়ে চত্বরে সংঘটিত ঘটনার দ্রুত মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। যাত্রী অনুরোধের পর্যবেক্ষণকে জোনের মধ্যে ‘ পারর্ফমেন্স ইণ্ডিকেটর’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনুরোধ, অভিযোগও অনুসন্ধানের মুখ্যসমাধানের দিকে এক ফলপ্রসূ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাস্থাপন করতে ২০১৯ সালে রেল মদদ চালু করা হয়েছিল। যাত্রীরা https:railmadad.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট এবং রেল মদদ অ্যাপের হেল্পলাইন নং. ১৩৯-এর মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং সহায়তা চাইতে পারেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে দায়ের করা অভিযোগও অনুরোধগুলিকে একটি মঞ্চে নিয়ে এসে নির্দিষ্টি সময়ের মধ্যে সেগুলি মোকাবিলা করার জন্য এই পোর্টালের মাধ্যমে চ্যানেলাইজ করা হয়। বিগত অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪-এর সময় উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে প্রাপ্ত অনুরোধের ১০০ শতাংশ নিস্পত্তি করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত অর্থবর্ষের গড় নিস্পত্তির সময় ছিল১০৫ মিনিট। তুলনামূলক ভাবে বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সময় সীমার জন্য এখনও পর্যন্ত উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে অনুরোধ নিস্পত্তির সময় হিসেবে ৭৩মিনিটের মধ্যে ১০০ শতাংশ পালনের হার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।এছাড়া উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষে ফার্স্টরেস পন্সটাইম (এফআরটি) ১৬ মিনিটের তুলনায় বর্তমান অর্থবর্ষে (২০২৪-২৫) তা১২ মিনিটে বজায় রেখেছে। জরুরী কালীন সাহায্যের অনুরোধ মোকাবিলার ক্ষেত্রে দক্ষতার একটি সূচক হলো এফআরটি।যাত্রীদের মধ্যে রেল মদদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে রেলওয়ের পক্ষ থেকে সকল স্তরে এক সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযোগের দ্রুতও সন্তুষ্টি জনক সমাধানের ফলে যাত্রীদের মধ্যে অভিযোগ নিরাময় ব্যবস্থার প্রতিবিশ্বাস পুনরায় ঘুরে এসেছে, যাট্রেন যাত্রার সময় অথবা রেলওয়ে চত্বরে থাকার সময় যাত্রীদের সম্মুখীন হওয়া যেকোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে আশার আলো হিসেবে কাজ করে।এর ফলস্বরূপ, বহু যাত্রী এখন রেল মদদ অভিযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করা শুরু করেছেন। বিগতঅর্থবর্ষ২০২৩-২৪-এমোট১৫১৮৮৭টি এবং বর্তমান অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এর আজকের তারিখ পর্যন্ত ৫৩৫৪১টি অনুরোধ নিস্পত্তি করা হয়েছে।

নয়ডায় শপিং মলে আগুন

নয়ডা, ৫ জুলাই ঃ শুক্রবার সকালে নয়ডার শপিং মলে অগ্নিকান্ড। জানা যায়, এদিন সকালে আগুন লাগে শপিং মলের একটি জামাকাপড়ের দোকানে। নিমেষে কালো ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা মল। শপিং মলের মধ্যে থাকা লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শপিং মলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দমকলের একাধিক ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এদিন সকাল ১১টা নাগাদ নয়ডার লজিক্স মলে আগুন লাগে। একটি জামাকাপড়ের শোরুমে প্রথমে আগুন লাগে বলে খবর। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে, আগুন লাগার খবর পেতেই দমকলের একাধিক ইঞ্জিন আসে। খালি করে দেওয়া হয় শপিং মল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও-য় দেখা গেছে, ধোঁয়া বের হচ্ছে শপিং মলের ভিতর থেকে। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। নয়ডার ডিসিপি রাম বদন সিং জানান, সকাল ১১টা নাগাদ খবর আসে আগুন লাগার। দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। কোনও হতাহত হয়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি।

১১ আগস্ট হবে নিট-পিজি পরীক্ষা, জারি বিজ্ঞপ্তি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ দেশজুড়ে নিট এবং নেট বিতর্কের মাঝেই প্রকাশিত হল নিট-পিজি পরীক্ষার দিন। জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ১১ আগস্ট দুটি শিফটে পরীক্ষা পরিচালিত হবে। এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশন ইন মেডিকেল সায়েন্সেস। আগামী ১১ আগস্ট দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা হবে দুটি শিফটে। পরীক্ষাটি সিবিটি মোডে নেবে ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশন ইন মেডিকেল সায়েন্সেস। প্রসঙ্গত, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, এখন পরীক্ষার কয়েক ঘন্টা আগে নিট পিজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা হবে। উল্লেখ্য, এমডি, এমএস-এর মতো স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-পিজি কবে হবে, সেই নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছিল। নিট-পিজি পরীক্ষা ২৩ জুন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২২ জুন রাতে তা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ তার আগে নিট-ইউজি কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ইউজিসি নেট পরীক্ষাও বাতিল করতে হয়েছিল।

১৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ল বিচারবিভাগীয় হেফাজত কবিতার

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ আপাতত হাজতেই থাকতে হচ্ছে ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র নেত্রী কে কবিতাকে। শুক্রবার কে কবিতাকে আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠালো দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আবগারি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সিবিআই-এর মামলায় শুক্রবার কে কবিতাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতেই থাকতে হবে। উল্লেখ্য, এনফোর্সমেঃট ডিরেক্টরেট কে কবিতাকে তাঁর হায়দরাবাদের বাসভবন থেকে ১৫ মার্চ গ্রেফতার করেছিল। সে এই মামলায.বিচার বিভাগীয.হেফাজতে রয়েছে। সিবিআই তাঁকে তিহার জেলে গ্রেফতার করে।

ভূমিধসে বিপর্যস্ত হিমাচল

শিমলা, ৫ জুলাইঃ লাগাতার ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভূমিধস অব্যাহত হিমাচল প্রদেশে। যার জেরে হিমাচল প্রদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৭৭টি রাস্তা। যার মধ্যে বেশিরভাগই মান্ডি জেলায় অবস্থিত। শুক্রবার প্রশাসনের তরফে এবিষয়ে জানা গেছে। জানা গেছে, দুর্ঘটনা এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। এও জানা যাচ্ছে, লাগাতার বৃষ্টিপাতের জেরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ২৩৬টি জেলা। পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ১৯টি এলাকা।

উত্তরপাড়ায় পৌরসভার উদ্যোগে রাস্তা দখল করা অস্থায়ী দোকান বুলডোজার দিয়ে সরানো হলো

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ৫ জুলাই ঃ অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে শুক্রবার থেকে জি টি রোডের দু ধারে অবৈধ দোকান বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, এছাড়াও পুরসভার পক্ষ থেকে মাইকিং করা হচ্ছে। অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর উত্তরপাড়া শহরের ফুটপাত দখল মুক্ত করতে নামানো হল জেসিবি, ভেঙে দেওয়া হল একাধিক অবৈধ গুমটি।.একইভাবে কি রাস্তার দুপাশে একাধিক রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস গুলো ভাঙা পড়বে? প্রশ্ন সাধারণ মানুষের? মুখ্যমন্ত্রী রাস্তা ফুটপাত বেআইনি ভাবে দখল করা নিয়ে ক।া মনোভাব নেওয়ার পর বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় দখল মুক্ত করতে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে।এনিয়ে বিরোধীদের সমালোচনা শুরু হতেই একমাস সময় দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন এলাকায় কত দখল আছে তা সার্ভে

করতে বলা হয় পুরসভা প্রশাসনকে। হুগলির উত্তরপাড়ায় দখল হঠাতে নামানো হয় জেসিবি। বালি খাল থেকে রাস্তার ধারে দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকান ভেঙে দেওয়া শুরু হয়। উত্তরপাড়ার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব জানিয়েছেন ২৩ ওয়ার্ডেরই এই অভিযান চলবে। শুক্রবার বালি খাল সংলগ্ন এলাকায় জিটি রোডের পাশে দখল মুক্ত করা হয়।উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সামনেটাও পরিস্কার করা হয়। বহু বছর ধরে ফুটপাতই যাদের রুজি রুটির জায়গা ছিল তাদের দোকান ভেঙে সরিয়ে দেওয়ায় সমস্যায় পরবেন তারা।তবে শহরের রাস্তাঘাট দখল হওয়ার ফলে যানজটে পরতে হয় সাধারন মানুষকে। যদিও এই নিয়ে কটাক্ষ করেছেন সিপিআইএম এবং বিজেপি দল তাদের বক্তব্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে ফুটপাত দখল নিয়ে একমাস সময় দিয়েছেন,সেখানে সেই নির্দেশকে অমান্য করে বর্তমান শাসক দলের পুরপ্রধান এই কাজ করছে,প্রয়োজন হলে আমরা আন্দোলনে যাবো।

ভারতের প্রতিরক্ষা উপাদন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৬.৮ শতাংশ বেড়েছে ঃ রাজনাথ

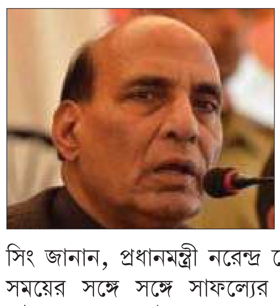

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই ঃ ভারত প্রতিরক্ষা উপাদনে সর্বোচ্চ বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা উপাদনের পরিমাণ কমপক্ষে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৮ শতাংশ বেশি। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে এই তথ্য জানিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করছে। এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য ও অবদান রাখার জন্য পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিংস (পিএসইউ) এবং বেসরকারি সেক্টরকে অভিনঃদন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতকে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা উপাদন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি।

শপথের পর বগলামুখী মন্দিরে এলেন সস্ত্রীক হেমন্ত

রাঁচি, ৫ জুলাই ঃ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে ফের ঝাড়খণ্ডের কুর্সিতে হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়ে শুক্রবার রাঁচির বগলামুখী মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন হেমন্ত। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী তথা জেএমএম বিধায়ক কল্পনা সোরেন।

উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের কাছে ইস্তফা দেন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। এরপর বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন হেমন্ত সোরেন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জেএমএম), কংগ্রেস, আরজেডি জোটের নেতা হিসাবে রাজভবনে গিয়ে শপথবাক্য পাঠ করেন হেমন্ত। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়ে পরের দিনই অর্থাৎ শুক্রবার রাঁচির মা বগলামুখী মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন হেমন্ত। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী তথা জেএমএম

নাম পরিবর্তন

আমি Pankaj Bala (পুরাতন নাম) পিতা Late Jitendra Nath Biswas ঠিকানা Hari Tala, VTC- Paschim Harindanga, P.O.- Haritala, Dist.- Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pankaj Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pankaj Biswas (নতুন নাম) ও Pankaj Bala (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Mithu Bala (পুরাতন নাম) স্বামী Pankaj Biswas ঠিকানা Paschim Harindanga, Haritala, Dist.- Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mithu Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mithu Biswas (নতুন নাম) ও Mithu Bala (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Pankaj Bala পিতা Late Jitendra Nath Biswas (Date of Death: 18-01-2017) ঠিকানা Hari Tala, VTC- Paschim Harindanga, P.O.- Haritala, Dist.- Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-07-2024 এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত বাবা আগে পরিচিত ছিল Jitendra Nath Bala (Old Name) এখন থেকে Jitendra Nath Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হবে। আমার মৃত বাবা Jitendra Nath Biswas (নতুন নাম) ও Jitendra Nath Bala (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I , Suman Das S/O- Adhir Ranjan Das resident of Monteswar Tala, Kanchan Nagar, Bardhaman, Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, have changed my name and shall henceforth be known as ‘SUMAN KALYAN DAS’ vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2024. That Suman Das and Suman Kalyan Das both are same and one identical person.

Name Change

I , Dostagir Mondal S/O- Jakir Mondal resident of Sarra, Hat Sridharpur, Memari, Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713146, have changed my name and shall henceforth be known as ‘DOSTGIR MONDAL’ vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 04/07/2024. That Dostagir Mondal and Dostgir Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Habiur Mondal S/o. Nazrul Islam Mondal R/o. Vill. – Bhandarkola, P.O. – Bhandarkola, P.S. – Gopal Nagar, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743701 shall henceforth be known as Habiur Rahaman Mondal S/o. Najrul Islam Mondal. I declare that Habiur Rahaman Mondal S/o. Najrul Islam Mondal and Habiur Mondal S/o. Nazrul Islam Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-07-2024.

নাম পরিবর্তন

আমি ABDUR ROUF পিতা Lt. Abdus Samad Mondal গ্রাম পোঃ রাজবল্লভ পুর, থানা হাবড়া, উঃ ২৪ পরগণা গত ২/৭/২০২৪ বারাসাত ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং ৩০০০) বলে ABDUR ROUF MONDAL নামে পরিচিত হলাম। বর্তমানে ABDUR ROUF এবং ABDUR ROUF MONDAL এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বগটুইয়ে অগ্নিদগ্ধ করে পুড়িয়ে মারার স্মৃতি ফেরালো বোলপুরের রজতপুর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৫ জুলাই ঃ ২০২২ সালের ২১ মার্চ অগ্নিসংযোগ করে দশজনকে পুড়িয়ে মারার বগটুই স্মৃতি ফেরালো বোলপুরের রজতপুর। ঘটনার জেরে এক মা ও তার শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত। বাবা বর্ধমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার রায়পুর সুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রজতপুর গ্রামে। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় একই পরিবারের তিনজনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অজ্ঞাত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। বাড়ির মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় মা ও ছেলের। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা। সূত্রের খবর, ওই গ্রামে বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে এক তলা বাড়িতে জানালা খোলা রেখে ৪ বছরের ছোটো ছেলে আয়ান শেখকে নিয়ে বছর ৩০ বয়সের রুপা বিবিকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন বাড়ির কর্তা শেখ আবদুল আলিম (৩৮)। বড়ো ছেলে শেখ রাজ তাদের পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন। রাতের অন্ধকারে পুরো পরিবারকে এক সাথে মারার পরিকল্পনা করে থাকতে পারে দুষ্কৃতীরা। বড়ো ছেলে পাশের ঘরে থাকায় বেঁচে যায়। আব্দুল আলিম নতুন ট্রাক্টর কিনেছিল। পেশায় ব্যবসায়ী। ব্যবসার কারণে তার কেউ শত্রু থাকতে পারে। পুলিশ সেটাই তদন্ত করছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কেউ বা কারা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকায় হয়তো তারা অগ্নিকাণ্ডের প্রথম দিকে বুঝতে পারে নি। পরে তাঁদের চিৎকারে চেঁচামেচিতে উঠে আসে পাশের ঘরে শুয়ে থাকা বড় ছেলে । তার চেঁচামেচিতে উঠে আসেন পাশাপাশি লোকজন। ততক্ষণে তিনজনেই আগুনে ঝলসে যান, বলে জানান গ্রামবাসীরা। গুরুতর জখম তিনজনকে প্রথমে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপরেই তাঁদেরকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর প্রথমে ছোটো ছেলে আয়ানের মৃত্যু ঘটে। ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই মায়ের মৃত্যু হয় বলে গ্রামবাসীদের সূত্রে খবর। যদিও এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা শেখ আবদুল আলিম। এই ঘটনায় গতকাল গভীর রাতেই ঘটনাস্থলে যায় বোলপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই এলাকায় মর্মান্তিক এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সকালেও এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। বাড়ির জানালা আগুনের হলকায় কালো হয়ে গেছে। তার সামনের অংশ পুলিশ ব্যারিকেড করে ঘিরে রেখেছে। বম্ব স্কোয়াড থেকে ফরেনসিক টিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। মৃত পরিবারের বড়ো ছেলে শেখ রাজের সঙ্গে দেখা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল সেখ। তিনি ওই পরিবারকে সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, এই ধরনের নৃশংস কাজ যারা করেছে, তাদের জেলের বাইরে থাকা উচিত নয়। জেলা পুলিশ সুপার জানান ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।

অবৈধভাবে চলছে চোলাই মদের কারবার, আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ জুলাই ঃ বড়ভিটা গ্রামে অবৈধভাবে চলছে চোলাই মদের কারবার। গ্রামে চোলাই মদের কারবার বন্ধ করতে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তর এবং আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করলেন গ্রামের মহিলারা। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের চিলাখানা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ভিটা গ্রামের ঘটনা। গ্রামের মহিলাদের অভিযোগ গ্রামে অবৈধভাবে চলছে চোলাই মদ তৈরি ও বিক্রির কারবার তার ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গ্রামের যুব সমাজ। দ্রুত গ্রামে চোলাই মদের কারবার বন্ধ করতে শুক্রবার তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক এবং তুফানগঞ্জ আবগারি দপ্তরের ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা। তারা আরো জানান এরপরেও যদি গ্রামে চোলাই মদের কারবার বন্ধ না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

চোরাচালান রুখলো সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বাজেয়াপ্ত গাড়ি ও বিপুল সোনা-নগদ, হেফাজতে ৭

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ জুলাই ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের বড় সাফল্য পেল সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। কলকাতার ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই)-এর সঙ্গে যৌথ অভিযানে বিএসএফ বেশ কয়েকজন চোরাচালানকারীকে হেফাজতে নিয়েছে। জানা গেছে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ১১ নম্বর রাজ্য সড়কের সীমানগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে একাধিক তল্লাশি অভিযানে ৭ জন চোরাচালানকারীকে হেফাজতে নিয়েছে ডিআরআই এবং বিএসএফ। ধৃতদের কাছ থেকে ১৬ টি সোনার ইঁট ও ৯ কেজি ৫৭২ গ্রাম ওজনের একাধিক সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। শুধু তাই নয় নগদ ১১ লাখ ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা ও সোনা পাচারের জন্য ব্যবহৃত একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত সোনার মোট বাজার মূল্য ৬.৮৬ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে বিএসএফ।

জামাইকে ‘খুন’ শ্বশুর-শাশুড়ির, গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ জুলাই ঃ জামাইকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল শ্বশুড়বাড়ির বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার ঝাউবাড়িয়া এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শ্বশুর, শাশুড়ি-সহ আরও একজনকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে রানিনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম জগন্নাথ বিশ্বাস। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন। শুক্রবার সকালে তার ঘর থেকে নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, রানিনগরের বাসিন্দা জগন্নাথ ওরফে জগা মালিপাড়া এলাকায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বাপের বাড়িতেই ছিলেন। জগার পরিবারের অভিযোগ শ্বশুর বাড়ির লোক বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে পিটিয়ে খুন করেছেন। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের দাবি, মৃত ব্যক্তি প্রচুর নেশা করতেন, সেই কারণেই মৃত্যু হয়েছে।

পোশাক বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৫ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের উদ্যোগে নববারাকপুর পুরসভার রাজ্য নগর জীবিকা মিশনের অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা প্রস্তুত নববারাকপুরের সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের পোষাক দেওয়া হল কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহে শুক্রবার বিকেলে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, রাজ্য নগর জীবিকা মিশনের সিটি ম্যানেজার ড. তপন কুমার জানা, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

ফুলে ফেঁপে উঠেছে তিস্তা, জলের তলায় লালটং বস্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ মহানন্দা অভয়ারণ্য সংলগ্ন তিস্তার লালটং বস্তি এখন তিস্তার জলের ডুবে রয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির জেরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তিস্তা। বাড়ছে জলস্তর। সেই জলে ডুবে গেছে গোটা গ্রাম। প্রায় ৫০ বছর পুরোনো এই গ্রামে গুটি কয়েক পরিবারের বাস। তবে এই গ্রামের ভবিষ্যত এখন আক্ষরিক ভাবেই অথৈ জলে। ৩৫ টি পরিবারের বর্তমান ঠিকানা অদূরে বন

দফতরের একটি ফাঁকা জমি। সাধারণত কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে, দুর্গতদের নিরাপদ আশ্রয় বা ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে প্রশাসন। অভিযোগ এখনও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে খাবার জুটবে কীভাবে, বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি শহরের একাধিক এলাকাও জলমগ্ন। এ যেন আস্ত এক নদী। নোংরা নালার জল রাস্তার উপর। জল ঢুকে পড়ছে বাড়িতে। গত দুই মাস থেকে স্বল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যাচ্ছে এবং নোংরা জল জমে থাকছে দিন কয়েক। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির ৩ নং ওয়ার্ডের মিলপাড়া এলাকায় এমনই বেহাল চিত্র। ধূপগুড়ি এলাকার সম্প্রতি ধূপগুড়ি মহকুমা তকমা পেয়েছে, আর মহকুমার মুল শহরে এই যেন বিপর্যস্ত ছবি। ঢিলছোঁড়া দূরত্বে এলাকাতেই রয়েছে পুরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সদস্য অশোক বর্মনের বাড়ি। বারংবার জানিয়েও মিলছে না কোনো সুরাহা। যার ফলে ছড়াচ্ছে রোগ। নোংরা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। অভিযোগ, ধূপগুড়ি শহরের নিকাশী নালা বেহাল হওয়ার কারণে এই দুর্ভোগ। স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পাশ্ববর্তী এলাকার নোংরা জল এসে জমেছে এই এলাকায়। এমনকি জলের সাথে নোংরা আবর্জনাও ভেসে আসছে। বৃষ্টি কমলেও এই এলাকা থেকে জল যাচ্ছে না। জল জমে থাকায় ধূপগুড়ি পুরসভার বিরুদ্ধেও ক্ষোভ জমছে স্থানীয়দের মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ বারবার পুরসভাকে বলা সত্ত্বেও পুরসভা নিকাশীনালা ঠিক করেনি। বয়স্ক ব্যক্তি মিলন পাল বলেন, বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু এখনো জল জমে রয়েছে। এমনকি আশেপাশের নোংরা জলের ঠিকানা হয়ে রয়েছে এই এলাকার। বারবার পুরসভা কে নিকাশিনালা ঠিক করার কথা বললেও তারা আমাদের কোথায় কোন গুরুত্ব দেয়নি। এলাকার মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়া, বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে জুতো হাতে, জামাকাপড় গুটিয়ে জল পেরিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। অনেকেরই দাবি তাহলে কি নামে পুরসভা বলে দায় এড়িয়েছে ধূপগুড়ি। যদি এই বিষয়ে ধূপগুড়ি পুরসভার কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

জয়নগর পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে রথযাত্রা উৎসব কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ জুলাই ঃ জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে রথযাত্রাকে সামনে রেখে শুক্রবার জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন রথযাত্রা উৎসব কমিটির সদস্যদের নিয়ে জয়নগর আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। এ দিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল, জয়নগর থানার এস আই উত্তঘোষ,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক প্রতিনিধি তথা সমাজসেবী তুহীন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এবারের রথযাত্রায় যানজট নিয়ন্ত্রণ সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন রথযাত্রা উৎসব কমিটির সদস্যরা তাদের রথযাত্রা নিয়ে নানা ধরনের খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরলেন। আর এদিন জয়নগর থানার আই সি এই উৎসবে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে উৎসবকে উৎসব মুখর করে তোলার আহবান জানালেন। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল জয়নগর থানার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমাজ সেবী তুহীন বিশ্বাস বলেন,জয়নগর থানা যে ভাবে প্রতিটা উৎসবে আমাদের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে তা প্রশংসনীয়। জয়নগর থানার আই সির কথামতো অন্য উৎসবের মতন এই উৎসবেও রাস্তায় থেকে মানুষের সহায়তা করবো আমরা এবং উৎসব কে উৎসব মুখর করে তুলবো। জয়নগর থানা এলাকায় ২৯ টি রথ ও রথের মেলা বসে। সে গুলোতে যাতে কোনো রকমের অসুবিধা না হয় সেদিকে প্রশাসন নজর রাখবে বলেও এদিন জয়নগর থানার আইসি পার্থ সারথি পাল জানালেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে শহরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই ঃ উত্তরবঙ্গ মূলতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা। তবে দিন দিন সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন ধ্বংসের মুখে। তাই এবার প্রকৃতির কথা ভেবে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে নয়া উদ্যোগ। সকলেই জানি শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের প্রবেশদার। তবে শহরের দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া এবং একাধিক উন্নয়নের

ফলে কাটা হয়েছে শহরের একাধিক গাছ। নষ্ট হয়েছে প্রকৃতির ভারসাম্য। এবার সেই ভারসাম্য কে ফিরিয়ে আনতেই আগামী ৮ জুলাই থেকে শিলিগুড়ি শহর জুড়ে লাগানো হবে প্রায় ২০ হাজার গাছ। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠকে এমন তাই জানালেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন একাধিক দফতর ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের সাথে এই বিষয়ে বৈঠক করেন মেয়র এবং তিনি জানান আগস্ট মাস পর্যন্ত তাদের এই বৃক্ষরোপন চলবে।

হকারদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে ও পুনর্বাসনের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ জুলাই ঃ হকারদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে ও হকারদের পুনর্বাসনের দাবিতে ফালাকাটা শহরে প্রতিবাদ মিছিল করলো বিজেপি। বিজেপির ফালাকাটা টাউন মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে শুক্রবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথা দিয়ে বিজেপির ফালাকাটা দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়। এদিনের মিছিল ফালাকাটার হাটখোলা, নেতাজি রড, মেইন রড হয়ে বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।

মালদায় বাড়ছে ডেঙ্গু প্রকোপ, আক্রান্ত ১৭১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুলাই ঃ মালদা জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। এখনও পর্যন্ত ১৭১ জন আক্রান্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ দিনে প্রায় কুড়ি জন আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গুতে। মালদা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুরি বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তর প্রস্তুত রয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ সহ জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে আলাদা ডেঙ্গু ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রস্তুত রয়েছে। অন্যদিকে, নর্দমা পরিস্কার ও জঞ্জাল সাফাই নিয়ে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা বিজেপি কাউন্সিলর অম্লান ভাদুরি। বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে দিয়েছে পুর চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি।

স্মারকলিপি জমা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৫ জুলাই ঃ উপযুক্ত পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ চলবে না বলে দাবি জানিয়ে বাঁকুড়া সদর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয় বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি। কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক এক মাসের আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া ও পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না করে কোন হকারকে উচ্ছেদ করা চলবে না, কেন্দ্রীয় হকার আইন ২০১৪ চালু করতে হবে, সব হকারকে লাইসেন্স ও সচিত্র পরিচয় পত্র দিতে হবে, অবিলম্বে ভেন্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে এবং এই কমিটিতে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদিত হকার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি রাখতে হবে, বৃষ্টির সময় হকারদের জন্য অস্থায়ী ছাউনি দিতে হবে, ভ্যান রিকশায় যারা বালি সরবরাহ করে থাকে তাদের ওপর পুলিশি জুলুম বন্ধ এবং পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা তাদের ভ্যানগুলি অবিলম্বে নিঃশর্তে ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। নয় দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে ছিলেন উজ্জ্বল সরকার, অশোক ব্যানার্জী(সিআইটিইউ), ভাস্কর সিনহা (এআইটিইউসি), অনাদি মাহাতো (ইউটিইউসি), বিশ্বজিত সিনহা(টিউসিসি), শান্তি সরকার (১২ই জুলাই কমিটি) এবং হকারদের প্রতিনিধি অজয় ব্যানার্জী ও নিমাই দত্ত। উল্লেখ্য, গত ২জুলাই থেকে বাঁকুড়া শহরে ফুটপাথ ও সরকারি জায়গা জবরদখল মুক্ত করতে অভিযান শুরু করেছে পুরসভা।

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 3 nos. variious works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID : 2024_ZPHD_708165 1 to 2024 ZPHD_708165_3, Last Date and time 27- 06-2024, 6:00 PM.

Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, Mohammad Aslam পিতা M . Mohammad Usman ঠিকানা Alimuddin Lane Budha থানা – Asansol (S) জেলা – Paschim Bardhaman গত ইংরাজী 04.02.2020 তারিখে 688 নং দলিলমূলে (ADSR) শ্রীমতি Manki Devi @ Manki Shaw পিতা/স্বামী Baiju Shaw ঠিকানা Domhani Railway Colony থানা- Asansol জেলা – Paschim Bardhaman কর্তৃক সম্পাদিত গত 27.11.2017 তারিখের 8020নং আমমোক্তারনামা নং (A.D.S.R Asansol) মারফত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং 3275/2024 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে।এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডিএল.এন্ড এল.আর.ও (ই.পি-1) অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক – উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ
মৌজা : Asansol Municipality
জে.এল নং. 20
দাগ নং. : আর.এস 19186, এল আর দাগ নং : 25685
রায়ত : Jagdish Prasad Jalan
এল.আর খতিয়ান : 1852
পরিমান : 2 কাঠা 8 ছটাক

পঃ বঃ সরকারের ভূমিদপ্তরের 1000-15/22/2024 নং 27/02/2024 তারিখের আদেশমূলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, Smt Amita Chowdhury স্বামী Mritunjay Chowdhury এবং Sri Sujit Pashi পিতা Chandi Pashi ঠিকানা Damra Hattala থানা – Asansol (S) জেলা – Paschim Bardhaman গত ইংরাজী 29.02.24 তারিখে 1617 ও 1614 নং দলিল মূলে, (ADSR রেজিস্ট্রি অফিস) শ্রীমতি Arati Nag পিতা/স্বামী Kartick Nag ঠিকানা Damra Hattala থানা - Asansol জেলা – Paschim Bardhaman কর্তৃক সম্পাদিত গত 05.09..23 তারিখে 7868 নং (ADSR আসানসোল) আমমোক্তারনামা মারফত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি ক্রয় করিয়াছে এবং 3060 & 3061 নং মিউটেশন কেসে নামপত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছে।এই নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তির নামপত্তনে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট কারোর আপত্তি থাকলে আগামী একমাসের মধ্যে এস.ডিএল.এন্ড এল.আর.ও(ই.পি-1)অফিসে সংশ্লিষ্ট রাজস্বআধিকারিকের নিকট উপযুক্ত তথ্য সহ আপত্তি জমা দিতে অনুরোধ করা হইতেছে, অন্যথায় উপরোক্ত মিউটেশন কেসটির আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল

ব্লক - উপ-বিভাগীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক করণ
মৌজা : Kotaldihi
জে.এল. নং . 37
দাগ নং : 347
রায়তের নাম : Arati Nag, Kakuli Devi, Saraswati Nag Diyali Nag, Aditya Nag, Sindhu Nag
খতিয়ান নং : 1929, 1932, 1933, 1935, 1947 to 1944, 1959

OFFICE OF THE PRODHAN
KHARIA GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI

Online tender is invited for construction of Leach pit / soak pit or any GWM structure. (WB/JAL/SADAR/ KGP/02/24'-25'). For details please visit the website www.wbtenders.gov.in Notice is also available in office notice board during office time.

Sd/-
Prodhan, Kharia G.P.

JAMNA GRAM PANCHAYAT
Monteswar Panchayat Samity
Vill. & P.O.-Jamna :: Dist.-
Purba Burdwan :: Pin.-713422

Prodhan, Jamna Gram Panchayet invites E-tenders vide Notice No. & with Extended Dated - **eNIT No: 287/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, eNIT No: 288/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, eNIT No: 298/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, eNIT No: 299/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024, eNIT No: 300/JGP/eNIT/2024 Date: 27/06/2024 @https://wbtender.gov.in/** for necessary information. **Last date of bidding 07/07/2024**.

Sd/- Prodhan
Jamna Gram Panchayat

Office of The Executive Officer
Purbasthali-II Panchayat Samity
NOTICE INVITING E-TENDER

The undersigned hereby inviting e - tender Vide ref no 332/PS, Dated 05-07-2024, application are hereby invited from prospective bidders by 22/07/24, for details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Purbasthali-II Panchayat Samity

TENDER NOTICE No.: 4/SIM/15 th CFC/2024-25 Tender ID: 2024_ZPHD_707939_1, 2024_ZPHD_707979_1, 2024_ZPHD_707999_1, 2024_ZPHD_708031_1, 2024_ZPHD_707845_1, 2024_ZPHD_707894_1. Bid submission starting from 06.07.2024. Bid submission end date: 13.07.2024. Date Opening of Bid: 16.07.2024. For details visit office of the undersigned.

Sd/-Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for **Construction of PCC Road Toilet & Boundary Wall under Pursurah Panchayat Samity. NIT No. 06/PUR/24-25 Dt.-05.07.2024, Tender ID No 2024_ZPHD_707813_1 to 7**. Last date for submission of Tender: **13/07/24 up to 5.00 P.M. Wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN: U70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Saturday, at 11:00 A.M. the 13th day of July, 2024** to take on record the Unaudited Financial Results for the 1st quarter ended on 30th June 2024 at its Registered Office.

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
DIN:00612517

Place : Kolkata
Date : 6.7.2024

Office of the Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tenders are hereby invited by the undersigned for Construction of Rural Roads at different locations under the jurisdiction of Bishnupur-I Dev. Block. Details of which are as noted below: (i) N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-39(05)/23-24(3 rd Call), Date: 05.07.24. (ii) N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-44(05)/23-24(2 nd Call), Date: 05.07.24. Bid submission start date: 05.07.24. Bid submission closing date: (i) 13.07.24 for N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-39(05)/23-24(3 rd Call), (ii) 20.07.24 For WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-44(05)/23-24(2 nd Call). Details available from the website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Block Development Officer
Bishnupur-I Development Block
Bhasa, South 24 Parganas

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-05/2024-25 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 05(Five) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_708028_1 to 2024_DM_708028_5. Document download/sell starting from 05.07.2024 up to 11.07.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 05.07.2024 up to 11.07.2024 at 16:00 PM. And Opening on 13.07.2024 at 16:05 A.M. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

আদ্রা ডিভিসনে ‘এক স্টেশন এক পণ্য’-র জন্য আগ্রহের প্রকাশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য আগ্রহী পক্ষের নিকট থেকে আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আদ্রা ডিভিসনে রামকানালি, ঝাঁটিপাহাড়ি, চন্দ্রকোণা রোড, মধুকুণ্ডা স্টেশনগুলিতে “এক স্টেশন এক পণ্য - ট্রলি” পরিচালনা। **কাজের স্থানঃ** যে স্টেশনের জন্য আবেদন করা হচ্ছে। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** এক সঙ্গে ১৫ দিন (তালিকা অনুযায়ী এবং অগ্রাধিকার অনুযায়ী)। **দাখিলের তারিখ ঃ ১৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা পর্যন্ত।** নির্দিষ্ট স্টেশনগুলির প্রতিটিতে স্টেশন ম্যানেজারের কার্যালয়ে রাখা ড্রপ বক্সে **১৫.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা** পর্যন্ত নথি সহ পূরণ করা আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। উক্ত বাক্সটি **১৫.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়** খোলা হবে। ইওআই ফর্ম দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ser.indianrailways.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

(PR-348) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Civil), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/112/005/24-25/R
Name of the Work: **Desilting of drainage system at different places Viz. Subhas Park, Roynagar Place, Northan Park, Jubliee Park etc. in ward no. 112;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.2,14,748.21;** Earnest Money: **Rs.4,400.00;** Period of Completion: **75 Days;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/016/24-25/R
Name of the Work: **Day to day maintenance of road side garden and park at different blocks of B. P. Township & other places in ward no. 110;** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs.1,98,334.96;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **180 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **18.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2); The Tender wil opened on: **20.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **09.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1& 2);

The Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC invites online percentage rate tenders under two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE-III/29/01/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of passage at 14/2 Patuapara Lane 45/H/7, 55/3 Narkeldanga North Road, 14/2 Chamru Singh Lane, 36/B/12 Canal East Road, 247 Maniktala Main Road and other places in ward no. 29. Disturbed by W/S Deptt. & CESE Ltd.;** Estimated Cost: **Rs.4,02,071.00;** Earnest Money: **Rs.8,500.00;** Period of Completion: **45 Days;**

2. NIT No.: KMC/EE-III/29/02/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of paver block passage at 11/3, 14/2 Chamru Singh Lane, 55/14, 86, 89/13 Narkeldanga North Road, 13 Narkeldanga Main Road and other places in ward no. 29 disturbed by CESE, W/S Deptt.;** Estimated Cost: **Rs.2,95,045.00;** Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **30 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **12.07.2024 up to 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2); Date & Time of opening of Tender: **15.07.2024 on or after 12 noon** (for Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from: **05.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1& 2);

The Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/06/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of bustee sewer at 145B, C.R. Avenue, Syed Salley Lane etc in ward no. 41;** Estimated Cost: **Rs.2,49,958.10** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.5,000.00;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/05/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of bustee passage at 145B, C.R. Avenue & different bustee areas in ward no. 41;** Estimated Cost: **Rs.2,99,991.40** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;**

3. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/041/07/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of bustee Privy/ Bathroom at different areas in ward no. 41;** Estimated Cost: **Rs.2,99,886.56** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;**

4. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/05/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Repairing of bustee passage at Harin Bari Lane & different bustee areas in ward no. 43;** Estimated Cost: **Rs.3,99,866.29** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.8,000.00;**

5. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/06/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of bustee sewer at Damzan Lane, Vender Berg Lane, Syed Salley Lane etc in ward no. 43;** Estimated Cost: **Rs.2,99,743.02** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;**

6. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/043/07/2024-2025/BUSTEE
Name of the Work: **Maintenance of bustee Privy/ Bathroom at different areas in ward no. 43;** Estimated Cost: **Rs.2,99,967.36** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;**

7. NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/042/04/2024-2025
Name of the Work: **Relaying of Kerb & Channel with raising M.H. Cover at Amratala Lane, M.G. Road etc. and other places in ward no. 42;** Estimated Cost: **Rs.2,77,319.41** (including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.6,000.00;** Period of Completion: **180 Days** (for Sl. No. 1 to 6) & **90 Days** (for Sl. No. 7); Last Date & Time of submission of Bid: **16.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 7); Date & Time of opening of Tender: **18.07.2024 at 11 a.m.** (for Sl. No. 1 to 7); The bid forms and other details are available on and from: **05.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 7); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 7);

The Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/IX/080/006/2024-2025 (1st Call)
Name of the Work: **Desilting of covered surface drain from junction of Dumayun Avenue to Subhas Bhavan (both side) and its adjoining area along C.G.R. Road in ward no. 80;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs.4,07,634.50;** Earnest Money: **Rs.8,200.00;** Period of Completion: **105 Days;**

2. NIT No.: KMC/IX/080/008/2024-2025 (1st Call)
Name of the Work: **Desilting work of covered road side surface drain and its adjoining areas along Garden Reach Road in ward no. 80;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs.3,69,862.20;** Earnest Money: **Rs.7,400.00;** Period of Completion: **90 Days;**

3. NIT No.: KMC/IX/079/006/2024-2025 (2nd Call)
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W. Pipe Line & ancillary work at different places in ward no. 79;** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs.2,00,000.00;** Earnest Money: **Rs.4,000.00;** Period of Completion: **300 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **20.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); Tender will be opened on: **22.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from: **10.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3);

The Executive Engineer (Civil), Br-XII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1. NIT No.: KMC/EE(C)/XII/PUMP/101-102/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of ward no. 101, 102;** Estimated Cost: **NA;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;**

2. NIT No.: KMC/EE(C)/XII/PUMP/105/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of ward no. 105;** Estimated Cost: **NA;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;**

3. NIT No.: KMC/EE(C)/XII/PUMP/106/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of ward no. 106;** Estimated Cost: **NA;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;**

4. NIT No.: KMC/EE(C)/XII/PUMP/107/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of ward no. 107;** Estimated Cost: **NA;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;**

5. NIT No.: KMC/EE(C)/XII/PUMP/108/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of ward no. 108;** Estimated Cost: **NA;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;**

6. NIT No.: KMC/EE(C)/XII/PUMP/109/24-25 (2nd Call)
Name of the Work: **Supplying installation & operation of 3"/4" dia portable pumps at different water logging pockets of ward no. 109;** Estimated Cost: **NA;** Earnest Money: **Rs.3,000.00;** Period of Completion: **180 Days** (for Sl. No. 1 to 6); Last Date & Time of submission of Bid: **13.07.2024 at 12 noon** (for Sl. No. 1 to 6); Date & Time of Opening of Bid: **15.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6); The bid forms and other details are available on and from: **05.07.2024 at 5 p.m.** (for Sl. No. 1 to 6); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6);

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/XIV/130(O)/001/24-25/OFC (1st Call)
Name of the Work: **Regular maintenance & house keeping works (during six month June to Nov.' 24) at Old Block, New Block & Annex Building in S.S. Unit;** Estimated Cost: **Rs.4,39,412.62** (Including GST & CESS); Earnest Money: **Rs.8,800.00;** Period of Completion: **180 Days;** Last Date & Time of submission of Bid: **15.07.2024 up to 11 a.m.;** Tender will be opened on: **18.07.2024 at 11 a.m.;** The bid forms and other details are available on and from **06.07.2024 from 5 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in.**

181/24-25

প্রধানমন্ত্রীকে কথা দিলেন পি ভি সিন্ধু!

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাইঃ শুক্রবার অলিম্পিক্সের জন্য ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে এক আলাপচারিতা পর্ব রাখা হয়েছিল কেন্দ্রের তরফে। সেখানেই ভারতীয় সিনিয়র ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। সকলকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি উদ্বুদ্ধ করেন ক্রীড়াবিদদের। কেমন প্রস্তুতি চলছে সকলের, ভার্চুয়াল আড্ডায় তা জানতে চান ক্রীড়াবিদদের কাছে। নীরজ চোপড়ার মতোই এবারের অলিম্পিক্সে ভারতের পদক জয়ের দাবিদার দুবারের অলিম্পিক্স পদকের মালিক পিভি সিন্ধু। ২৯ বছর বয়সী হায়দরাবাদী এই শাটলার এর আগেও দুবার দেশকে পদক এনে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে অলিম্পিক্সে নতুন প্রতিযোগিদেরকেও মোটিভেট করার জন্য সিন্ধুকে বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পিভি সিন্ধু বলেন, "এবার আমি তৃতীয় অলিম্পিক্সে যাচ্ছি স্যার। এর আগে দুবার গেছি। ২০১৬ রিও অলিম্পিক্সে রৌপ্য পদক এনেছিলাম, ২০২০ টোকিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদক এনেছি। এবার আশা করছি, পদকের রং বদলাতে পারব এবং পদক নিয়েই ফেরার চেষ্টা করব। এবার অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেই যাচ্ছি, তবে কাজটা অবশ্যই সহজ হবে না। আমি আমার সেরাটা দেব আর ভালো কিছু করার চেষ্টা করব।"

বিশ্বজয়ের মেগা প্যারেড মিস
রিঙ্কু-খলিলরা পৌঁছে গেলেন জিম্বাবোয়ে

হারারে, ৫ জুলাইঃ এ বারের বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিলেন রিঙ্কু সিং, খলিল আহমেদরা। বার্বাডোজে ভারত বিশ্বকাপ জিততেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মাঠে ছুটে আসেন। সকলের সঙ্গে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। তাঁরা আসলে এ বারের বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের সঙ্গে রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে সফর করেছিলেন। দেশে যদি তাঁরা বিরাট-রোহিতদের সঙ্গে ফিরতেন, তা হলে বিশ্বজয়ের মেগা প্যারেডে যোগ দিতে পারতেন। কিন্তু তেমনটা হল না। রিঙ্কু সিং এবং খলিল আহমেদ ভারতীয় টিমের সঙ্গে দেশে ফেরেননি। তাঁরা একেবারে জিম্বাবোয়ে রওনা দেন। কারণ ভারতীয় টিম বর্তমানে জিম্বাবোয়ে সফরে গিয়েছে। আগামিকাল থেকে শুরু হচ্ছে ভারত ও জিম্বাবোয়ের ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। শুভমন

গিলের নেতৃত্বে নতুন টিম ইন্ডিয়া খেলবে এই সিরিজে। ওই সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন রিঙ্কু সিং, খলিল আহমেদরা। তাই তাঁরা বার্বাডোজ থেকে ভারতে না ফিরে জিম্বাবোয়ে চলে গিয়েছেন। যে কারণে তাঁদের মুম্বইতে হওয়া বিশ্বকাপজয়ীদের জন্য গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনে যোগ দেওয়া হল না। খলিল আহমেদ তাঁর ইন্সটাগ্রামে জিম্বাবোয়ে যাওয়ার ছবি শেয়ার করেছেন। তাঁর ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে রয়েছে রিঙ্কু সিং, হর্ষিত রানার ছবিও। তা দেখে বোঝা যায় দুই নাইট তারকাও গিয়েছেন জিম্বাবোয়েতে। এই সিরিজের জন্য ভারতীয় টিমের বাকি সদস্যরা আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। শুভমন গিল টিমের সঙ্গে জিম্বাবোয়ে যাননি। তিনি আলাদা ভাবে হারারেতে পৌঁছে অনুশীলন শুরু করেছেন। সঞ্জু স্যামসন, যশস্বী জয়সওয়াল ও শিবম দুবে রয়েছেন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ভারতের টি-২০ সিরিজের স্কোয়াডে। কিন্তু তাঁরা ভারতীয় বিশ্বজয়ী টিমের সঙ্গে দেশে ফিরে গিয়েছেন। বোর্ডের পক্ষ থেকে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ২টো ম্যাচের জন্য তাঁদের বদলি হিসেবে সাই সুদর্শন, হর্ষিত রানা ও জীতেশ শর্মাকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

কালীঘাট এমএসের কাছে হার মহামেডান স্পোর্টিংয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ গতবারের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন। আই লিগ জিতে ছাড়পত্র পেয়েছে আইএসএল খেলার। কিন্তু চলতি বছরের সিএফএলের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি মহামেডান স্পোর্টিংয়ের। প্রথম ম্যাচে উয়াড়িকে ৬ গোল দিয়ে লিগ শুরু করেছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। কিন্তু তার পরের ম্যাচেই খিদিরপুরের সঙ্গে ড্র। আর এদিন কালীঘাট মিলন সংঘের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেলেন তন্ময় ঘোষরা। প্রথমার্ধেই ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন কালীঘাট এমএসের দোরজি তামাং। মাত্র ৮ মিনিটের একটি ঝড়। তাতেই রংহীন হয়ে গেল মহামেডান। ৩৭ মিনিটে তামাংয়ের দূরপাল্লার শট

প্রথম পোস্ট দিয়ে জালে জড়িয়ে যায়। সেই ধাক্কা সামলে কামব্যাক করা তো দূরের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যে ফের গোল খেয়ে গেল মহামেডান। দ্রুত গতিতে ওয়ান-টু-ওয়ান খেলে বক্সে ঢুকে গেলেন তামাং। ডিফেন্ডারকে গায়ে নিয়েই ডানপায়ের ছোট্ট টোকায় গোল করে গেলেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডানের ধারাবাহিক আক্রমণ চলতে থাকলেও, গোলের মুখ খুলতে লেগে গেল ৮৩ মিনিট। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল কালীঘাট এমএসের রক্ষণের ফাঁক গলে জালে জড়িয়ে দেন ইসরাফিল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। তারা শট নিয়েছে ১৬টা। কিন্তু গোলমুখে শট মাত্র ৩। তাতেই বোঝা যায় ভেদশক্তির অভাবে কতটা ধুঁকছে সাদা-কালো বিগ্রেড। বাকিটা বল উড়িয়ে দিলেন কালীঘাটের ডিফেন্ডাররা। আর তালুবন্দি করলেন গোলরক্ষক আকাশ মণ্ডল। প্রায় ৬২ শতাংশ বল পজিশন রেখেও লাভ হল না মহামেডানের। পর পর দুম্যাচ পয়েন্ট খুইয়ে বিপাকে পড়ল তারা।

বার্বাডোজ, দিল্লি, মুম্বই হয়ে আবার লন্ডন
বিরাট কোহলি যেন হিউয়েন সাং!

মুম্বই, ৫ জুলাইঃ কতখানি পথ হাটলে তবে পথিক হওয়া যায়? স্রেফ ১৬ ঘণ্টা লেগেছিল বার্বাডোজ থেকে রাজধানীতে পৌঁছতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দিল্লি থেকে আবার উড়ে যেতে হয়েছিল মুম্বই। ট্রফি সেলিব্রেশন সেরে যখন সবাই ক্লান্ত, তখনও তাঁর যাত্রা শেষ হয়নি। মুম্বই থেকেই আবার রাতের লন্ডনগামী বিমান ধরেছেন বিরাট কোহলি। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা দুটো মহাদেশ পার করে আবার ইউরোপে পৌঁছেছেন। এই না হলে বিরাট কোহলি! পরিবার বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কাছে। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা ও দুই ছেলে-মেয়ে এখন লন্ডনে। বার্বাডোজ, দিল্লি, মুম্বই হয়ে লন্ডনে গেলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার। তাঁকেই তো দেওয়া যায় বিশ্বপথিক তকমা। গত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছিল ভারত। প্রথম দু-ম্যাচ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সে সময় অনুষ্কা গর্ভবতী। পিতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিলেন বিরাট। প্রাথমিক ভাবে দু-ম্যাচের জন্য সরলেও পুরো সিরিজেই পাওয়া যায়নি তাঁকে। দুটো মাস স্ত্রী, কন্যা ও সদ্যোজাত কথা বলছেন বিরাট কোহলি। সন্তানের খুশি করতে নানা অঙ্গভঙ্গি করছেন। প্রাউড ফাদার যেমন বিশ্বকাপে দেশের দায়িত্ব ভোলেননি, তেমনই পরিবারেরও। চ্যাম্পিয়ন

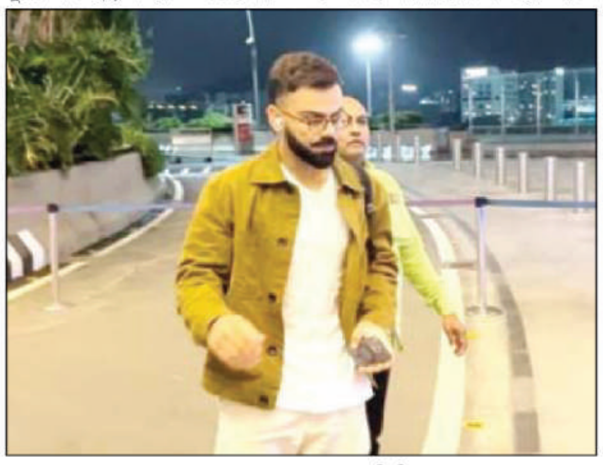

পুত্র সন্তানের সঙ্গে লন্ডনের বাড়িতে ছিলেন বিরাট। আইপিএল খেলেই পাড়ি দেন মার্কিন মুলুকে। এতদিন ভিডিয়ো কলই ভরসা ছিল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের সময়ও দেখা গিয়েছে ম্যাচের পর ভিডিয়ো কলে স্ত্রী, সন্তানদের সঙ্গে হয়েও ভিডিয়ো কলে কথা বলেন। দেশের সকলেই বিরাটের পরিবার। এক পরিবারের দায়িত্ব সামলে এ বার লন্ডনে বিরাট। সামনে দীর্ঘ ছুটি। এই সময়টা স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গেই কাটাতে চান অক্লান্ত বিরাট কোহলি।

রোহিতদের কোটি-কোটি টাকা পুরস্কার মহারাষ্ট্র সরকারের

মুম্বই, ৫ জুলাইঃ সম্প্রতি ২০২৪ টি-২০ বিশ্বকাপের খেতাব জয় করেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে টিম ইন্ডিয়াকে বিপুল সমারোহে স্বাগত জানানো হয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রায় ৩ লাখ সমর্থক মেরিন ড্রাইভে টিম ইন্ডিয়াকে স্বাগত জানাতে আসেন। এরপর শুক্রবার মুম্বইয়ে বসবাসকারী ক্রিকেটারদের মহারাষ্ট্র বিধানসভায় বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবে এবং যশস্বী জয়সওয়াল। এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে সম্মান জানান। টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের গায়ে শাল জড়িয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি হাতে তুলে দেওয়া হয় ভগবান গণেশের মূর্তি। সেইসঙ্গে টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। আর সেইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য ১১ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মুম্বইয়ের মুখ্যমন্ত্রী আলাদা করে সূর্যকুমার যাদবের ক্যাচের প্রশংসা করলেন। ফাইনাল ম্যাচের শেষ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার বলে একটা চোখ ধাঁধানো ক্যাচ ধরেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। এই একটা ক্যাচই ম্যাচের মোড় ভারতের দিকে ঘুরিয়ে ছিল।

মোহনবাগানে সই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার রডরিগেজের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুলাইঃ মোহনবাগানে এবার চতুর্থ বিদেশি তারকাও চূড়ান্ত হয়ে গেল। স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজকে সই করাল তারা। গত কয়েকদিন আগেই ব্রিটিশ ডিফেন্ডার টম অলড্রেডকে সই করিয়েছিল সবুজ-মেরুন ক্লাব। সেবারও কোচ হোসে মোলিনার পরামর্শেই সই করানো হয় টমকে। শুক্রবারও দুপুরে আলবার্তোর নাম সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। এদিন এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার চ্যাম্পিয়ন ক্লাব পার্সিব ব্যানডুং থেকে দু'বছরের চুক্তিতে এই সেন্ট্রাল ব্যাককে সই করানো হয়েছে। এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার শুধু দলের রক্ষণ নয়, পাশাপাশি সেটপিস থেকে গোলও করতে পারেন। অতীতে সেই ঝলক দেখিয়েছেন। ছয় ফুটের এই দীর্ঘকায় ডিফেন্ডার গোলের পাস বাড়াতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁকে পেয়ে দলের কোচ খুশি। মোলিনা দলের মিডিয়া ম্যানেজারকে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "আলবার্তো এমন এক ফুটবলার যিনি আক্রমণাত্মক খেলতে ভালবাসেন। তাঁর শক্তি ও দক্ষতার মিশেলে দল উপকৃত হবে। তাঁর দুটি পা সমানভাবে সক্রিয়। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়ার দলকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা ছিল। আলবার্তো যে মোহনবাগানের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে, এটাই আমাদের কাছে বড় পাওনা।" ৩২ বছরের এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সই করার পরে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেছেন, "আমি গত কয়েকবছর

ধরে আইএসএল ভালই লক্ষ্য করেছি। এও দেখেছি গত মরশুমে মোহনবাগান কিভাবে দাপট দেখিয়ে রানার্স হয়েছে। তারা লিগ-শিল্ড জিতেছে আইএসএলের। মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার বড় কারণ তাদের আবেগমুখর সমর্থকরা। মাঠভর্তি দর্শকদের সামনেই আমার সেরা খেলা বেরিয়ে আসে। মোহনবাগান সমর্থকরা সবার সেরা, এও আমি বুঝতে পেরেছি।"

টাইব্রেকার শট মিস করা নিয়ে যা বললেন মেসি

টেক্সাস, ৫ জুলাইঃ এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ওভাবে প্রাচীর হয়ে না দাঁড়ালে এখন হয়তো আক্ষেপেই পুড়তে হতো লিওনেল মেসিকে। ১-১ গোলে সমতার ম্যাচে টাইব্রেকারে প্রথম শট নিতে গিয়ে গড়বড় করে ফেলেছিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। পোস্টের মাঝামাঝি 'পানেনকা' শট নিতে গিয়ে বল মেরে বসেন ক্রসবারে। যে শটে মেসি গোল মিস করেছেন, সে ধরনের শট তাঁকে সাধারণত নিতে দেখা যায় না। ম্যাচ শেষে টাইব্রেকারে মিস করা শট নিয়ে কথা বলেন মেসি। বলেছেন চোট থেকে ফেরা নিয়েও। হিউস্টনে এনআরজি স্টেডিয়ামে এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে আবার চোটে পড়ার ভয়ে ছিলেন মেসি। তবে সেমিফাইনালের আগে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের

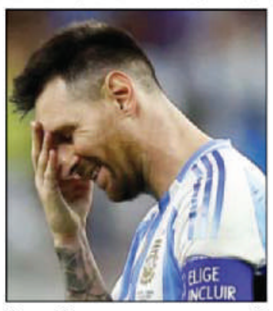

আশাবাদের খবরই শুনিয়েছেন কিংবদন্তি। গ্রুপ পর্বে চিলির বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়া মেসি পেরুর বিপক্ষে খেলেননি। তবে আজ কোয়ার্টার ফাইনালে ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকেই ছিলেন। ৩৬ মিনিটে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের গোলের উৎসও ছিলেন তিনি। যদিও ম্যাচের বাকি সময়ে খুব একটা নিজের মান অনুযায়ী খেলতে পারেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। পুরো নব্বই মিনিটে মেসির বলে স্পর্শ ছিল মাত্র ২৭ বার, গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের চেয়ে একবার বেশি। মেসি জানিয়েছেন, চোট থেকে ফিরে কিছুটা সতর্ক থাকতে হয়েছে তাঁকে, "আমি এখন ঠিক আছি। কোনো অস্বস্তি নেই। আবার চোটে পড়ার বা অস্বস্তিতে ভোগার মানসিক ভয় সব সময়ই ছিল। তবে পেশিতে কোনো সমস্যা নেই। কোচ জিজ্ঞাসা করেছিল খেলতে প্রস্তুত কি না। আমি হ্যাঁ বলেছি।" ইকুয়েডর ২০০১ সালের পর কোপা আমেরিকায় কোনো লাতিন আমেরিকান দেশকে হারাতে পারেনি। সেই দল বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বেশ পরীক্ষাতেই ফেলেছিল। মেসির মতে এ ক্ষেত্রে মাঠেরও ভূমিকা আছে, "ওরা ভালো দল। বৈচিত্র্য আছে। শক্তিশালীও। তবে আমরা যেভাবে খেলতে চেয়েছি, পিচের কারণে সেটা পারা যায়নি। এ ধরনের মাঠে খেলা রক্ষণনির্ভর দলের জন্য সুবিধাজনক।" ইকুয়েডর প্রথমার্ধে গোল হজম করলেও শেষ দিকে যোগ করা সময়ে সমতায় ফিরেছে। এরপর টাইব্রেকার শুরু হলে মেসি পানেনকা শট নিয়ে মিস করে বসেন। কেন এমন শট, সেটি জানাতে গিয়ে মেসি বলেন, "খুব বিরক্ত লেগেছে নিজের ওপর। ভেবেছিলাম কিকটা ভালোই হবে। আমি (দুই গোলকিপার) দিবু ও রুইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এই কিকটা অনুশীলন করা হয়নি, শুধু কথা বলে নিয়েছিলাম। আমার চেষ্টা ছিল বলটা আস্তে করে মারতে, কিন্তু উঁচুতে উঠে গেল।" ৩১ বছর বয়সী মার্তিনেজের প্রশংসা করতে গিয়ে মেসি বলেন, "আমি জানতাম, এ ধরনের সময়ে দিবু দাঁড়িয়ে যাবে। এ ধরনের মুহূর্তই ওর পছন্দ, যেটা তাঁকে বড় করে তুলেছে। ও গোলবারের নিচে থাকলে অন্য রকম হয়ে ওঠে।"

আর্জেন্টিনার কাছে হারের পর বরখাস্ত একুয়েডর কোচ

টেক্সাস, ৫ জুলাইঃ ভারতীয় সময় শুক্রবার সকালে কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবল লড়াইয়ের পরও শিরোপাধারী আর্জেন্টিনার সঙ্গে পেরে ওঠেনি একুয়েডর। মূল ম্যাচে ১-১ গোলে ড্রয়ের পর তারা ৪-২ ব্যবধানে হেরে যায় টাইব্রেকারে। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে ভালেন্সিয়া গোল করতে ব্যর্থ হলে নষ্ট হয় ম্যাচে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ। তবে বিরামহীন আক্রমণে যোগ করা সময়ে গোল করে সমতা ফেরায় একুয়েডর। পরে ম্যাচ জেতারও দারুণ এক সুযোগ আসে। কিন্তু পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হেডে দলকে হতাশায় পোড়ান জর্দি কেইসেদো। টাইব্রেকারে প্রথম শট ক্রসবারে মারেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক লিওনেল মেসি। কিন্তু সুযোগ নিতে পারেননি একুয়েডরের খেলোয়াড়রা।

তাদের প্রথম দুটি শট ঠেকিয়ে ব্যবধান গড়ে দেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। কোপা আমেরিকায় নিজেদের ইতিহাসে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রথম জয়ের দারুণ সম্ভাবনা জাগিয়েও শেষ পর্যন্ত একরাশ হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে একুয়েডর। এর একটু পরেই এক বিবৃতিতে ৪৮ বছর বয়সী কোচের ছাঁটাইয়ের কথা জানায় একুয়েডর ফুটবল ফেডারেশন। ফেলিক্স ও তার কোচিং স্টাফদের তাদের কাজ ও পেশাদারিত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং ভবিষ্যতের জন্য শুভ কামনা জানাই। বার্সেলোনা যুব দল দিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করা সানচেস পরে কাতারে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেন। তার কোচিংয়েই দেশটি ২০১৯ সালে এশিয়ান কাপে নিজেদের প্রথম শিরোপা জেতে। গত বছর মার্চে চার বছরের চুক্তিতে একুয়েডরে যোগ দিয়েছিলেন সানচেস। ১৫ মাসের ব্যবধানে চাকরি হারালেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দলকে ব্রাজিলের ওপরে পঞ্চম স্থানে রেখে গেলেন অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচ। ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময়ও নিজের ভবিষ্যৎ জানতেন না সানচেস। তিনি আভাস দিয়েছিলেন সাফল্যের জন্য একুয়েডরের আরও সময় প্রয়োজন। "আমরা গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে নকআউট পর্বে জায়গা করে নিয়েছি। যদিও আমরা এরপর আর অগ্রসর হতে পারিনি, তবুও আমি খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়েছি। আমার মনে হয়, ওদের কৃতিত্ব প্রাপ্য, এটা আমার মত। তবে আমি মনে করি এই টুর্নামেন্টের পরের আসরে আমরা আরও অভিজ্ঞ দল নিয়ে আসব। এরা খুবই তরুণ খেলোয়াড়। হয়তো এই ফল ন্যায্য নয়। তবে আমি জানি, এই খেলোয়াড়দের ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে।" ৪৮ বছর বয়সী সানচেজ এর আগে কাতার জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত। ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ইকুয়েডরকে নিয়ে ভালোই করছিলেন ফেলিক্স। ৬ ম্যাচে ৩ জয়ে পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থান (পঞ্চম) ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে ও চিলির ওপরে। ইকুয়েডরের কোচ হিসেবে ১৯ ম্যাচের ১০টিতে জিতেছেন ফেলিক্স।

পেনাল্টি মিস মেসির, ত্রাতা সেই মার্তিনেজ
টাইব্রেকারে ইকুয়েডরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

টেক্সাস, ৫ জুলাইঃ আর্জেন্টিনা এমন কিছু হয়তো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে পাওয়া গোলে এগিয়ে ছিল কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। যোগ করা সময়ের ২ মিনিটে এসে সেই গোল শোধ হয়ে যাবে কে ভেবেছে! একদম বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই সমতাসূচক গোলটি করে ইকুয়েডর। ফ্রি-কিক থেকে উইঙ্গার জন ইয়েবোয়া বলটা বক্সের ভেতর ফেলেছিলেন। ফরোয়ার্ড কেভিন রদ্রিগেজের কুশলী হেড দূরের পোস্ট দিয়ে জড়ায় জালে। প্রায় হেরে বসা ম্যাচে ১-১ গোলে সমতায় ফিরে ইকুয়েডরের খেলোয়াড়দের উল্লাস তখন দেখে কে! কোপা আমেরিকায় ফাইনাল ছাড়া নকআউট পর্বের কোনো ম্যাচেই অতিরিক্ত সময় নেই। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে শেষ হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। আর্জেন্টিনার হয়ে টাইব্রেকারে প্রথম শটই মিস করেন লিওনেল মেসি। 'পানেনকা' শট নিয়ে বল ক্রসবারে মারেন তিনি। হতাশ মেসিকে এসে জড়িয়ে ধরেন ইকুয়েডর গোলকিপার আলেক্সান্দার ডমিনিগুয়েজ। আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজ অবশ্য 'চাপ' দীর্ঘায়িত হতে দেননি। ইকুয়েডরের প্রথম শটটি ঠেকিয়ে দেন তিনি। এরপর দ্বিতীয় শটটিও ঠেকিয়ে টাইব্রেকারে আবারও 'অতিমানব' হয়ে ওঠেন মার্তিনেজ। ইকুয়েডরের হয়ে প্রথম দুটি শট নেওয়া অ্যাঞ্জেল মেনা ও অ্যালান মিন্দার শট ঠেকান মার্তিনেজ। মেসির পর আর্জেন্টিনার আর কেউ পেনাল্টি মিস না করলে শেষ পর্যন্ত ৪-২ গোলের জয়ে সেমিফাইনালে উঠে যায় আর্জেন্টিনা। অন্য কোয়ার্টার

ফাইনাল ম্যাচে ভেনেজুয়েলা ও কানাডার মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামবে লিওনেল স্কালোনির দল। হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার এই কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সেন্টারব্যাক লিসান্দ্রো মার্তিনেজ। মেসির কর্নার থেকে হেড করে বলটি বাঁ প্রান্তের পোস্টে পাঠান ম্যাক অ্যালিস্টার। সেখানে সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়ানো মার্তিনেজ হেডে গোলটি করেন। তবে যোগ করা সময়ের আগেই ম্যাচে সমতায় ফেরার সুযোগ পেয়েছিল ইকুয়েডর। ৬১ মিনিটে নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করে বসেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার রদ্রিগো দি পল। পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। স্পটকিক থেকে ইকুয়েডর অধিনায়ক এনার ভ্যালেন্সিয়া বল মারেন পোস্টে! ফিরতি বলে লেফট ব্যাক পিয়েরো হিনকাপিও বল মারেন সাইড নেটে। সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয় ইকুয়েডরের। শুধু কী তাই, যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরার পর জেতার সুযোগও পেয়েছে ইকুয়েডর। সেটি যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে (৭ মিনিট)। মিন্দার ক্রস থেকে আর্জেন্টিনার বক্সে ফ্রি হেডের সুযোগ পেয়েছিলেন স্ট্রাইকার জর্দি কাইসেদো। এই সুযোগটা তিনি কাজে লাগাতে পারেননি। একদম অরক্ষিত অবস্থায় থেকেও হেডে বল পোস্টের বাইরে মারেন। চোটের কারণে এই ম্যাচে মেসির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ছিল। তবে কোচ স্কালোনি তাঁকে শুরু থেকেই খেলিয়েছেন। গোটা ম্যাচে সেভাবে আলো ছড়াতে পারেননি ইন্টার মায়ামি তারকা। টাইব্রেকারেও পানেনকা শটটি বেশি ওপরে মেরেছেন। তবে মেসির মিসের পর আর্জেন্টিনার হয়ে লক্ষ্যভেদ করতে ভুল করেননি হুলিয়ান আলভারেজ, ম্যাক অ্যালিস্টার, গঞ্জালো মন্তিয়েল ও নিকোলাস ওতামেন্দি। প্রথমার্ধে আধঘণ্টা তেমন ভালো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। বরং ২৭ মিনিটে ইকুয়েডরই গোলের ভালো সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু জোরালো শট নিতে গিয়ে বল পোস্টের বাইরে মারেন কেন্দ্রি পায়েজ। গোল পাওয়ার পর ভালো খেলতে শুরু করে আর্জেন্টিনা। সে ধারাবাহিকতায় ৪১ মিনিটে আসে দারুণ সুযোগ। কিন্তু দি পলের পাস থেকে বল পোস্টের বাইরে মারেন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধে গোলের তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আর্জেন্টিনা।

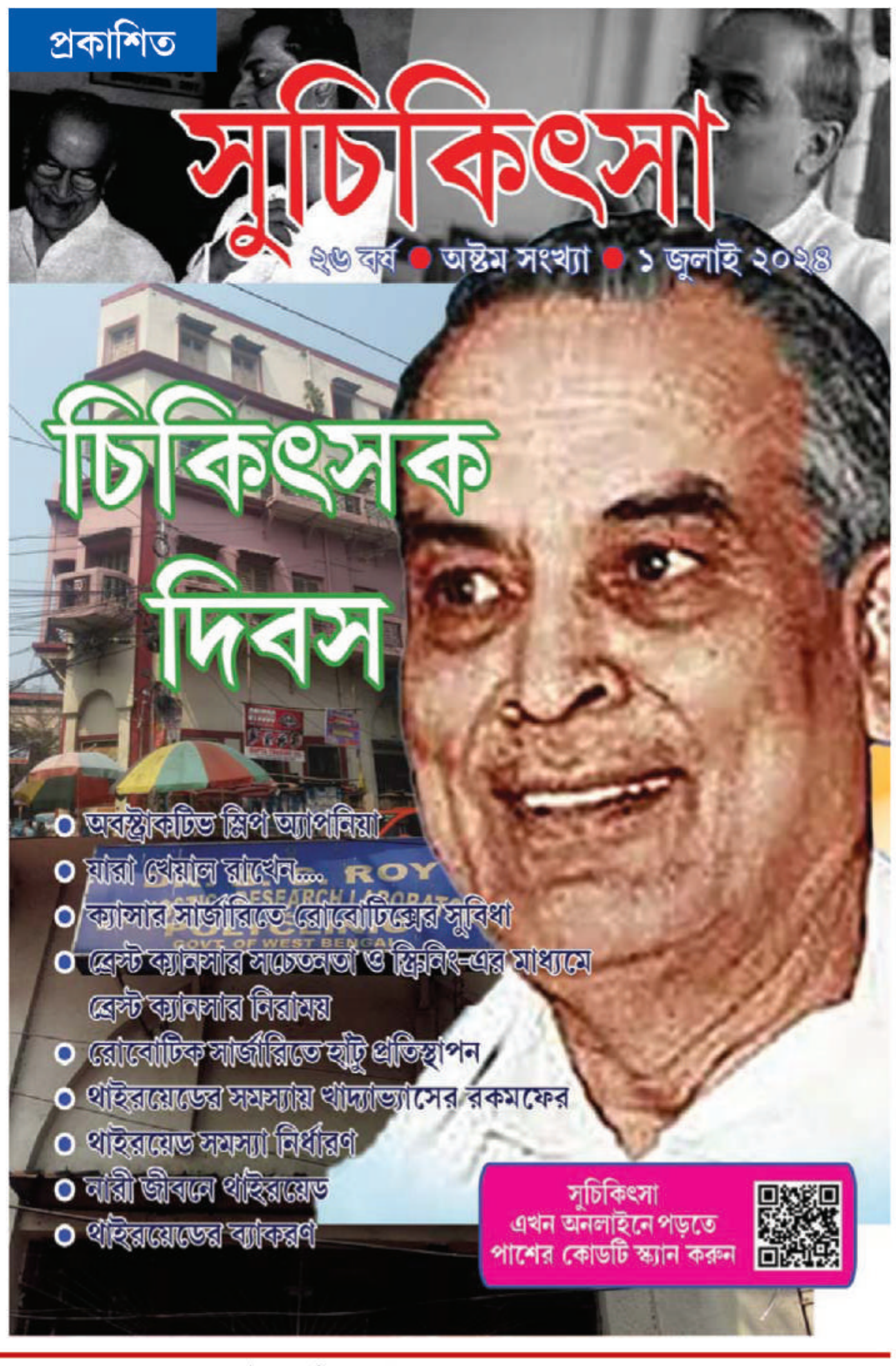

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com